ভারতের শাসন-পদ্ধতি

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ; পি, আর এস্;
পি, এইচ, ডি; বি, লিট্,
আশুতোষ-অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ,
অর্থ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
অর্থ-নীতি—অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, সহকারী—সম্পাদক,
"অ্যাড্ভান্স," পরীক্ষক, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীকালীপ্রসাদ সেন, বি, এ,
ইতিহাস—শিক্ষক, সাউথ সুবারবান ব্রাঞ্চ স্কুল,
ভারতের বর্তমান শাসন-পদ্ধতি এবং ভারতের নব শাসন
পদ্ধতি প্রণেতা কর্তৃক
প্রণীত

বুক করপোরেশন লিমিটেড্,
১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল,
বুক করপোরেশন লিঃ,
১৮, শ্যামাচরণ, দে স্ট্রীট্,
কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রথম মুদ্রণ

১৯৩৭

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র,
মেট্রো প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৫৩, ৫৪, পি, এম, সুর, গার্ডেন লেন,
বেলেঘাটা, কলিকাতা।



Royal message on 1st April. 1937.

"To day the first of those constitutional reforms upon which Indians and British alike bestowed so much thought and work comes into operation. I cannot let the day pass without assuring my Indian subjects that my thoughts and good wishes are with them on this occasion.

A new chapter is thus opening and it is my fervent hope and prayer that the opportunities now available to them will be used wisely and generously for the lasting benefit of all my Indian people."

George R. I.

মুখবন্ধ

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুশাসনে নহে, নাগরিকের বিধিসঙ্গত অধিকার পরিচালনের প্রয়োজনেই দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত মোটামুটি পরিচয় থাকা দরকার। এখন যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র, দুই দিন পরে তাহাদিগকে নাগরিকের সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য নহে, সেই গুরুতর দায়িত্বের পরীক্ষায় যাহাতে বাঙ্গালী যুবক আপনার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ সেন বর্তমান বহিখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, সরল ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানি সকলেরই বোধগম্য হইবে। আশাকরি যে ছাত্রদিগের পিতারাও যত্ন সহকারে এই বইখানি পড়িবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৭

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন।

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্তিত বিধানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিদিগকে শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের আভাস দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র একটি জটিল বিষয়। সরলমতি বালকদের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন কষ্টসাধ্য। ছাত্রদের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্ত এই পুস্তক প্রণয়নে প্রয়াসী হইয়াছি। শাসন তন্ত্রের জটিলতা লাঘব করিবার নিমিত্ত সকল খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমরা পূর্বাপর মূল গ্রন্থাদির সাহায্য লইয়াছি; এতদ্ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(1) Government of India Act, 1935.

(2) Report of the Joint Parliamentary Committee on the Government of India Bill.

(3) Sir Otto Niemeyer's Reports on Financial Adjustments.

(4) Simon Commission Report.

(5) Constitutional History of India by A. B. Keith.

(6) Reforms Scheme—A Critical Study—D. N. Banerjea.

(7) Government of India—Sir. C. P. Ilbert.

(8) An Introduction to Indian Economics—Dr. P. N. Banerjea.

(9) ভারতের বর্তমান শাসন পদ্ধতি—কালীপ্রসাদ সেন।

(10) ভারতের নব শাসন পদ্ধতি—কালীপ্রসাদ সেন।

এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য রিপোর্টও অবলম্বন করিয়াছি। সিলেবাস ব্যতীত অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। আশা করি তাহাতে পাঠকদিগের সুবিধাই হইবে।

যে উদ্দেশ্যে পুস্তক লিখিত হইল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

যে সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছি সেই সকল গ্রন্থকারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। খ্যাতনামা সাহিত্যিক, শ্রীযুত প্রেমেন্দ্র মিত্র এই পুস্তকের ভাষা দেখিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।

সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেই সকল সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞাপন করিলে পুনর্মুদ্রণে সংশোধনের চেষ্টা করিব।

বালীগঞ্জ,
১লা বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল।

গ্রন্থকারদ্বয়—

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতের শাসন-পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিবৃত্তিকা

ইংরেজগণ সসৈন্যে আসিয়া একেবারে ভারত আক্রমণ করিয়া বসে নাই; রাজ্যজয় লালসা তাহাদের আদৌ ছিল না। বাণিজ্যস্থাপন এবং তাহার প্রসারের নিমিত্তই তাহাদের ভারতে আসিবার প্রচেষ্টা এবং তৎসংক্রান্ত সুবিধালাভ করিতে তাহারা সর্বদাই ব্যস্ত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ফরাসী শাসনকর্তা ডুপ্লের অপ্রতিহত ক্ষমতা ইংরেজ বণিকগণের বাণিজ্যপথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই অন্তরায় অতিক্রম করিতে ইংরেজগণকে ফরাসীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছে। বাণিজ্যপ্রসারের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তাহাদের (ইংরেজগণের) রাজ্যপ্রতিষ্ঠা অনেকটা সহজসাধ্য করিয়াছে। তাহাদের বাণিজ্যপ্রসার এবং রাজ্যস্থাপন দেড়শত বর্ষ বা তদূর্ধকালের ইতিবৃত্ত। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রও এই সুদীর্ঘকালের চিন্তাধারা-প্রসূত। বণিক সমিতি গঠিত হইবার সময় উহার কতকগুলি নিয়মকানুন ছিল, কিন্তু যেমন তাঁহারা রাজ্যজয় করিতে লাগিলেন, তৎসঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ নিয়মও হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান শাসনতন্ত্র একটা

ধারাবাহিকভাবে ক্রমবিকশিত এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। সার সি, পি, ইলবার্ট* এই ক্রমধারাকে তিনটীভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) বাণিজ্যপ্রসার এবং সনন্দের যুগ ; (২) পার্লিয়ামেণ্টের হস্তক্ষেপ এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতাহ্রাসের যুগ ; এবং (৩) গণতন্ত্র প্রসারের যুগ। প্রথম অধ্যায়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গঠন প্রণালী এবং ইংলণ্ডেশ্বরের সনন্দলাভ প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের ১৬০০ খৃষ্টাব্দের সনন্দ হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়মের সনন্দ এই যুগের প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থের নিয়ামক আইন বা রেগুলেটীং অ্যাক্ট এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ দ্বিতীয় অধ্যায়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

কোম্পানীর কার্যে নিয়ামক আইন বা রেগুলেটীং অ্যাক্ট দ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তদবধি পার্লিয়ামেণ্ট ক্রমশ কোম্পানীর ক্ষমতা খর্ব করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ও সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয় এবং পার্লিয়ামেণ্ট ভারত-শাসনভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন। পার্লিয়ামেণ্টের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক যুগেই ভারতবর্ষকে শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার অর্পণ করা হইতেছে। আবার কোন কোন রাজনীতিজ্ঞের মতে মহাসমরের সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি দেখা যায়। তাঁহাদের মতে তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু কমন্সসভার ১৯১৭ সনের ২০শে আগস্ট তারিখে যে ঘোষণা করেন তাহা নবযুগ-প্রবর্তক এবং উহা চতুর্থ অধ্যায়রূপে বিবেচনা করা অযৌক্তিক নহে।

---

* Govt. of India—Ilbert. p. 1.

বাণিজ্য-সূত্রপাত এবং সমিতিগঠন—

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বহুদিন যাবতই প্রচলিত। ভারতীয় দ্রব্য সমূহ পাশ্চাত্য দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, সীরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি সকল স্থানেই প্রেরিত হইত। কিন্তু এই বাণিজ্য প্রথমত আরব ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল, তাহারা সস্তায় জিনিষ ক্রয় করিয়া ইউরোপীয়দের নিকট চারিগুণ, পাঁচগুণ, কিংবা ততোধিক দাম আদায় করিত। ইহাতে ইউরোপীয় দেশসমূহে ক্রমশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং সকলেই ভারতে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে কিন্তু ভারতে আসিবার পথ ইউরোপের নিকট তখনও অপরিজ্ঞাত, সেজন্য সকলেই ভারতে আসিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন, ফলে নূতন নূতন পথ এবং নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইল। ইহারই ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপে নূতন নূতন সমিতি গঠিত হইল। বলা বাহুল্য, সকল বণিক সম্প্রদায়ই সংঘবদ্ধভাবে সমিতি গঠন করেন নাই; চতুর্দশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে যে সকল বণিক সমিতি গঠিত হয়, তন্মধ্যে পর্তুগীজগণই প্রথম, তৎপর দিনেমারগণ, তৃতীয় ইংরেজ এবং সর্বশেষে ফরাসিগণ। ইংরেজ সমিতিগুলির মধ্যে লেভান্ট (Levant) কোম্পানী প্রাচ্যে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রথম পান। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীর সুলতানের নিকট হইতে বাণিজ্য করিবার যে সকল সুবিধা পান তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী এলিজাবেথ কোম্পানীকে সনন্দ বা বাণিজ্য করিবার অনুমতি দান করেন।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—

বৃটিস্ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটা ইতিহাস বিজড়িত ঘটনার

ফল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হঠাৎ মরিচের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহাতে বৃটিশ বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং মনে করেন যে আরব বণিকদের স্বার্থপরতার জন্যই তাঁহাদের এই ক্ষতি এবং তাহারা নিজেদের লাভের জন্যই এরূপ করিতেছে, সুতরাং তাঁহারা নিজেরাই বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের বণিক সম্প্রদায় লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে ফাউণ্ডারস্ হলে (Founders' Hall) এক সভার অধিবেশনে স্থির করেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন; কিন্তু স্পেনের সহিত শত্রুতার ভয়ে রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁহাদের প্রার্থনা প্রথমত মঞ্জুর করেন নাই। পনের মাস পরে 'Governor and Company of merchants of London trading with the East Indies'—এই নামে ২১৭ জন ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমিতিটি গঠন করেন। এই কোম্পানীর একজন কর্মসচিব (Governor) এবং ২৪জন সভ্য লইয়া কমিটি বা ডাইরেক্টরেট প্রতি বৎসর নির্বাচিত হন। লণ্ডনের অল্ডারম্যান এবং লেভাণ্ট কোম্পানীর কর্মসচিব টমাস স্মীথ্ এই কোম্পানীর প্রথম গভর্ণর।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ১৫ বৎসরের জন্য এই কোম্পানীকে বাণিজ্য করিবার সনন্দ দেওয়া হয় এবং কোম্পানীর সুশাসনের জন্য যে কোন নিয়ম, যে কোন কর্মচারি-নিয়োগ এবং পদচ্যুতির অধিকার দেওয়া হয়।

সনন্দের সর্ত

পনের বৎসর পরে সনন্দ পুনর্বিবেচিত হইবে এবং ইতিমধ্যে কোম্পানীর কাজ যদি আশাপ্রদ না হয় তবে উক্ত সনন্দ দুই বৎসরের নোটিশ দিয়া প্রত্যাহৃত হইবে। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম জেম্‌স্ রাজ্ঞী এলিজাবেথের প্রদত্ত সনন্দকে স্থায়ী সনন্দে পরিণত করেন কিন্তু

উহাতে সর্ত থাকে যে তিন বৎসর পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া ইংলণ্ডাধিপতি ঐ সনন্দ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। বণিক সম্প্রদায় একত্রে সনন্দ গ্রহণ করিলেন বটে, তাঁহারা যৌথ অর্থাৎ একযোগে অংশীদাররূপে ব্যবসা করেন নাই, কেবল নিজেদের নামে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় রত হইলেন। এইভাবে তাঁহারা উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ম্যাগিলেন প্রণালী পর্য্যন্ত একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লাভ করিলেন। পরে ইহা যৌথ ব্যবসাতে পরিণত হয়।

রাজ্যবিস্তার

কোম্পানী প্রথমে সুরাটে কুঠি স্থাপন করেন। তৎপর চন্দ্রগিরির রাজার নিকট মাদ্রাজপট্টম্ নামে একটি ক্ষুদ্র স্থান ক্রয় করিয়া সেই স্থানে সেণ্ট জর্জ নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন (১৬৪১)।

মাদ্রাজ

পর্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার সময় যৌতুক স্বরূপ দ্বিতীয় চার্লস্ পর্তুগালের রাজার নিকট বোম্বাই দ্বীপটি পান, সেই দ্বীপটি তিনি বার্ষিক ১০ পাউণ্ড (তৎকালীন ইহার মূল্য প্রায় ৮০৲ টাকা হইবে) খাজনায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইজারা দেন।

বোম্বাই

বঙ্গদেশে তাঁহারা পাটনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী প্রথম সুতানুটিতে কুঠি স্থাপন করেন এবং ১৬৯৮ অব্দে জব চার্ণক বার্ষিক ১২০০ টাকা খাজনায় সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী ক্রয় করেন। এই তিনটি গ্রামে বর্ত্তমান কলিকাতা সহরের পত্তন হয় এবং পরবর্ত্তীকালে এই ক্ষুদ্র তিনটি গ্রামই এই মহানগরীতে পরিণত হয়। এইস্থানে তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ স্থাপন করেন।

কলিকাতা, বঙ্গদেশ

এতদিন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রসারের জন্য শুধু ব্যস্ত ছিলেন এবং কোনরূপ রাজ্যস্থাপনের কল্পনা তাঁহাদের ছিল না বলিয়াই মনে হয়। বরং দক্ষিণাপথে ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লে অনেকটা ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে একটু দক্ষতার সহিত রাজন্যবর্গের সহিত যোগদান করিলে একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা আছে এবং এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কর্ণাট যদ্ধে যোগদান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়—এই দুই কর্ণাট যুদ্ধের ফলেই ফরাসীর প্রভাব খুব বিস্তারলাভ করিয়াছিল কিন্তু তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধের ফলে এবং ক্লাইভের বিচক্ষণতার জন্য ফরাসী জাতির প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া গেল এবং ইংরেজদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই যুদ্ধের পরেই ইস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সহিত ইংরেজদের বিবাদ হয়। তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সংস্কার করাইতেছিলেন। কিন্তু নবাব তাহাতে প্রতিবাদ করেন; নবাবের ধারণা হয় যে ইংরেজগণ শক্তিবৃদ্ধি করিবার মানসে দুর্গ সুরক্ষিত করিতেছে। এইরূপ ভাবে যদি তাহারা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে তবে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ জয় করাও বিচিত্র নহে; যাহা হউক, বঙ্গদেশেও সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাঁহারা ক্লাইভকে সেই সভায় আহ্বান করিলেন। তাহার ফলেই পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হইয়া মিরজাফরের পুত্র মিরণের হস্তে বন্দী হইয়া নিহত হন।

মিরজাফর বাংলার নবাব হইলেন। মিরজাফর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইংরেজদিগকে বহু অর্থ এবং ২৪ পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। মিরজাফর বেশী দিন রাজ্যভোগ

২৪ পরগণা

করিতে পারেন নাই; তাঁহার অকর্মণ্যতা শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল; কাজেই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাসিমকে নবাবপদে উন্নীত করা হয়। মিরকাসিম ইংরেজদিগকে এই নবাবীপদ লাভের জন্য বহু অর্থ এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং চট্টগ্রাম—এই তিনটি স্থান ইংরেজদিগকে প্রদান করেন।

মেদিনীপুর, বর্ধমান, এবং চট্টগ্রাম

দেওয়ানীলাভ—

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ বঙ্গদেশ জয় করিলেন বটে; কিন্তু যে কারণেই হউক তিনি নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। একজন নবাবের সাহায্যে এ দেশ শাসন করেন। নামে মাত্র একজন নবাব হইলেন কিন্তু প্রকৃত রাজা ইংরেজ। মিরকাসিম শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি ইংরেজদের হাতের পুতুল মাত্র—তাঁহাদের হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী তুলিয়া নিলেন। ইহাতে শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। কাটোয়া, ঘেরিয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে মিরকাসিম পরাজিত হন এবং অবশেষে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া তিনি দেশত্যাগী হইলেন।

এই বক্সারযুদ্ধের পর হইতেই ইংরেজ-রাজত্বের সূত্রপাত হয়; এতদিন পর্যন্ত নবাবী আমল যে ছিল সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু এই যুদ্ধের পর হইতেই নবাবী পদ উঠিয়া গেল এবং ইংরাজগণ নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। বক্সারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীপদ* লাভ করেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ক্লাইভ যে কোরা এবং এলাহাবাদ লাভ করিয়াছিলেন সেই

বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা

দুইটি প্রদেশ তিনি সম্রাটকে প্রদান করিলেন ; এবং স্থির হইল, বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা তাঁহাকে দিবেন—ইহার পরিবর্তে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং তৎসঙ্গে মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলী, এই কয়েকটি স্থানের দেওয়ানী তাঁহাদিগকে দেওয়া হইল। যদিও তাঁহারা বাহুবলে উত্তর সরকার পূর্বেই জয় করিয়াছিলেন, এই সঙ্গে উহাতেও সম্রাটের অনুমোদন প্রাপ্ত হইলেন।

কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করিবার পর, ইহার কর্মচারিগণ দেশের লোকের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিতেন না ; বরং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা নিজেরা বহু সম্পত্তির মালিক হইতেন ; কিন্তু কোম্পানীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে থাকে। কোম্পানী তখন লোকের মন আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত উচ্চহারে লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড্) দিতে থাকেন। ইহাতে কোম্পানীর অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইতে থাকে। কর্মচারিগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অত্যধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথায় রাজার ন্যায় বাস করিতেন। ইহাতে ইংলণ্ডের লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তাহাদের অত্যাচারের সংবাদ শীঘ্রই তথায় প্রচারিত হইল। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কোম্পানীর কার্যে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যবসা এবং রাজস্ব এই দুইটি বিষয় একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেইজন্য তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)—

কোম্পানীর শাসনকার্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার মানসে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টে রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামে এক আইন গৃহীত হয়। ইহাতে

ভারত-শাসন ব্যাপারে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইয়াছে; ইহার পূর্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের ইচ্ছামত শাসন করিতেন। কিন্তু এই আইন গৃহীত হওয়াতে তাহাদের ক্ষমতা অনেকটা কমিয়া যায়। ইহার পর হইতে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পর্যন্ত একটা নূতন অধ্যায়। পার্লিয়ামেণ্ট সময় সময় নূতন আইন পাশ করিয়া কোম্পানীর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্রমশ ভারত-শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

ধারাসমূহ

বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজকে তিনটি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভাগ করা হইল এবং একজন গভর্ণর এবং একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেকটী বিভাগ বা প্রেসিডেন্সী স্বাধীনভাবে থাকিবে—কেহ কাহার অধীন থাকিবে না এবং প্রত্যেক গভর্ণরই নিজ নিজ প্রদেশের জন্য ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

ধারাসমূহ

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে একজন গভর্ণর-জেনারেল এবং চারিজন সভ্য নিযুক্ত হন। ইঁহারা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার যাবতীয় সামরিক, দেওয়ানী এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারের পরিচালনা এবং পরিদর্শন করিবেন। ইঁহাদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হয়। গভর্ণর-জেনারেল, গভর্ণর প্রভৃতি কর্মচারীর পাঁচ বৎসরের কার্যকালের প্রথা সেই অবধি চলিয়া আসিতেছে।

গভর্ণর-জেনারেল সভার ভোটাধিক্য দ্বারা তাঁহার কর্তব্য কার্যের মীমাংসা এবং পরিচালনা করিবেন। গভর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক সমিতি এই অ্যাক্ট হইতে আরম্ভ হয়। ওয়ারেণ হেস্‌টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল এবং জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্‌সন্, মিঃ বারওয়েল এবং মিঃ ফ্রান্‌সিস্ সভ্য নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গদেশ অন্য দুই প্রদেশের

উপর ক্ষমতা বিস্তার করিবে। অর্থাৎ বঙ্গদেশের গভর্ণর-জেনারেল অন্য দুই প্রদেশের উপর ক্ষমতা পরিচালন করিবে।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত কোন সন্ধি কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, কিন্তু একান্ত প্রয়োজন হইলে কিংবা কোম্পানীর নির্দেশ পাইলে তাঁহারা যুদ্ধ কিংবা সন্ধি করিতে পারিবেন।

গভর্ণর-জেনারেল কোর্ট অব ডিরেক্টরদের আজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করিবেন এবং সকল সময়ই ভারত সম্বন্ধে সকল সংবাদ ডিরেক্টরদের কর্ণগোচর করিবেন।

বঙ্গদেশের বিচার সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। একজন প্রধান এবং তিনজন অধস্তন বিচারপতি লইয়া একটি প্রধান বিচারালয় (Supreme Court) স্থাপিত হয়। ইহা দেওয়ানী, ফৌজদারী, সেনা এবং খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে সকল প্রকার বিচার করিতে পারিবে। এমন কি ইহা কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমারও বিচার করিতে পারিবে। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল কিম্বা তাঁহার কাউন্সিলের সভ্যদের বিরুদ্ধে 'treason or felony' ব্যতীত কোন অভিযোগ আনা চলিবে না।

কোম্পানীর শাসনকার্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গভর্ণর-জেনারেল এবং তাঁহার সভা আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা সুপ্রীম কোর্টে বিজ্ঞাপিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইতে পারিবে না।

গভর্ণর-জেনারেল, গভর্ণর কিংবা কোন সভ্য কোম্পানীর অধীনে কার্যকালে কোন অপরাধ করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে মোকদ্দমা হইতে পারিবে।

ইহার সুবিধা

রেগুলেটীং অ্যাক্টের অনেক সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই ছিল। প্রথমত পার্লিয়ামেণ্টের কর্তৃত্বের সূত্রপাত হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতাকে বন্ধ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের শৃঙ্খলার মধ্যে ভারতবর্ষকে আনিবার এই প্রথম চেষ্টা।

ইহাতে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন হয়। এইবার অবশ্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। দায়িত্বের কতকাংশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে থাকে এবং অপরাংশ বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রহিল।

তৃতীয়ত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মঙ্গলামঙ্গলের ভার পার্লিয়ামেণ্ট আংশিকভাবে গ্রহণ করেন।

অসুবিধা

ইহার অসুবিধাও ছিল অনেক। প্রথমত কাহারও ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নাই। গভর্ণর-জেনারেল এবং তাঁহার কাউন্সিল নিম্নতন প্রেসিডেন্সি সমূহের উপর কতটা কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা বিস্তার করিবে কিংবা সুপ্রীম কোর্টের-ই বা প্রভুত্বের সীমা (Jurisdiction) কি থাকিবে, কিংবা বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিবে, সেই সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নাই; এই সকল স্থানেই গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা রহিল।

ইহার অপর একটি অসুবিধা এই যে সভার মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত গভর্ণর-জেনারেলকে মানিয়া চলিতে হইবে; অধিক সংখ্যক সভ্য যদি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তবে তাঁহাদেরই মত অনুসারে তাঁহাকে চলিতে হইবে। দায়িত্ব তাঁহার সম্পূর্ণ, অথচ কোন ক্ষমতাই তাঁহার থাকিবে না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। এই অসুবিধা পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলের সময়ই দূরীভূত করা হয়।

দ্বিতীয়ত উক্ত অ্যাক্টে বৃটিশ প্রজা এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় নাই। 'বৃটিশ প্রজার' অর্থ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। ইহা যে ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজাকে বুঝাইতেছে এবং ভারতীয়দের উপর যে ইহার কোন ক্ষমতা থাকিবে না তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট বিধি থাকিলে ভবিষ্যতে গোলযোগের সৃষ্টি হইত না এবং ভারতের সুবিধাই হইত।

পীটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪)

রেগুলেটিং অ্যাক্ট যে জন্য প্রণীত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় শীঘ্রই অন্য একটি আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পীটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নামে একটি নূতন আইন রচিত হয়। ইহা দ্বারা রেগুলেটিং অ্যাক্টের অনেক দোষ সংশোধন করা হইল।

প্রথমত ছয়জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল; পূর্বে এই কমিটিকে 'Commissioners for the affairs of India' বলা হইত কিন্তু সাধারণভাবে ইহা বোর্ড অব কনট্রোল (Board of Control) নামে অভিহিত। প্রথমত চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার, একজন কর্মসচিব (Chanceller of the Exchequer, one of the Secretaries of State) এবং অন্যান্য চারিজন প্রিভি কাউন্সিলার লইয়া ইহা গঠিত হইত। এই কমিটিকে ভারতবর্ষের সকল ব্যাপার পরিদর্শন এবং পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ডিরেকটারগণ তাঁহাদের সকল কার্যবিবরণী, চিঠি পত্রাদি এবং সকল প্রকার কাগজপত্র বোর্ড অব কনট্রোলকে দিতে বাধ্য থাকিবেন। বোর্ড অব কনট্রোল ইচ্ছা করিলে ডিরেকটারগণের যে কোন আদেশ রদ করিতে পারিবেন এবং যে কোন আজ্ঞা পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং

. ডিরেক্টারগণ কোন কাজে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে নিজেরাই আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কমিটি অব সিক্রেসি (Committee of Secrecy.)

বোর্ড অব কনট্রোলের কোন আজ্ঞা গোপনভাবে দিবার জন্য ডিরেকটারগণের মধ্যে হইতে তিন জনকে নিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়, তাহাকে গোপন-কমিটী (Committee of Secrecy) বলা হয়। যদি কোন সংবাদ কিংবা আজ্ঞা তাঁহারা গোপনে রাখিতে ইচ্ছুক হন তাহা ইঁহারা স্থির করিবেন।

জঙ্গীলাট

স্থির হইল যে গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলও আবার নূতন ভাবে গঠিত হইবে। চারিজন সভ্য স্থলে তিন জন করা হইল এবং জঙ্গীলাটকে-ও এই কাউন্সিলের সভ্য করা হয় এবং গভর্ণর-জেনারেলের পরই তাঁহার স্থান।

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে তিনজন সভ্য থাকিবে এবং স্থানীয় জঙ্গীলাট তন্মধ্যে একজন হইবেন।

গভর্ণর-জেনারেল এবং তাঁহার কাউন্সিলের অন্যান্য প্রেসিডেন্সির উপর ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির উপর ডিরেক্টারদের ক্ষমতা বিস্তার করা হয়। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত গভর্ণর-জেনারেল কোন দেশীয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে কিংবা তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কেহ বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে পূর্বেই অস্ত্রধারণ করে, সেই ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারেন।

পূর্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ভারতে আসিয়া নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহারা

অন্যায়রূপে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারেন তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল যদি তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে সেই ক্ষেত্রে তিনি তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারিবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত অনুসারে তিনি ইচ্ছা হইলে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কাজ করিতে না-ও পারেন।

বলা বাহুল্য যে বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতিই ভারতসচিব নামে অভিহিত। সিক্রেট্ কমিটিই কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়াতে পরিণত হইয়াছে। বোর্ড অব কন্‌ট্রোল এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লণ্ডনস্থিত আফিস উঠিয়া গিয়া একত্রে ইণ্ডিয়া আফিস হইয়াছিল।

১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন অনুসারে কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে শুধু কয়েকজন পরামর্শদাতা থাকিলেন—তাঁহারাই ভারত সচিবকে সাহায্য করিবেন।

পীটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসনকার্য পরিচালিত হইয়াছে। অবশ্য সময় সময় সামান্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

নূতন সনন্দ (Renewals of Charters)

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করেন। এই অনুমতি-পত্রের মেয়াদ কুড়ি বৎসর এবং কুড়ি বৎসর পরে আবার নূতনভাবে সনন্দ লইতে হইত। সনন্দ মঞ্জুর করার সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেক সময় নূতন সর্ত-ও প্রদান করিয়াছেন। ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সময় (transitional period) নূতন সর্তগুলি শাসনতন্ত্রের নূতন অধ্যায় রচিত করিত। এই সকল সনন্দের মধ্যে ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩

এবং ১৮৫৩—এই কয় বৎসরের সনন্দ ভারতের শাসন পদ্ধতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের সনন্দই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেষ সনন্দ।

বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট বহুদিন পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বণিক সম্প্রদায় দ্বারা রাজ্য শাসন সম্ভবপর নহে। শীঘ্র এই দুইটি জিনিষকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে

১৮১৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ

কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরাইয়া নূতন সনন্দ প্রদান করিবার সময় তাঁহারা সেই অসুবিধা দূরীভূত করিলেন। কোম্পানীর নিকট হইতে বাণিজ্য করিবার অধিকার কাড়িয়া লইলেন—তাঁহাদের হাতে চা-র একচেটিয়া ব্যবসা এবং চীনদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার কোন প্রকার ক্ষমতা রহিল না। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বণিক সম্প্রদায় হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা হইল এবং এখন হইতে তাঁহারা রাজ্যশাসনে অধিকতর মনঃসংযোগ করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের নিকট হইতে বাণিজ্য অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল।

এই সনন্দে তাঁহাদের হাতে যে চা এবং চীন দেশের সহিত

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ

একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইল। এইরূপভাবে তাঁহাদিগকে সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা হইল।

এ যাবতকাল গবর্ণর-জেনারেল বঙ্গদেশের গভর্ণর-জেনারেল নামেই অভিহিত হইতেন। কিন্তু তাহা পরিবর্তন করিয়া ভারতের গভর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে আখ্যা প্রদান করা হয়। এবং তাঁহার হাতে ভারতের যাবতীয় সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করিবার জন্য একজন সদস্য বৃদ্ধি করা হয়। তিনিই বর্তমানে আইন-সচিব বা Law member নামে অভিহিত।

কোম্পানীর মেয়াদ আবার কুড়ি বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

ভারতবাসীদিগকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোম্পানীর কার্যে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে আইন-সচিবের পদ বৃদ্ধি করিয়া গভর্ণর-জেনারেলকে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল। এই ক্ষমতাই পরে কিরূপভাবে ব্যবস্থাপক সভার হস্তে দেওয়া হইল তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

এইবার নূতন সনন্দ দেওয়ার সময় কোন সময়ের উল্লেখ হয় নাই।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ

বঙ্গদেশের জন্য একজন ছোটলাট নিযুক্ত করা হইল এবং ছোট ছোট আরও কয়েকটি প্রদেশ স্থাপিত হইল।

১২জন সহকারী কর্মচারী লইয়া ব্যবস্থাপক সভার সূত্রপাত হয় এবং নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া উহা গঠিত।

১। গভর্ণর-জেনারেল;

২। প্রধান সেনাপতি;

৩-৬। গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্যগণ;

৭। প্রধান বিচারপতি;

৮। একজন সাধারণ বিচারপতি;

৯-১২। বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে চারিজন প্রতিনিধি।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের অনল প্রজ্বলিত হয়। সিপাহীদের কতক প্রকৃত এবং কতক কাল্পনিক অভিযোগ ছিল এবং ডালহৌসীর রাজ্য বিস্তারের পন্থায় রাজ্যচ্যুত নৃপতিগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাই বিদ্রোহীদের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং সিপাহীদের উত্তেজিত করিতে থাকেন। নানাস্থানে নিরীহ ইংরেজের হত্যাতে রক্তস্রোত বহিতে থাকে, এই বিদ্রোহ দমন করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং ভারতেও শান্তি আনিয়াছেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার আর রাখিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের জন্য এক আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতের শাসনভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন (An Act for the better Government of India.)। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্রদ্বারা ভারতের শাসন-ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি সকলকে ক্ষমা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উদারনীতি এবং মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের আইন।

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের শাসনভার বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইল। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার মন্ত্রণাসভার সদস্যের সাহায্যে ভারত শাসন করিবেন। তিনিই ভারতসচিব নামে অভিহিত। ভারতসচিবকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠিত হয়, তাহা কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত হইল; ইহাতে ১৫ জন সভ্য থাকিবে এবং তাঁহাদের মধ্যে ৯ জন এরূপ হইবেন যাঁহারা ভারতে অন্তত দশ বৎসর চাকরি করিয়াছেন। ইঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নহেন এবং ভারতসচিবের শুধু পরামর্শদাতারূপে থাকিবেন।

ভারতের শাসন বিবরণী সম্বন্ধে তাঁহাকে বৎসরের একটা বিবরণী পার্লিয়ামেণ্টে পেশ করিতে হইবে।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র

"গ্রেট্‌বিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড, ইয়ুরোপ, এসিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেসিয়া প্রভৃতি মহাদেশে ইংলণ্ডের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন প্রদেশ আছে, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি ভিক্টোরিয়া সে সকল দেশের রাণী ও ধর্মের রক্ষয়িত্রী।"

"নানা গুরুতর কারণে আমরা পার্লিয়ামেণ্টে সমবেত অভিজাত-বর্গ (Lords) ও সাধারণ প্রজাসমূহের প্রতিনিধিবর্গের (Commons) পরামর্শ ও সম্মতি লইয়া স্থির করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রদেশ সকলের শাসনভার, যাহা এতদিন আমাদের প্রতিভূস্বরূপ ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা আমরা এক্ষণে স্বহস্তে গ্রহণ করিব।"

"অতএব এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে আমরা সকলের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত শাসনভার গ্রহণ করিলাম। আমরা ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে এতদ্বারা আদেশ করিতেছি, তাহারা যেন বিশ্বাসী ও রাজভক্ত হয় এবং যাঁহাদিগকে আমরা আমাদের নামে ও আমাদের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষ শাসন করিতে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিব, তাঁহাদের আদেশ যেন সর্বদা মানিয়া চলে।"

"আমরা আমাদের পরম আত্মীয় ও বিশ্বাসভাজন চার্লস্ জন ভাইকাউণ্ট ক্যানিং মহোদয়ের যোগ্যতা রাজভক্তি ও বিচার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহাকেই আমাদের প্রথম প্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিলাম। তিনি আমাদের নামে ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসন করিবেন ও আমার একজন প্রধানতম সচিবের দ্বারা

আমরা সময়ে সময়ে যে সকল আদেশ ও বিধি প্রচার করিব, তদনুসারে আমাদের পক্ষ হইতে ও আমাদের নামে তিনি রাজ্য শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করিবেন।”

“এক্ষণে যাঁহারা মাননীয় ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সাধারণ ও সামাজিক বিভাগের কার্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা সেই সেই পদে স্থায়ী রাখিলাম। ভবিষ্যতে আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ করিব, তাহা তাঁহাদিগকে মানিতে হইবে এবং যে সকল আইন কানুন পরে প্রচারিত হইবে, তাহার অধীন থাকিতে হইবে।

“আমরা দেশীয় রাজন্যবৃন্দকে এতদ্দারা জানাইতেছি যে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ আছেন, আমরা তাহা স্বীকার করিলাম। উহা আমাদের পক্ষ হইতে সর্বতোভাবে প্রতিপালিত হইবে। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ও এইরূপ অঙ্গীকার প্রতিপালনের প্রত্যাশা করি।”

“ভারতে আমরা যে সকল প্রদেশ লাভ করিয়াছি, তাহা বাড়াইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কিন্তু অপরে আমাদের অধিকার বা স্বত্বাদির উপর হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা আমরা কখনও সহ্য করিব না। কেহ যদি কাহারও ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহাও আমরা অনুমোদন করিব না।”

“দেশীয় রাজগণের স্বত্ব, অধিকার, পদ, সম্মান আমরা আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া মান্য করিব। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহারা ও আমাদের প্রজাবর্গ সর্বপ্রকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিলাভ করুন। কেবল দেশের আভ্যন্তরীন শান্তি ও সুশাসনের দ্বারাই ইহা সাধিত হইতে পারে।”

"আমাদের অন্যান্য প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ কর্তব্য আছে, ভারতীয় প্রজাদিগের প্রতিও সেই সেই কর্তব্য পালন করিতে আমরা বাধ্য রহিলাম। ঈশ্বর কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই সেই সকল কর্তব্য আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে পালন করিতে পারিব।"

"যদিও খৃষ্টধর্মের উপর আমাদের একান্ত বিশ্বাস এবং সেই ধর্ম-বিশ্বাস যে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করে, তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া থাকি, তথাপি আমাদের সেই ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করিতে আমাদের প্রজাদিগকে কখনও বাধ্য করিতে ইচ্ছা করি না; বা আমাদের সেরূপ কোনও অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করি না। ইহা আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা ও ইহাই আমাদের অনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের অধিকারে আপন আপন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম কর্মের জন্য কেহই অনুগৃহীত বা নিগৃহীত হইবে না। অপিচ অপক্ষপাত ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন আইন সকলকে তুল্যভাবেই রক্ষা করিবে। আমাদের অধীনে যাঁহারা নিয়োজিত তাঁহাদিগকে আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি ও আদেশ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাদের ভারতীয় প্রজাদিগের ধর্মবিশ্বাসে ও পূজোপাসনাদিতে কখনও হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি আমাদের এ শাসন লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমাদের নিরতিশয় বিরক্তিভাজন হইবেন।"

"ইহাও আমরা ইচ্ছা করি যে, আমাদের ভারতীয় প্রজারা যে জাতির বা যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহারা শিক্ষা, যোগ্যতা এবং সাধুতার দ্বারা যে কার্য পাইবার উপযুক্ত, সেই কার্যে অবাধে ও বিনাপক্ষপাতে নিযুক্ত হইতে পারিবে।"

"পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ সম্পত্তি ভারতবাসীর চোখে কিরূপ আদরের বস্তু তাহা আমরা জানি এবং তাহাদের এই ভক্তিভাবকে

আমরা শ্রদ্ধা করি। এজন্য আমরা সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহাদের সর্বপ্রকার বৈধ স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। কেবল আমাদের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। ইহাও আমাদের ইচ্ছা যে আইন কানুন বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত করিবার সময়ে ভারতের পুরাতন আচার পদ্ধতি ও অধিকারের প্রতি যেন যথোচিত দৃষ্টি রাখা হয়।”

“কতকগুলি অপরিণামদর্শী দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া ভারতে যে অনর্থ ঘটাইয়াছে, সেজন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ঐ সকল লোক মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া তাহাদের স্বদেশবাসীকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। এই বিদ্রোহ-দমনে আমাদের শক্তির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আমাদের ক্ষমাগুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। যাহারা অপরের কুপরামর্শে চালিত হইয়াছিল, তাহারা যদি কর্তব্যের পথে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে।”

“যাহাতে আর অধিকতর রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয় এবং অচিরেই যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিনিধি গভর্নর-জেনারেল ইতিমধ্যেই একটি প্রদেশে ক্ষমার আশ্বাস দিয়াছেন। যাহারা বিগত শোচনীয় বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশকে তিনি কতকগুলি সর্তে ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যাহাদের অপরাধ ক্ষমার বহির্ভূত, তাহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐ ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, সমস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করা

হইবে, কেবল যাহারা ইংরেজ প্রজাগণের হত্যাব্যাপারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না। কারণ ন্যায়-ধর্মানুসারে তাহাদিগকে কোনও মতে ক্ষমা করা যাইতে পারে না।”

“যাহারা ইংরেজদিগের হত্যাকারিগণকে স্বেচ্ছাপূর্বক আশ্রয় দিয়াছে, অথবা যাহারা বিদ্রোহের নেতা বা মন্ত্রণাদাতা ছিল, তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না। তাহাদিগকে উপযুক্ত অন্য শাস্তি দিবার কালে, কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহারা রাজদ্রোহে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করা হইবে এবং যাহারা দুষ্টলোকের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া এবং অলীক সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহাদের প্রতি বহুল পরিমাণে ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে।”

“এতদ্ভিন্ন অন্য বিদ্রোহীরা যদি আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গিয়া শান্তশিষ্টভাবে জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমরা এতদ্বারা তাহাদের সকল অপরাধ সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা এই যে যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারীর পূর্বে এই সকল সর্ত পালন করিবে, তাহাদিগকে উপরিলিখিত ভাবে ক্ষমা করা যাইবে।”

“ঈশ্বর-কৃপায় যখন ভারতে আভ্যন্তরীন শান্তি পুন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন যাহাতে ভারতের শান্তিপূর্ণ শ্রমিক শিল্পের উন্নতি হয়, যাহাতে সর্বসাধারণের উন্নতিকর কার্যের বহুল প্রসার হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। তাহাদের উন্নতিতেই আমাদের শক্তি, তাহাদের সন্তোষেই আমাদের সর্বপ্রকার ভরসা এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে এবং আমাদের অধীন কার্যাধ্যক্ষগণকে এরূপ শক্তি দান

করুন, যাহাতে ভারতবাসিগণের কল্যাণার্থ আমাদের এই সকল সৎ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয়।"*

কাউন্সিল অ্যাক্ট

ভারতের আইন প্রণয়ন প্রথা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হইতে আরম্ভ হইয়াছে; গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের নূতন কমিটিতে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ভারত গভর্ণমেণ্টকে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে দেওয়া হয়; কিন্তু সেই আইনে ভারত গভর্ণমেণ্টের সুবিধার পরিবর্তে বরং ক্ষতিই করা হইল। ইহার দুইটি ত্রুটি ছিল—এই কমিটি গভর্ণর-জেনারেল এবং তাঁহার কার্য-নির্বাহক সমিতির কার্যের সমালোচনা, ত্রুটি এবং অক্ষমতা প্রমাণ করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকিত এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় তাঁহারাও সে সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিত; ইহাতে তাঁহাদের আইন-প্রণয়নের অনেক ক্ষতি হইত এবং দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে আইন-প্রণয়ন প্রথা তুলিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে সন্নিবেশ করিবার ফলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কাজ অনর্থক অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। এই সকল দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট নামে আইন পাশ হয়। ইহাতে প্রথমত প্রদেশসমূহে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। মাদ্রাজও বোম্বাই-এ এই ক্ষমতা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেওয়া হয়; বঙ্গদেশে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ১৮৮৬ এবং পঞ্জাবে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দেওয়া হইল—এই সকল ব্যবস্থাপক সভা গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থাসভার ন্যায়ই গঠিত হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট

প্রাদেশিক আইন-সচিব ব্যতীত এই কমিটি চারিজন হইতে আটজন সভ্য লইয়া গঠিত; তন্মধ্যে অর্ধেক সভ্য গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত;

* অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুবাদ

তাঁহারা সরকারী কর্মচারী। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্স, মুদ্রা, (Currency) পোষ্ট-আফিস, পিনালকোড, পেটেণ্ট এবং কপিরাইট্ সম্বন্ধে আইন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কোন কোন আইন প্রণয়ন করিতে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি পূর্বেই প্রয়োজন এবং সকল আইন-ই কার্যকরী হইবার পূর্বে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ব্যতীত ছয়জনের কম এবং ১২ জনের অতিরিক্ত সভ্য হইবে না। তাঁহারা দুই বৎসরের জন্য মনোনীত এবং ইহার অর্ধেক সভ্য বে-সরকারী এবং কার্যত কয়েকজন ভারতবাসী। সাধারণ সভ্যগণ গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত কোন কোন আইন উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না। ভারতে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইলেও পার্লিয়া-মেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অব্যাহত রহিল; এবং ভারত-সচিব ভারতে গৃহীত কোন আইন নাকচ করিয়া দিতে পারেন। এই কাউন্সিল শুধু পরামর্শ দিবার জন্য গঠিত হয়। সে পরামর্শ কার্যনির্বাহক সভা ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে গ্রহণ না-ও করিতে পারে।

ইহা ভারতের যে কোন কোর্ট, যে কোন লোক, যে কোন সম্প্রদায়ের জন্য আইন করিতে পারিবে।

প্রয়োজন বোধে গভর্ণর-জেনারেল জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন—তাহাকে অর্ডিন্যান্স বলে (ordinance), কিন্তু তাহা ৬ মাস কালের বেশি কার্যকর হইবে না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পর ভারতের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হওয়াতে ভারতবাসী পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (Indian National

Congress) প্রতিষ্ঠাতে ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী করিতে শিখিয়াছে ; এবং এই মহাসভার ভিতর দিয়া আন্দোলন করাতে বৃটিশ পালিয়ামেণ্ট কিছু ক্ষমতা দিবার জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এক আইন পাশ করেন। ইহাতে শাসনতন্ত্রের অনেক সংশোধন হইয়াছে এবং উহা ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্ট

প্রথমত গভর্ণর-জেনারেলের সভাতে মনোনীত সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বারজন হইতে ষোলজন করা হয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেও সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজে আট হইতে কুড়িজন পর্যন্ত সভ্য হইতে পারিবে। যুক্তপ্রদেশে পনেরজন, পঞ্জাবে এবং ব্রহ্মদেশে নয়জন করিয়া সদস্য লইয়া এক একটি সভার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দ্বিতীয়ত সভ্যদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা হয়। এযাবতকাল তাঁহারা শুধু দর্শক হিসাবেই থাকিতেন এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু এই আইন পাশ হওয়াতে বে-সরকারী সভ্যগণ শাসনতন্ত্রের 'সমালোচনা, প্রস্তাবনা, প্রতিবাদ এবং অনুসন্ধান' করিবার ক্ষমতা পাইলেন। শাসনতন্ত্রের কোন কার্যাবলী অন্যায় বা অসংযত হইলে তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন কিংবা সেইরূপ কোন সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য দাবী করিতে পারিবেন কিংবা শাসনতন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসাবে ইহাই স্বায়ত্তশাসনের প্রথম সোপান।

কোন সংবাদ অবগত হইবার জন্য সভ্যগণ প্রশ্ন করিতে পারিবেন ; কিন্তু পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে—সেইজন্য তাঁহার তর্কমূলক কিংবা

অসম্মানজনক কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না। সভাপতি ইচ্ছা করিলে কোন প্রশ্নের অনুমতি না-ও দিতে পারেন।

আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে তাঁহারা মোটামুটি হিসাবে আলোচনা করিতে পারিবেন কিন্তু বাড়ানো কমানো হিসাবে তাঁহাদের কোন মত বা অমত থাকিবে না।

তৃতীয়ত যদিও সভ্যগণ মনোনীত হইতেন তথাপি নির্বাচনের একটু আভাস এই সময় হইতেই পাওয়া যায়। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত বে-সরকারী সভ্যদিগকে গভর্ণমেণ্ট সরাসরিভাবে মনোনয়ন করিতেন না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মত লইয়া মনোনয়ন করা হইত। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বেলায় বণিক সভা, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিই মনোনয়ন করেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের জন্য করপোরেশন, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, জমিদার, বণিক সম্প্রদায় প্রভৃতি স্থির করেন। যদিও এই প্রকার মনোনয়ন হইবার কোন বিধি নাই তথাপি কার্যক্ষেত্রে এই পন্থাই অবলম্বন করা হইত।

এই আইন পাশ হওয়াতে আইন সভায় বে-সরকারী ভারতবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং দেশের আর্থিক ব্যাপারের এবং শাসনতন্ত্রের উপর দেশবাসীর একটা ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। তাহা হইলেও বে-সরকারী সভ্যগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়াতে তাঁহাদের বাদানুবাদে, সমালোচনা শুধু তর্কসভাতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা এবং প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্রের উপর কোন কার্যকরী ক্ষমতা এখনো হয় নাই। সরকারী প্রভাবই সর্বত্র বিরাজিত।

শাসনতন্ত্রের পরবর্তী অধ্যায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সাধিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পর অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়াছে, তাহারই ফলে শাসন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমত ভারতীয়

জাতীয় মহাসভা অপরিসীম ক্ষমতা লাভ করিয়া একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ত রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে প্রাচ্য জাতিদের শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং বঙ্গদেশকে ভাগ করিবার জন্য সেই মনোভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; প্রথমে বঙ্গদেশে পরে সমগ্র ভারতে সেইভাব বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সকল কারণে দেশে একটা অসন্তোষের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ইংলণ্ডেও রক্ষণশীলদলের পর উদারনীতিক দলের জয় হইবার পর জন্ মর্‌লে ভারত-সচিব হন; তখন গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন লর্ড মিণ্টো। ভারত-সচিবের মধ্যস্থতায় একটি কমিটি গঠিত হয়; সেই কমিটি ভারত গভর্ণমেণ্টের সহযোগে এক বিবৃতি দেন, তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-সংস্কার আইন পাশ হয় এবং ইহা মর্লে-মিণ্টো-সংস্কার নামে অভিহিত।

মর্লে-মিণ্টো রিফরম্‌স্
১৯০৯

এই আইনে যে শুধু ব্যবস্থাপকসভার সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহা নহে; কার্যনির্বাহকসভা সম্বন্ধে-ও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে চারিজন সদস্য হইবে এবং দুইজন এরূপ হইবেন যাঁহারা সম্রাটের অধীনে ভারতে বার বৎসর চাকরি করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও কার্যনির্বাহক-সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং চারিজন পর্যন্ত সভ্য নিযুক্ত হইতে পারিবে। একজন সহকারী সভাপতির ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থাপকসভায় এযাবতকাল সভ্যগণ মনোনীত হইতেন কিন্তু এখন হইতে মনোনীত এবং নির্বাচিত এই দুই প্রকার সভ্যেরই ব্যবস্থা হইল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্য ষাট্‌জন সভ্য-সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই তিন প্রদেশ অতিরিক্ত সভ্য-সংখ্যা প্রত্যেক স্থানে পঞ্চাশ

জন করিয়া এবং বিহার উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশে মোট সভ্য সংখ্যা ৫০ জন এবং পাঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশে ৩০ জন করিয়া সভ্যের ব্যবস্থা হইল। গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থাপকসভাতে অতিরিক্ত সভ্য ব্যতীত ছয় জন কার্যনির্বাহক সভার সাধারণ সভ্য, প্রধান সেনাপতি এবং যে প্রদেশে সভা আহূত হইবে সেই প্রদেশের শাসনকর্তা—এই আটজন পদহেতুক (ex-officio) সভ্য হইবেন।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ (majority) রাখিয়া প্রদেশ সমূহে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইল; অর্থাৎ প্রদেশ সমূহে বে-সরকারী সভ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল। যদিও মনোনয়নের ব্যবস্থা রহিল তথাপি নির্বাচন-রীতি অনুসৃত হইল। সভ্যগণ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেন। সভ্যগণ প্রশ্ন এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে পারিবেন; সর্বসাধারণের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিবেন। বাজেট সম্বন্ধে-ও তাহাদিগকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের কার্য-নির্বাহক সভাতে ভারতবাসীকে আসন দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেলকে এবং গভর্ণরকে তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভার মত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই আইনের একটা ত্রুটি এই যে মুসলমানদের জন্য পৃথক্‌ভাবে নির্বাচন প্রথা অবলম্বন করা হইল। পৃথক্‌ভাবে তাহাদের জন্য নির্বাচন প্রথা অবলম্বন না করিয়া একত্র হইলে ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ এবং সুবিধা দান করিত। কিন্তু এই ত্রুটি রহিয়া গেল। হিন্দুমুসলমান-মিলন এবং ভারতীয় জাতীয়তার ইহাই প্রধান অন্তরায়। শাসনতন্ত্রের অনেক ব্যবস্থা কার্যনির্বাহক সমিতি, ভারতসচিব কিংবা গভর্ণর-জেনারেলের পরামর্শ অনুসারে সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইল।

সভ্যনির্বাচনের জন্য কাহারা ভোট দিতে পারিবে না, তাহার একটা ব্যবস্থা রহিয়াছে। সরকারী কর্মচারী, স্ত্রীলোক, মানসিক বিকারগ্রস্তলোক, পঁচিশ বৎসরের কম যাহার বয়স, দেউলিয়া, পদচ্যুত কর্মচারী, ছয় মাসের বেশি যাহারা কারাবাস করিয়াছে, পদচ্যুত উকিল কিংবা সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের মতে অবাঞ্ছিত লোক—এইরূপ লোক ব্যতীত সকলেরই ভোট দিবার কিংবা সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে। অবশ্য ভোট দিবার কিংবা সভ্য হইবার উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। উহা সম্পত্তি, ট্যাক্স প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সরকারী এবং বে-সরকারী সভ্যদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্যবস্থা সভা	১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যা	১৯১২ সালের আইন অনুযায়ী সংখ্যা	সরকারী	বে-সরকারী	ধক্য
	৬৮	৬৮	৩৬	৩২	সরকারী
বোম্বায়ের			১৮	২৮	সর রী
মাদ্রাজের				২৬	
বঙ্গদেশের			১৯	৩২	
যুক্তপ্রদেশের		৪৯			
বিহার এবং উড়িষ্যার		৪৪	১৮	২৫	
বের		২৬			
ব্রহ্ম					
মর					

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই—তাহারা আরও অধিকার পাইবার জন্য দাবী করিতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী

ভারত শাসন আইন, ১৯১৯

মহাসমরের সময় ভারত তাহার আন্দোলন স্থগিত রাখে এবং ইংলণ্ডকে লোক এবং অর্থদ্বারা প্রভূত সাহায্য করে। ইংলণ্ডের মহাসমরে যোগদান করিবার উদ্দেশ্য ছোট ছোট রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকার অক্ষুণ্ণ করা এবং প্রত্যেক দেশেরই স্বাধীনভাবে থাকিবার যে অধিকার আছে তাহা প্রমাণ করা—এই বাণী-ই তাঁহারা ঘোষণা করেন। ইহার সার্থকতা দেখাইবার জন্য এবং যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ভারতকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে তাহাকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা হইবে—এইদুইটি জিনিষের সমন্বয় করিবার নিমিত্ত তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে আগস্ট তারিখে কমন্স সভায় এক বিবৃতি পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম বা অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ রাখিয়া স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে শাসনকার্যের প্রত্যেক বিভাগে নিয়োজিত করাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে একমত। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ থাকিবে এবং ক্রমশ ক্রমশ ভারতবাসীদিগকে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর করান হইবে। * ১

---

*. 'The Policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire'—

Montagu Chelmsford Report.

১। ১৯১৯ সনের ভারত শাসন আইনের অনেক অংশ অন্যতর গ্রন্থকার শ্রীকালীপ্রসাদ সেনের 'ভারতের বর্তমান শাসন পদ্ধতি' নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

ভারত-সচিবের এই ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য তৎকালীন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড এদেশে আসেন এবং নানাস্থান ভ্রমণের পর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিকট এক বিবৃতি পেশ করেন এবং তাঁহাদের দুইজনের নাম অনুসারেই ইহার নাম হইয়াছে 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট'। ১ সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ২ প্রণীত হইয়াছে।

এই আইনটি রচিত হওয়াতে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক নূতন আলোকপাত হইল। আইনটি প্রণীত হওয়াতে তৎকালীন ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ স্বয়ং যে কতটা আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় তিনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে সহজেই অনুমেয়। ৩

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারে ভারতের শাসন পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। প্রথমত গভর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক সভাতে সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতে একটি উচ্চতর পরিষদ স্থাপিত করা হয়। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে ও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; শাসনতন্ত্রের অনেক ভার মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে শুধু মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইবে।

1. Montagu – Chelmsford Report or Report on Indian Constitutional Reforms.

2. Government of India Act, 1919.

3. 'For years, it may be generations, patriotic and loyal Indians have dreamed of Swaraj for their Motherland. To-day you have the beginings of Swaraj within my Empire, and wide scope and ample opportunities for progress to the liberty which my other Dominions enjoy.'

গভর্ণর জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদ

গভর্ণর-জেনারেলকে সাহায্য করিবার জন্য সম্রাট্ কার্যনির্বাহক পরিষদের সভ্য নিযুক্ত করেন। সংস্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্রধান সেনাপতিকে লইয়া এই পরিষদে সাতজন সভ্য ছিলেন। সদস্যের মধ্যে অন্যূন তিনজন এরূপ হওয়া আবশ্যক যাঁহারা ইতিপূর্বে সম্রাটের অধীনে ভারতে অন্যূন দশ বৎসর কাজ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত একজন এরূপ থাকিবেন যিনি অন্যূন দশ বৎসর আয়ারল্যাণ্ড কিংবা ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারী বা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছেন বা করিতেছেন। সদস্যদের মধ্যে একজন হইবেন সহকারী সভাপতি; তিনি গভর্ণর-জেনারেলের মনোনীত। পরিষদের প্রত্যেক সভ্য শাসন-কার্যের কোন না কোন বিভাগের জন্য দায়ী, উপরন্তু কাহারও উপর একাধিক বিভাগের ভার অর্পিত হইতে পারে। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা হইল, যথা:—(১) আভ্যন্তরীণ বিভাগ (Home Department); (২) বাণিজ্য ও রেলওয়ে (Commerce and Railways); (৩) শ্রম ও শিল্প (Industries and Labour); (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূসম্পত্তি (Education, Health and Lands); (৫) আয়ব্যয় (Finance); (৬) আইন (Law) এবং (৭) সামরিক বিভাগ (Army)। এতদ্ব্যতীত একটি বিভাগ ছিল—বৈদেশিক ও রাজনৈতিক (Foreign and Political Department)। এই বিভাগের কার্য স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলের উপর অর্পিত।* সামরিক বিভাগ প্রধান সেনাপতি বা জঙ্গীলাটের উপর ন্যস্ত, এবং আইন সচিব

* সম্প্রতি (এপ্রিল, ১৯৩৭) এই বিভাগগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। অ-সামরিক অর্থাৎ সাধারণ বৈমানিক বিভাগ ও রাস্তাঘাট ইত্যাদি লইয়া একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—Communication বিভাগ। বাণিজ্য ও শিল্প, এই দুটি বিভাগ একত্র করিয়া একটি বিভাগের অধীনে আনা হইয়াছে।

বা Law Member, আইন বিভাগের জন্য দায়ী। আইন সচিব ব্যবস্থাপক সভার যে সমস্ত আইন গভর্ণমেণ্টের বা সাধারণের তরফ হইতে উপস্থাপিত করা হয়, সেই সকল সম্বন্ধে বা গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে আইন বিষয়ক ব্যাপারে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

আভ্যন্তরীণ বিভাগ

এই বিভাগে ইংরেজাধিকৃত ভারতের রাষ্ট্রনীতিমূলক শাসনকার্য পরিচালনা করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচার, জেল, পুলিশ প্রভৃতি কতিপয় বিষয় পরিচালিত হয়।

বাণিজ্য ও রেলওয়ে

এই বিভাগে বাণিজ্য সংক্রান্ত খবর সরবরাহ করা হয়, এবং শুল্ক, বন্দর ও জাহাজ প্রভৃতির কার্য পরিচালনা করা ইহার অন্যতম কর্তব্য। রেলবিভাগ পরিচালনা করিবার জন্য একটি রেলওয়ে বোর্ড (Railway Board) গঠন করা হইয়াছে। ধর্মবিষয়ক সমস্ত ব্যাপার (Ecclesiastical) এই বিভাগের অধীন।

শ্রম ও শিল্প বিভাগ

শ্রমিকশিল্প সম্বন্ধে মীমাংসা করা এই বিভাগের কর্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক নীতি এই বিভাগ হইতে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ এই বিভাগের অধীন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূ-সম্পত্তি

শিক্ষা, হাঁসপাতাল, সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য, মিউনিসিপ্যালিটী, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সমস্ত বিষয় এই বিভাগে পরিচালিত হয়। এই সমস্ত বিষয়ে কি নীতি প্রবর্তিত হইবে তাহাও এই বিভাগ নির্ণয় করে।

আয় ব্যয়

আয়ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার, রাজকীয় কর্মচারিগণের বেতন, বিদায়, পেন্সন প্রভৃতি বিষয় এবং নোট ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা এই বিভাগের কর্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের বাজেট বা আয়ব্যয়ের বিবরণ প্রস্তুত করাও ইহার কার্য।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার এইটি উচ্চতর গৃহ। ইহার মোট সভ্য সংখ্যা ৬০ জন; তন্মধ্যে ৩৩ জন নির্বাচিত ও বাকী কয়জন মনোনীত। সভ্যদের মধ্যে একজন বেরার হইতে নির্বাচিত। বঙ্গদেশ হইতে ৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত, তন্মধ্যে ২ জন মুসলমান, ৩ জন অ-মুসলমান এবং একজন ইয়ুরোপীয় বণিক কর্তৃক নির্বাচিত। ইহার নির্বাচন ৫ বৎসরের জন্য; কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে ইহার জীবনকাল বৃদ্ধি করিতে বা কমাইতে পারেন। ইহার সভাপতি গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত। গভর্ণর-জেনারেল এই সভায় বক্তৃতা করিবার সময় সভ্যদের উপস্থিতির জন্য আদেশ করিতে পারেন।

ব্যবস্থা-পরিষদ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার এইটি নিম্নতর গৃহ। ইহার সভ্য সংখ্যা অন্যূন ১৪০ জন; বর্তমানে ইহার মোট সভ্য-সংখ্যা ১৪৫ জন; তন্মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত, ২৬ জন মনোনীত সরকারী কর্মচারী, ১৫ জন মনোনীত বে-সরকারী সদস্য; তন্মধ্যে একজন বেরারের নির্বাচিত। বঙ্গদেশ হইতে এই পরিষদে ১৭ জন সভ্য আছেন; তন্মধ্যে ৬ জন মুসলমান, ৬ জন অ-মুসলমান, ৩ জন ইয়ুরোপীয় সম্প্রদায় হইতে, ১ জন ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় হইতে, এবং ১ জন জমিদারদের দ্বারা নির্বাচিত। এই পরিষদের জীবনকাল ৩ বৎসর, কিন্তু গভর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছায়

বা প্রয়োজনবোধে বাড়াইবার এবং কমাইবার ক্ষমতা আছে। সভ্যদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে।

প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র

অধুনালুপ্ত ১৯১৯ সালের শাসনবিধানে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল :—

সুশাসনের নিমিত্ত ভারতবর্ষকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করিয়া কতকগুলি গবর্ণরের এবং কতকগুলি চীফ্ কমিশনারের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ—এই দশটি প্রদেশ গভর্ণরের অধীন এবং বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমীর-মাড়োয়ার, কুর্গ, প্রভৃতি প্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ এক এক জন চীফ্ কমিশনারের অধীন ছিল।

শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিভাগ গভর্ণর কার্যনির্বাহক সভার সভ্যদের সাহায্যে শাসন করিতেন, সেই সকল বিভাগ 'রক্ষিত' বলিয়া অভিহিত হইত। সেই সকল বিভাগের পরিচালনায় গভর্ণরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত করিতেন। সাধারণত রক্ষিত বিভাগের শাসন ব্যাপারে গভর্ণর কার্যনির্বাহক সভার সদস্যদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন, কিন্তু কোন প্রস্তাবিত নীতি যদি তিনি একান্ত প্রয়োজন মনে করিতেন তবে সভার সম্মতি না থাকিলেও নিজের দায়িত্বে এবং ক্ষমতায় সুশাসনের নিমিত্ত সেই নীতি তাঁহার প্রবর্তন করিবার অধিকার ছিল (Safety, tranquillity or interest of British India)।

হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে মনোনীত করিয়া মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইত। তাঁহাদের বেতন ব্যবস্থাপক সভা মঞ্জুর করিয়া দিতেন। কিন্তু কোন টাকা মঞ্জুর না করিলে কার্যনির্বাহক সভার সভ্যদের সমান বেতন দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বায়ত্ত-শাসন, রেজিস্ট্রেশন, পূর্ত বিভাগ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় হস্তান্তরিত বিভাগের অধীন এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভাগ রক্ষিত বিভাগের অন্তর্গত।

এই দ্বিবিধ শাসন প্রণালী দ্বৈতশাসন নামে (Dyarchy) অভিহিত। দ্বৈত শাসন মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের বিশেষত্ব। কোন সময় যদি মন্ত্রী না থাকিতেন তবে গভর্ণর সেই সময়ের জন্য হস্তান্তরিত বিভাগের কাজ করিতেন। গভর্ণরের অস্থায়ী ছুটিতে কার্যনির্বাহক সভার সর্ব পুরাতন সভ্যই সাধারণত তাঁহার কার্য করিতেন। কোন মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না থাকিলে অন্তত তাঁহার নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে সভ্য নির্বাচিত হইতে হইত।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা :—

প্রত্যেক গভর্ণরের প্রদেশেই একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ছিল; কার্য নির্বাহক সভার সভ্যগণ ইহার মনোনীত সভ্য কিন্তু এতদ্ব্যতীত অনেক নির্বাচিত সভ্য ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইহার সভ্য নহেন; শুধু সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং সেইজন্য সভ্যদের উপস্থিতির আদেশ দিতে পারিতেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা :—

মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভাতে ১৪০ জন সভ্য ছিলেন এবং তাহা নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইত—

(১) কার্যনির্বাহক সভার সভ্যগণ;

(২) ১১৪ জন নির্বাচিত সভ্য;

(৩) গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত সভ্য—এরূপ সংখ্যা মনোনীত হইত, যাহাতে কার্য-নির্বাহক সভার সভ্যগণ লইয়া মোট ২৬ জন হইত এবং তাহাও নিম্নলিখিতভাবে মনোনীত হইবার বিধান ছিল :—

(ক) সরকারী কর্মচারী ১৮ জনের অধিক না হয় এবং বে-সরকারী সভ্য ৬ জনের কম না নয় ;

(খ) নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রতিনিধি ২ জন করিয়া—

(অ) ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়,

(আ) গভর্ণরের মতে যাহারা অনুন্নত জাতি (depressed classes) ;

এবং

(গ) শ্রমিকদের প্রতিনিধি ২ জন।

প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভার জীবনকাল (প্রথম সভা হইতে গণনা করিয়া) ৩ বৎসর ; এই তিন বৎসর পরে আবার সাধারণ নির্বাচনের পর ইহা পুনরায় গঠিত হইবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু প্রাদেশিক শাসন-কর্তার উপর ইহার জীবনকাল বাড়াইবার কিংবা কমাইবার ক্ষমতা ছিল। ব্যবস্থাপক সভার জীবনকাল শেষ হইলে শাসনকর্তা ৬ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করিয়া দিতেন। সভার মীমাংসা ভোটাধিক্য দ্বারা নির্ধারিত হইত কিন্তু উভয় পক্ষে সমান ভোট হইলে সভাপতির নিজের ভোটের (casting vote) দ্বারা উহা মীমাংসিত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

ভারত-শাসন ব্যাপারে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট-ই চরম কর্তা। পার্লিয়া-মেণ্টের কর্তৃত্বের ক্ষমতা ভারত-সচিবের দ্বারা পরিচালিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এক একটি বিভাগের ভার মন্ত্রণা-সভার (cabinet) এক একজন সদস্যের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে; তন্মধ্যে যিনি ভারতের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের জন্য উক্ত মন্ত্রণা-সভার নিকট দায়ী, তিনিই ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নামে অভিহিত। তিনিই পার্লিয়ামেণ্টকে ভারত সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ প্রদান করেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেন, শাসনকার্যে কোন প্রকার ত্রুটী বা অন্যায় হইলে, তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। তাঁহার একজন সহকারী আছেন—তিনি (Under Secretary of State for India) নামে অভিহিত। ভারত-সচিবের দপ্তরকে ইণ্ডিয়া আফিস বলে।

কয়েকটী বিষয় ব্যতীত ভারতের রাজ্যশাসনে সমস্ত ব্যাপারে ও রাজস্ব সম্বন্ধে ভারত-সচিবের সর্বময় ক্ষমতা আছে। ভারত সচিবের বেতন ইংলণ্ডের তহবিল হইতে দেওয়া হয়; কিন্তু তাঁহার নিম্নতন কর্মচারীদের বেতন ও তাঁহার দপ্তরের ব্যয় কিয়দংশ ভারতীয় রাজস্ব হইতে এবং অপরাংশ ইংলণ্ডের তহবিল হইতে দেওয়া হয়।

পরামর্শ দাতা (**Advisers.**)—

মণ্ট ফোর্ড শাসন সংস্কারে ভারত-সচিবের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটি কার্যনির্বাহক সভা ছিল—তাহা ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে অভিহিত হইত। উহাতে অন্যূন ৮ জন হইতে অনধিক ১২ জন সভ্য পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন; এবং তাঁহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিতে হইলে পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতির প্রয়োজন হইত।

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুসারে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে ভারত সচিবের কয়েকজন পরামর্শদাতা থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইবেন না। ভারত-সচিব যদি কোন সময় কোন ব্যাপারে এই পরামর্শদাতাদের কাহারও সহিত গোপনে বা সকলের সহিত সম্মিলিত ভাবে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে তিনি তাঁহার বা তাঁহাদের মত নিতে পারেন। এই রকম পরামর্শদাতার সংখ্যা তিন জনের কম এবং ছয় জনের বেশি হইতে পারিবে না। (কিন্তু আপাতত আট জনের কম এবং বার জনের বেশি হইবে না।) যাঁহারা সম্রাটের অধীনে ভারতে দশ বৎসর কাল চাকরি করিয়াছেন এবং যাঁহাদের পদত্যাগের পর দুই বৎসর অতিবাহিত হয় নাই—পরামর্শদাতাদের অন্তত অর্ধেক এইরূপ লোক হইবেন। এই সকল সভ্যদিগকে ভারত-সচিব-ই মনোনীত করিবেন, তাঁহাদের কার্য কাল ৫ বৎসর এবং তাঁহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিতে পারা যাইবে না। তাঁহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন কিংবা ভারত-সচিব ইচ্ছা করিলে কাহাকেও শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা হেতু সরাইয়া দিতে পারেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের তহবিল হইতে বাৎসরিক ১৩৫০ পাউণ্ড বেতন পাইবেন এবং নিয়োগের সময় যদি

কোন সভ্য ভারতবর্ষে স্থায়ী অধিবাসী হন, তবে তাঁহাকে প্রতি বৎসর আরও ৬০০ পাউণ্ড দেওয়া হইবে। অ্যাক্টের নিয়ম অনুসারে ভারত-সচিবের উপর কর্মচারী নিয়োগের যে ক্ষমতা আছে তাহা তিনি তাঁহার পরামর্শ দাতাদের মতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

হাই কমিশনার—

গভর্ণর-জেনারেল ভারতের জন্য একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করেন। তিনি বিলাতে থাকেন; গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে জিনিষ পত্র ক্রয় করা, ভারতীয় ছাত্রদের মঙ্গলামঙ্গল দেখা ও তত্ত্বাবধান করা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। যে সকল কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করিয়া বিলাতে যান, তাঁহাদের ছুটী এবং সেই সময়ের বেতন প্রভৃতি হাই কমিশনার মঞ্জুর করেন।

ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিভক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের হাই কমিশনার আপাতত ব্রহ্মদেশেরও হাই কমিশনার থাকিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের যুক্তরাষ্ট্র * (Federation of India.)

ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। এই যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহ এবং দেশীয় বা স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে কতকগুলিকে লইয়া গঠিত হইবে। দেশীয় রাজাদের মধ্যে যাঁহারা স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে লইয়াই এই সঙ্ঘটী গঠিত হইবে। ব্রহ্মদেশ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ; যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণর-জেনারেলের দ্বারা পরিচালিত হইবে। গভর্ণর-জেনারেল একটি মন্ত্রি-সভা (Federal Executive) এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের (Federal Legislature—Council of State and Legislative Assembly) সাহায্যে ভারতশাসন করিবেন। যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছে সত্য এবং আইনও পাশ হইয়াছে ; কিন্তু কবে তাহা কার্যে পরিণত করা হইবে তাহা স্থির হয় নাই। আশা করা যায় আগামী বৎসর ১৯৩৮ হইতে ইহার সূচনা হইবে এবং তাহারই চেষ্টা চলিতেছে।

---

* 'Federal Government may be defined as a system of central and local Government combined under a common sovereignty but the central and local organisations being supreme within definite spheres marked out for them by the general constitution'—

অর্থাৎ একই রাজার অধীনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের সম্মিলন—যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় ; তবে এই শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ শাসনতন্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব প্রধান।

গভর্ণর-জেনারেল—

গভর্ণর-জেনারেল ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, ভারত সম্রাট্ সাধারণত ৫ বৎসরের জন্য গভর্ণর-জেনারেলকে নিয়োগ করেন এবং একজন গভর্ণর-জেনারেল দ্বিতীয় বারও নিযুক্ত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি। সম্রাট্ ইচ্ছা করিলে অন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু বর্তমানে গভর্ণর জেনারেলই প্রতিনিধির কার্য করিয়া থাকেন। ভারতের তহবিল হইতে তিনি বার্ষিক ২,৪০,৮০০৲ টাকা বেতন পান। তিনি ভারত শাসনের যাবতীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব করেন। সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেলরূপে তিনি যে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী তাহার অতিরিক্ত কতকগুলি নিজস্ব ক্ষমতা তাঁহার আছে। এক কথায় বলিতে গেলে সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেল কয়েকটী বিষয় ব্যতীত ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক, সামরিক এবং অন্যান্য কার্য পরিদর্শন এবং পরিচালন বিষয়ে সর্বে সর্বা।*

ভারত-সচিবের নির্দেশ মত এবং সম্রাটের অনুজ্ঞাপত্র অনুসারে গভর্ণর-জেনারেল ভারত শাসন করিবেন; কিন্তু কোন কারণে সে অনুসারে কাজ না করিলে বা কোন ব্যাপারে নিজের মত জ্ঞাপন করিলে তাঁহার কাজ ও মতের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ চলিবে না। গভর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার কার্য নির্বাহক পরিষদ বৃটিশ ভারতের জন্য সামরিক, নৌসেনা এবং বিমানসেনা বৃদ্ধি এবং তাহাদিগকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কিংবা ভারতের

* Mr. D. N. Banerjee has put his idea in the following lines :—"The Governor-General must possess the strength and character of a superman in order to enable him to sustain the burden sought to be imposed upon him" :—Reforms scheme. A critical study by Mr. D. N. Banerjee. p...16.

অথবা তাহার নিকটবর্তী কোন রাজ্যের অধিবাসী ব্যতীত আর কেহ সেনারূপে নিযুক্ত হইতে পারে না।

১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন অনুসারে গভর্ণর-জেনারেলের কার্য-নির্বাহক পরিষদ্ থাকিবে না। কার্য-নির্বাহক পরিষদের কার্যাবলী অন্যভাবে পরিচালিত হইবে। কতকগুলি বিভাগের জন্য "পরামর্শদাতা" থাকিবেন এবং অপর বিভাগগুলি মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

মন্ত্রি-সভা (Council of Ministers.)—

মন্ত্রিগণ সংখ্যায় দশজনের বেশি হইবেন না। তাঁহারা মিলিত হইয়া একটি মন্ত্রি-সভা (Council of Ministers) গঠন করিবেন। মন্ত্রি-সভার অধিবেশনে গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন। গবর্ণর-জেনারেল কোনও ব্যাপারে তাঁহার নিজের মত প্রকাশ করিলে তাহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কোন তর্ক কিংবা প্রশ্ন হইতে পারিবে না। তাঁহার মত সকলক্ষেত্রেই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। মন্ত্রীদিগকে তিনিই নিজ বিবেচনা অনুসারে (in his discretion) মনোনীত করিবেন এবং তাঁহার যতদিন ইচ্ছা ততদিনই মন্ত্রীরা পদস্থ থাকিবেন।* মন্ত্রীদের ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হইতে হইবে ; কোন মন্ত্রী ক্রমান্বয়ে ছয় মাস কাল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোন সভার সভ্য না থাকিলে মন্ত্রী হিসাবে আর কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের বেতন ব্যবস্থাপক পরিষদ স্থির

* ইহা হইল আইনগত অধিকার। বস্তুত, মন্ত্রী-নিয়োগ ও তাঁহাদের কার্যকাল সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেলের অনুজ্ঞাপত্রে কয়েকটি নির্দেশ আছে, গভর্ণর জেনারেলকে সেই নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। যথা, ব্যবস্থাপক পরিষদে যে রাজনৈতিক দলের ভোটাধিক্য থাকিবে, মন্ত্রীদের সাধারণতঃ সেইদলের নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করিতে হইবে—এই প্রথা অনুসরণ করিবার ইঙ্গিত অনুজ্ঞাপত্রে আছে।

করিবে, কিন্তু ব্যবস্থাপক পরিষদ যদি কোন বেতন স্থির না করেন তবে গভর্ণর-জেনারেলই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। একজন মন্ত্রীর বেতন তাঁহার কার্যকালে বাড়ানো কমানো যাইবে না। তাঁহাদের নিয়োগ, পদচ্যুতি এবং বেতন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে গভর্ণর-জেনারেলই সর্বে সর্বা। মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন কি না সে বিষয়ে ভারত-শাসন আইনে কোন প্রকার উল্লেখ নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতে নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এই নূতন শাসন আইনে কেন্দ্রীয় সভা সম্বন্ধে সেইরকম কোন ব্যবস্থা নাই। নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতেই মন্ত্রি-সভা গঠিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে না-ও হইতে পারে; মনোনীত সভ্যদের মধ্য হইতেও প্রয়োজন হইলে দুই একজন মন্ত্রী মনোনীত হইতে পারেন।*

* এই প্রসঙ্গে সার সামুয়েল হোরের কমন্স সভার উক্তি অনেকটা প্রণিধানযোগ্য।

'It is possible for the Governor General, if need be, to use one of his nominations for an appointment of this kind. A minister has a period of six months before he need become a member of one or other of the Chambers. In the case of the Federal Legislature if he does not wish to stand for Assembly he can obtain a nomination for a nominated seat in the Second Chamber.' (Debates, House of Commons, 28th February 1935.)

ইহার তাৎপর্য

* প্রয়োজন হইলে গভর্ণর জেনারেলের একজন মনোনীত মন্ত্রী নিয়োগ সম্ভবপর। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না হইয়াও একজন মন্ত্রী ৬ মাসকাল পদস্থ থাকিতে পারেন। ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভার তিনি নিম্নতর সভার সভ্য না হন তবে উচ্চতর সভার জন্য মনোনীত হইতে পারেন।

পরামর্শদাতা (Counsellors)—

খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ক ব্যাপার (Ecclesiastical affairs); **রাজ্যরক্ষা** (defence) ; **পররাষ্ট্র সম্বন্ধ** (external affairs) এবং **উপজাতি-অঞ্চল** (tribal area) সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার নিজের ইচ্ছামত শাসন করেন। এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবাব জন্য তিনি পরামর্শদাতা নিয়োগ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় তিন জনের বেশি হইবেন না। তাঁহাদের বেতন এবং নিয়োগ সপারিষদ্ সম্রাটের নির্ধারণ অনুসারে (as prescribed by His Majesty in Council) হয়। তাঁহারা তাঁহাদের কার্যের জন্য গভর্ণর-জেনারেল এবং ভারত-সচিবের নিকট দায়ী। ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের তাঁহাদের উপর কোন কর্তৃত্ব নাই। তাঁহাদের বেতন সম্বন্ধে-ও পরিষদের কোন হাত নাই।

গভর্ণর জেনারেল কতকগুলি ব্যাপারে মন্ত্রণা-সভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। প্রত্যেক সভ্যই একটি কিংবা ততোধিক বিভাগের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন। কতকগুলি ব্যাপারে আবার গভর্ণর-জেনারেল পরামর্শদাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য সম্পাদন করেন। পরামর্শদাতাদের উপর ব্যবস্থাপক পরিষদের কোনও হাত নাই; কিন্তু মন্ত্রীদের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব আছে। এইভাবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে যে দ্বৈতশাসনের ব্যবস্থা ছিল তাহা প্রদেশসমূহে না রাখিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে কতকটা গ্রহণ করা হইয়াছে। যে বিষয়গুলি গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রণা-সভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করেন সেই গুলিকে 'হস্তান্তরিত' (Transferred) বিভাগ এবং যে বিভাগগুলি তিনি পরামর্শদাতাদের সাহায্যে পরিচালনা করেন সেইগুলিকে 'রক্ষিত' (Reserved) বিভাগ বলা যাইতে পারে। খৃষ্টান ধর্মবিষয়ক ব্যাপার,

রাজ্যরক্ষা এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধ—এই তিনটি বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিভাগই হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

অ্যাডভোকেট জেনারেল—

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একজন অ্যাডভোকেট-জেনারেল থাকিবেন। ফেডারেল কোর্টের জজ হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেহ অ্যাডভোকেট-জেনারেল হইতে পারিবেন না। তিনি সাধারণ আইন সম্বন্ধে, যুক্তরাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। অ্যাডভোকেট-জেনারেল নিয়োগ ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার 'ব্যক্তিগত বিচার' (individual judgment) অনুসারে কাজ করিবেন। গভর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছার উপর তাঁহার নিয়োগের কাল নির্ভর করিবে। বলা বাহুল্য, অ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং তাঁহার নিম্নস্থ কর্মচারিগণের নিয়োগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পারেন (in his pleasure).

অর্থসচিব (Financial Adviser)—

গভর্ণর জেনারেলকে আর্থিক সকল বিষয় সাহায্য করিবার জন্য একজন **অর্থ-সচিব** তিনি নিযুক্ত করিতে পারেন। অর্থ-সচিবের কার্যকাল, বেতন, তাঁহার দপ্তরের খরচ গভর্ণর জেনারেল স্থির করিয়া দেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী নহেন। অর্থ-সচিবের নিয়োগ সম্বন্ধে গভর্ণর-জেনারেল প্রথমবার ব্যতীত অন্যান্যবার মন্ত্রীদের মত গ্রহণ করিতে পারেন।

গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities of the Governor-General) —

গভর্ণর-জেনারেলের অন্যান্য ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ব্যতীত তাঁহার কতকগুলি "**বিশেষ দায়িত্ব**" আছে। ভারতের শান্তিরক্ষা ('preven-

tion of grave menace to the peace and tranquillity of India'); ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার স্থিরতা সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন ('the safeguarding of the financial stability of the Federal Government); সরকারী-কর্মচারী-দিগের স্বার্থরক্ষা; ইংলণ্ড এবং ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যজাত জিনিষ সম্পর্কে ব্যবস্থা; সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থ-রক্ষা; ভারতীয় নৃপতিগণের অধিকার রক্ষা এবং তাঁহার নিজের মত এবং বিবেচনা খর্ব না হইতে দেওয়ার বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব আছে। অর্থাৎ যাহাতে এই সকল অধিকার এবং স্বার্থ-সম্বন্ধে কাহারও কোন ক্ষতি না হয় সেইদিকে গভর্ণর জেনারেল বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এই সকল ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল তাঁহার ব্যক্তিগত মত অনুসারে এবং ভারত-সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। এই সকল বিভাগের সুশাসনের জন্য তিনি ভারত-সচিব এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী।

বিশেষ ক্ষমতা (Special Powers)

বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে গভর্ণর জেনারেল শান্তিরক্ষার জন্য নিজে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার কার্য যদি বন্ধ থাকে (is not in session) এবং অনতিবিলম্বে আইন করা অত্যাবশ্যক হয় তবে সেইক্ষেত্রেই তিনি আইন করিতে পারেন; তাহাকে **অর্ডিন্যান্স** বলে।

১। অর্ডিন্যান্স Ordinance

এইরূপ আইন, ব্যবস্থাপরিষদ আহূত হইবার পর ৬ সপ্তাহকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপক পরিষদে গৃহীত কোন বিল আইনের খসড়া সম্রাটের সম্মতির অপেক্ষায় রাখিয়া দেওয়া থাকিলে তাহা তিনি সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত অর্ডিন্যান্স বলিয়া প্রচার করিতে পারিবেন না।

বিশেষ প্রয়োজনে অন্য সময়ও তিনি অর্ডিন্যান্স প্রচার করিতে পারেন ; কিন্তু তাহা ৬ মাসকালের বেশি বলবৎ থাকিবে না। ৬ মাসের পর পুনর্বার ৬ মাসের জন্য সে অর্ডিন্যান্স তিনি জারি করিতে পারেন। ইহা পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থাপিত করিবার জন্য ভারত-সচিবকে জানাইতে হইবে। গভর্ণর-জেনারেল যে কোন সময় এ অর্ডিন্যান্স তুলিয়া নিতে পারেন। ইহার মর্যাদা ব্যবস্থাপক পরিষদে গৃহীত আইনের সমান।

২। ঘোষণাপত্র
Proclamation

গভর্ণর-জেনারেল শাসনতন্ত্র অনুসারে ফেডারেশনের কার্য পরিচালনা অসম্ভব মনে করিলে যুক্ত-রাষ্ট্রের যে কোন ক্ষমতা বা কর্তব্য নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে পারেন। এই ব্যাপারও ভারত-সচিবকে জানাইতে হইবে। উক্ত ঘোষণাপত্র ৬ মাসকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পার্লিয়ামেণ্টের অনুমোদন পাইলে ইহা পুনর্বার প্রচারিত হইতে পারে ; কিন্তু ৩ বৎসরের বেশি কখনও বলবৎ থাকিতে পারে না। এই ঘোষণাপত্রের বলে যদি তিনি কোন আইন প্রণয়ন করেন, তবে ঘোষণাপত্র উঠিয়া যাইবার পরও দুই বৎসর পর্যন্ত উহা কার্যকরী থাকিতে পারে। উক্ত দুই বৎসরের মধ্যেও যদি সে আইন উঠাইয়া লওয়া না হয় এবং পরিষদ যদি তাহা অনুমোদিত আইনে পরিণত না করে তাহা হইলে উক্ত দুই বৎসরের পর তাহা আর কার্যকরী থাকিবে না।

৩। গভর্ণর-জেনারেলের অ্যাক্ট
Governor-General's Act.

সুশাসনের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক পরিষদের উভয় গৃহেই আইন প্রণয়নের জন্য তিনি সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন। তাহাতে কি জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে তাহাও জানাইতে হইবে। যদি সেই সংবাদসহ তিনি বিলের খসড়া পাঠান তবে একমাস পরেই উহা তাঁহার (গভর্ণর-জেনারেলের) আইন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

গভর্ণর-জেনারেলের আইনের মর্যাদা ব্যবস্থাপক পরিষদে গৃহীত আইনের মতই, তবে ইহা পার্লিয়ামেণ্টের বিজ্ঞপ্তির জন্য ভারত-সচিবকে জানাইতে হইবে।

৪। ক্ষমা করিবার ক্ষমতা Prerogative of Mercy. আইন অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিকে গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন।

স্ব-বিবেচনাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers)

নিম্নলিখিত ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেলের স্ব-বিবেচনায় কার্য করিবার ক্ষমতা আছে :—

(ক) ব্যবস্থা পরিষদ্ আহ্বান করা, পরিসমাপ্ত করা, এবং স্থগিত রাখা ;

(খ) কোন বিল পাশ হইলে তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন কিংবা সম্রাটের সম্মতির জন্য স্থগিত রাখা ;

(গ) যে সকল ক্ষেত্রে বিল প্রবর্তন করিতে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি পূর্বেই আবশ্যক সেই সকল ক্ষেত্রে বিল প্রবর্তন করিবার অনুমতি প্রদান ; এবং

(ঘ) অত্যাবশ্যক ব্যাপারে দুই গৃহের সম্মিলিত সভা আহ্বান করা।

এই সকল ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেল কোন মন্ত্রী কিংবা অন্য কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে মোটেই বাধ্য নহেন।

সামরিক বিভাগ

সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার এই বিভা পরিচালিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই বিভাগের জন্য প্রধান সেনাপতি বা জঙ্গীলাট দায়ী এবং সামরিক ব্যাপারে তিনিই ভারত সরকারের একমাত্র পরামর্শ-দাতা।

সেক্রেটারীয়েট বা সরকারী দপ্তরখানা—(Secretariat)

প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক বা ততোধিক সেক্রেটারি আছেন। বর্তমানে বৈদেশিক এবং রাজনৈতিক (Foreign and Political) বিভাগের জন্য দুইজন সেক্রেটারি আছেন। সেক্রেটারির অধীনে ডেপুটী-সেক্রেটারি, আণ্ডার-সেক্রেটারি এবং সহকারী-সেক্রেটারি আছেন এবং তাঁহাদের অধীনে আবার রেজিস্ট্রার, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, এবং উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তরের বহুসংখ্যক কেরাণী আছেন। ইঁহারাই গভর্ণর-জেনারেলের দপ্তরের সমুদয় কার্য সম্পাদন করেন। কার্য-নির্বাহক সভা যে সকল নীতি প্রবর্তন করেন এই দপ্তরখানা হইতেই তাহা কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সেক্রেটারি তাঁহার বিভাগের বিচার সাপেক্ষ প্রত্যেক ব্যাপার মীমাংসার জন্য সেই সেই বিভাগের কার্য-নির্বাহক সভ্য বা গভর্ণর-জেনারেলকে জানান। তিনি গভর্ণর-জেনারেলের সহিত সাধারণত সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার অভিমত সাপেক্ষ বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাঁহার কর্ণগোচর করেন। নিজের বিভাগের কোন ব্যাপার মীমাংসা বা আলোচনার সময় সেক্রেটারি কার্য-নির্বাহক সভার অধিবেশনে যোগদান করেন। সেক্রেটারিগণের কার্যকাল সাধারণত তিন বৎসর, কিন্তু অন্যান্য কর্মচারিগণ সেই বিভাগের জন্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। সিভিলিয়ানদের মধ্য হইতে সেক্রেটারিগণকে নিয়োগ করা হয়।

শাসনকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সমগ্র শাসনতন্ত্রকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা ততোধিক বিভাগ পরিদর্শন এবং পরিচালনা করিয়া থাকেন। বর্তমানে নয়টি বিভাগ আছে; যথা

(১) পররাষ্ট্রীক এবং রাজনৈতিক;

(২) রেলওয়ে এবং বাণিজ্য;

(৩) শ্রম এবং শিল্প ;

(৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূসম্পত্তি ;

(৫) সামরিক বিভাগ ;

(৬) আভ্যন্তরীণ বিভাগ ;

(৭) আইন-বিষয়ক (Legislative) ;

(৮) আর্থিক (Finance) ;

(৯) খৃষ্টান ধর্ম বিষয়ক।

রেলওয়ে ও বাণিজ্য বিভাগ এবং ধর্ম বিষয়ক বিভাগ একজনের কর্তৃত্বাধীন। পররাষ্ট্রীক এবং রাজনৈতিক বিভাগ গভর্ণর-জেনারেল স্বয়ং পরিচালনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে কয়জন মন্ত্রী হইবেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। যদি তাঁহাদের সংখ্যা নয়জন হয় তবে এই ব্যবস্থাই থাকিতে পারে কিন্তু যদি বেশি কিংবা কম হয় তবে উপরোক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। বলা বাহুল্য যে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব বিভাগের জন্য দায়ী থাকিবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মন্ত্রিগণ ব্যতীত কয়েকজন পরামর্শদাতা থাকিবেন। তাঁহারা গভর্ণর-জেনারেলকে পূর্বোল্লিখিত রক্ষিত বিভাগ কয়টির জন্য সাহায্য করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় আইন সভা

ভারতের আইন-প্রণয়নের নিমিত্ত দুইটি সভা আছে। একটি উচ্চতর পরিষদ, অপরটি নিম্নতর। প্রথমটিকে 'রাষ্ট্রীয়-পরিষদ্' (Council of State) এবং দ্বিতীয়টিকে 'ব্যবস্থা-পরিষদ' (Legislative Assembly) বলা হয়। ভারতের এই দুইটিকে একত্রে **'ভারতীয় আইন সভা'** (Indian Legislature) বলে। সাধারণত এই আইন সভার কোন একটি সভায় কোনও বিল উপস্থাপিত হইয়া গৃহীত হওয়ার পর অপর সভায়ও গৃহীত না হইলে আইনে পরিণত হইতে পারিবে না।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ্

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য-সংখ্যা অনধিক ২৬০ জন; তন্মধ্যে ১৫৬ জন বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি এবং ১০৪ জনের বেশি ভারতীয় রাজ্য-সমূহের প্রতিনিধি থাকিবে না। বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬ জন গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত এবং বাকী ১৫০ জন গভর্ণর বা চীফ্ কমিশনার কর্তৃক শাসিত প্রদেশ সমূহ হইতে নির্বাচিত।

বঙ্গদেশের ২০ জন সভ্য পাঠাইবার অধিকার আছে; তন্মধ্যে সাধারণ ৮; অনুন্নত সম্প্রদায় ১; মুসলমান ১০ এবং স্ত্রীলোক ১।

প্রত্যেক সভ্য মোট ৯ বৎসরকাল সভ্য থাকিবেন; কিন্তু প্রত্যেক তিন বৎসর পর সমস্ত সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সভ্য পদত্যাগ করিবেন। প্রতি ৩ বৎসর পর উক্ত তিনভাগের একভাগ সভ্যের জন্য নির্বাচন হয়।

ইহার সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সভ্যদের মধ্য হইতে নির্বাচনে স্থির হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারেন বা সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে সংখ্যা গরিষ্ঠদের মতানুসারে (by the majority of votes) সরাইতে পারেন এবং সেইজন্য সভ্যদের উপস্থিতির আদেশ করিতে পারেন।

ব্যবস্থা পরিষদ্

ব্যবস্থা পরিষদের মোট সভ্য সংখ্যা ৩৭৫ জন; তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতের ও ভারতের রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি যথাক্রমে ২৫০ ও ১২৫ জনের বেশি হইবে না।

বঙ্গদেশ হইতে এই পরিষদে ৩৭ জন সভ্য আছেন; তাহার মধ্যে ১৭ জন মুসলমান; ২০ জন সাধারণ (তন্মধ্যে ৩ টী আসন অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে); ১ জন ইউরোপীয় সম্প্রদায়ভুক্ত; ৩ জন শিল্প এবং বাণিজ্য সম্প্রদায় হইতে; ১ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে; ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান হইতে; ২ জন শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে; স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে ১ জন এবং জমিদারদের দ্বারা ১ জন নির্বাচিত।

এই পরিষদের জীবনকাল ৫ বৎসর, কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন বোধ করিলে ইহার জীবনকাল কমাইয়া দিতে পারেন ও প্রয়োজন বোধ করিলে যেখানে যখন ইচ্ছা ইহার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। ব্যবস্থা পরিষদের জীবনকাল কমাইবার বিধি আছে কিন্তু বাড়াইবার কোন নিয়ম নাই।

প্রত্যেক মন্ত্রী, পরামর্শদাতা ও অ্যাডভোকেট-জেনারেল যে কোন সভায় যোগদান করিতে কিংবা বক্তৃতা দিতে পারেন; দুইসভা একত্র সমবেত হইলেও তাঁহাদের এ ক্ষমতা থাকিবে কিন্তু পরামর্শদাতা বা অ্যাডভোকেট-জেনারেল ভোট দিতে পারিবেন না।

দরকার হইলে গভর্ণর জেনারেল এই সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন এবং সেইজন্য সভ্যদের উপস্থিতির আদেশ করিতে পারেন। ইহার সভাপতি (Speaker) এবং সহকারী সভাপতি (Deputy Speaker) সভ্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। যাহাতে উভয়ের অনুপস্থিতিতেও সভার কাজের কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেইজন্য এতদ্ব্যতীত আরও ৪ জন সভ্য মনোনীত হন। তাঁহাদিগকে সভাপতি-মণ্ডলী (Panel of Chairmen) বলে। নির্বাচিত সভাপতি ও সহকারী সভাপতির অনুপস্থিতিতে ইঁহাদের মধ্যে একজন সভাপতির কার্য করিবেন। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির বেতন পরিষদ্ স্থির করিবেন।

ভারতীয় আইন সভার ক্ষমতা (Powers of Indian Legislature)

ভারতীয় আইন সভা বৃটিশ ভারতের যে কোন লোক, যে কোন স্থান, যে কোন সম্প্রদায় ও যে কোন আদালত সম্বন্ধে আইন করিতে পারেন; যে কোন আইন পরিবর্তন-ও করিতে পারেন। কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা ভারত সম্পর্কীয় যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার উপরে এ সভা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না বা এরূপ কোন আইন করিতে পারিবেন না যাহা দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। গভর্ণর-জেনারেল, তাঁহার নিজের দায়িত্ব এবং স্ব-বিবেচনা-সঙ্গত কার্য সম্পাদন করিবার জন্য কোন বিধি প্রয়োজন হইলে, আইন সভাকে সেই মর্মে আইন প্রণয়নকল্পে বার্তা প্রেরণ করিতে পারেন। এই আইন **গভর্ণর-জেনারেলের আইন** নামে অভিহিত। বাজেট উপস্থাপিত হইলে সদস্যগণ তাহার আলোচনা করিতে পারেন; এমন কি কতকগুলি ব্যাপারে দাবীর টাকা কমাইয়া মঞ্জুর করিতে পারেন।

কোন কোন ব্যাপারে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে অক্ষম :— প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা যাহাতে খর্ব করা হয় কিংবা পার্লিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা যে সকল রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় বা যাহা দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের কিংবা সম্রাট্ বা তাঁহার পরিবারবর্গের ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার যে সকল আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, ভারতীয় আইনসভা সেই সব ক্ষেত্রে আইন করিতে পারিবেন না। কোন কোন বিল গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

ফেডারেল কোর্টের কিংবা হাইকোর্টের জজদের কাজ সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচনা এই পরিষদে হইতে পারিবে না। পরিষদের কর্মপদ্ধতিতে কোন প্রকার বৈষম্য, ত্রুটী বা ভুল হইলে তাহার জন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মোকদ্দমা হইবে না।

সভ্যগণ সভাগৃহে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহারা দণ্ডনীয় হইবেন না বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার মোকদ্দমা হইবে না। এই ক্ষমতাকে বলে 'কথা বলিবার স্বাধীনতা' (Freedom of Speech); কিন্তু তাঁহাদিগকে সভার কার্য-পদ্ধতির নিয়মানুযায়ী চলিতে হইবে।

বাজেট (Budget)

প্রত্যেক বৎসর গভর্ণর জেনারেল ভারতীয় আইন সভাতে আয় ব্যয়ের খসড়া হিসাব উপস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা করেন। উহা ব্যবস্থা-পরিষদে প্রথম উত্থাপিত হইয়া থাকে। ব্যয়ের তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্পষ্ট এবং পৃথকভাবে দেখান হইবে :—

(ক) অ্যাক্ট অনুযায়ী খরচা, যাহা যুক্তরাষ্ট্রের আয়ের উপর ধরা হইয়াছে; এবং

(খ) যে সকল ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়ের উপর ধার্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

তালিকার মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত এবং অন্যান্য আয় ব্যয় পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে এবং কোন ব্যাপার গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার মতানুসারেই ধরা হইয়াছে তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে।

গভর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার কর্মচারিদের বেতন; জাতীয় ঋণ এবং সুদ; মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, অ্যাডভোকেট জেনারেল, চীফ্ কমিশনার এবং তাঁহার কর্মচারীদের বেতন; হাইকোর্টের জজদের বেতন বা পেন্সন; খৃষ্টীয় ধর্ম এবং দেশরক্ষার জন্য যে টাকা গভর্ণর-জেনারেলের প্রয়োজন হইতে পারে এবং সম্রাট্‌কে দেয় টাকা প্রভৃতি এই প্রথমোক্ত ধারার মধ্যে উল্লিখিত হইবে। কিন্তু কোন্‌টি প্রথম ধারার মধ্যে যাইবে এবং কোন্‌টি দ্বিতীয় ধারার মধ্যে যাইবে তাহা গভর্ণর-জেনারেলের মতের উপর নির্ভর করে।

গভর্ণর-জেনারেল কিংবা তাঁহার কর্মচারীদের বেতন কিংবা সম্রাট্‌কে দেয় টাকা ব্যতীত দাবীর অন্যান্য টাকার বিষয় পরিষদ্ আলোচনা করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সম্বন্ধে ভোট লইতে পারিবেন না। এই সকল দাবীকে Non votable demands বলা হয়। অন্যান্য বিষয় ব্যবস্থা পরিষদের মঞ্জুর সাপেক্ষ দাবী (demands for grants) হিসাবে উত্থাপন করা হইবে। ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইলে উহা রাষ্ট্রীয় পরিষদে উত্থাপন করা হইবে। পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে দাবীর টাকা মঞ্জুর করিতে পারেন, না-করিতেও পারেন,

কিংবা কোন দাবী কমাইয়াও দিতে পারেন। যদি কোন দাবী সম্বন্ধে দুইটি সভার মধ্যে অনৈক্য হয়, তবে গভর্ণর জেনারেল দুই সভাকে একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহাদের অনৈক্য সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য আহ্বান করিবেন। সেইখানে ভোটাধিক্য দ্বারা যাহা স্থির হইবে তাহাই গৃহীত হইবে।

গভর্ণর জেনারেল যদি মনে করেন যে, যে টাকা কমানো হইয়াছে তাহা কিংবা তাহার কিয়দংশ তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনে একান্ত প্রয়োজন তবে সেই পরিমাণ টাকা তিনি নিজেই মঞ্জুর করিতে পারেন।

ব্যবস্থাপক পরিষদের দুই সভার মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between the two Houses)

দুইটি সভার মধ্যে যদিও রাষ্ট্রীয় পরিষদ উচ্চতর এবং ব্যবস্থা পরিষদ নিম্নতর, তথাপি প্রত্যক্ষভাবে একটির উপর অন্যটির কোন ক্ষমতা নাই। কোন পন্থা নিম্নতর সভা অবলম্বন না করিলে উচ্চতর পরিষদ তাহাকে সে বিষয়ে বাধ্য করিতে পারেন না, কোন কাজ অন্যায় হইলেও সে বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বাধ্যতাসূচক পন্থা কোন সভা অবলম্বন করিতে পারেন না। একটি আইন পাশ করিতে হইলে দুই সভাতেই তাহা গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও পরোক্ষভাবে কিন্তু একটির অন্যটির উপর অনেক ক্ষমতা এবং প্রভাব আছে। শুধু দুইটি পরিষদের একটির কাজের ভুল এবং ত্রুটি সংশোধন করাতেই অপরটির অস্তিত্বের সার্থকতা। সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্মতি প্রয়োজন বলিয়া অন্যায়ভাবে কিংবা বিরুদ্ধভাবে কোন আইন পাশ হইতে পারিবে না। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হইতে পারে রাষ্ট্রীয়

পরিষদের কোন সার্থকতা নাই ; কিন্তু তাহার পরোক্ষ প্রভাবের কথা স্মরণ করিলে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। একের ভুল হইলে অন্যে তাহা সংশোধন করিয়া দেন। কোন আইন অন্যায়ভাবে পাশ হইতে পারে না। অন্যায় ও অবৈধভাবে কোন বিধি গৃহীত হইলে, তাহা অপর সভায় যে বাতিল হইয়া যাইবে এই জ্ঞানটুকুই অন্যায় করিবার প্রেরণাকে সংযত রাখে।

দুইটি সভাই পৃথক্‌, তাঁহাদের মতের অনৈক্য স্বাভাবিক, সেইজন্য ভারতশাসন আইনে ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গভর্ণর-জেনারেল সম্মিলিত অধিবেশনের নির্দেশ দিয়া থাকেন। এইরূপ অধিবেশনে দুই সভার সভ্যগণই একত্র সমবেত হইয়া মতদ্বৈধযুক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং আলোচনান্তে উহার মীমাংসা হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে শাসনকার্য-পরিচালনা করিবার জন্য ভারতবর্ষকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি গভর্ণর কর্তৃক এবং কতকগুলি চীফ্ কমিশনার কর্তৃক শাসিত।

বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু—এই এগারটি প্রদেশ গভর্ণর কর্তৃক শাসিত হয়।

বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমীর-মাড়োয়ার, কুর্গ প্রভৃতি প্রদেশ এবং আন্দামান ও নীকোবর দ্বীপ এক একজন চীফ্ কমিশনারের অধীন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের গভর্ণর—এই কয়জনকে সম্রাট্ নিয়োগ করেন (are appointed by His Majesty by Commission under the Royal Sign Manual); এবং অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্রাট্ গভর্ণর জেনারেলের পরামর্শ অনুসারে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ সাধারণত ৫ বৎসরের জন্য হইয়া থাকে। নিয়োগের পর প্রত্যেক গভর্ণরকে সম্রাট্ একখানা অনুজ্ঞাপত্র (Instrument of Instructions) দিয়া থাকেন। গভর্ণর এই উপদেশ অনুসারেই তাঁহার প্রদেশ শাসন করিয়া থাকেন।

গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব

গভর্ণর-জেনারেলের ন্যায় গভর্ণরের-ও কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব আছে। প্রদেশের শান্তিরক্ষা, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষা, রাজকর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা, দেশীয় রাজ্য এবং নৃপতিগণের অধিকার রক্ষা করা প্রভৃতি

বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব আছে। পুলিশ কর্মচারিদের স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধেও গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই বিভাগের আভ্যন্তরীণ পরিচালনাভার সম্পূর্ণভাবে ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেলের হাতে থাকিবে। এতদ্‌সম্পর্কীয় নিয়মকানুন পরিবর্তিত করিতে হইলে গভর্ণরের অনুমতি আবশ্যক। * এই বিভাগের উপর যেন কোনপ্রকার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ না করে গভর্ণর তাহা লক্ষ্য রাখিবেন।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তার কয়েকটি বিভিন্ন দায়িত্ব আছে। বঙ্গদেশের শাসনকর্তার বিপ্লব দমনসম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব আছে। কোন সময় যদি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়, তবে তাহা দমন করিবার নিমিত্ত যথোচিত নিয়মাবলী প্রবর্তন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন। এতদ্‌সম্পর্কে তিনি তাঁহার স্বীয় বিবেচনা এবং মতানুসারে কার্য করিবেন।

* এই সম্বন্ধে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সিদ্ধান্ত অবধানযোগ্য :—

'The Governor has another special responsiblity ; it is his duty to secure to the members of the Police to safeguard their legitimate interest, there is one element in police administration which requires to be specially protected. We refer to the body of regulations known as the 'Police Rules.'......Our aim is to ensure that the internal organisation and discipline of the police continue to be regulated by the Inspector-General......We, therefore, recommend that the prior consent of the Governor, given in his discretion, should be required for any legislation which would amend or repeal the General Police Acts....in force in the Province or any other Police Acts. It will of course be open to the Governor-General in his discretion to give directions to the Provincial Governor as to the making, maintenance, abrogation or amendment of all such rules',—as quoted by Mr D. N. Banerjii Reforms Scheme. A critical study, p. 87.

গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা

বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে গভর্ণর সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভা যদি বন্ধ থাকে (is not in session) এবং অনতিবিলম্বে কাজ করা অত্যাবশ্যক হয় তবে সেই ক্ষেত্রে গভর্ণর এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, ইহাকে **অর্ডিন্যান্স** বলা হয়। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি না লইয়া যে আইন ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইতে পারিত না সেরূপ কোন আইন গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত অর্ডিন্যান্স হিসাবে প্রবর্তন করিতে গভর্ণর পারিবেন না। এই আইনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত অন্যান্য আইনের মতই। কিন্তু ইহা ব্যবস্থাপক সভা আহূত হইবার পর ৬ সপ্তাহ কালের বেশি কার্যকরী হইবে না। পরিষদের দুই গৃহই ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইহা উঠিয়া যাইবে। গভর্ণর যে কোন সময় ইহা উঠাইয়া দিতে পারেন; সম্রাট্-ও ইহা নাকচ করিতে পারেন।

১। **অর্ডিন্যান্স** (ordinance)

গভর্ণর অন্য সময়ে ও তাঁহার স্ব-বিবেচনা ও ব্যক্তিগত বিচারাধীন ক্ষমতা বলবৎ রাখিবার জন্য ও যেখানে অনতিবিলম্বে কার্য করা আবশ্যক এরূপ অবস্থায় অর্ডিন্যান্স প্রচার করিতে পারেন। ইহা ৬ মাস কাল বলবৎ থাকিতে পারে। তাহার পরেও আবার ৬ মাসের জন্য ইহা কার্যকরী রাখা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা করিতে হইলে পার্লিয়ামেণ্টে জানাইবার জন্য ভারত-সচিবের নিকট ইহা পাঠাইতে হইবে। এ অর্ডিন্যান্সও ব্যবস্থাপকসভা প্রণীত আইনের মতই প্রযোজ্য। এই আইন গভর্ণর নিজেই প্রণয়ন করিবেন, কিন্তু ইহার জন্য গভর্ণর-জেনারেলের মত লওয়া প্রয়োজন; যদি সেই মত লওয়া সম্ভবপর না হয় তবে গভর্ণর নিজেই ইহা জারি করিতে পারেন, কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেই ইহা তাঁহার প্রত্যাহার করিতে হইবে।

যদি কোন সময় গভর্ণর মনে করেন যে, তাঁহার কর্তব্য সুসম্পাদনের নিমিত্ত (for the purpose of enabling him satisfactorily to discharge his function) কোন বিধি বিশেষ প্রয়োজন, তবে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় সেই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন এবং গভর্ণরের আইন বলিয়া তাহা গৃহীত হইতে পারে। অথবা তিনি তাঁহার সংবাদের সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের একটা খসড়া পাঠাইতে পারেন এবং এক মাস পরেই আইনটি কার্যকরী হইবে, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ব্যবস্থাপক সভার কিছু বক্তব্য থাকে তবে আইনটিকে কার্যকরী করিবার পূর্বে গভর্ণর তাহা বিবেচনা করিবেন। এইরূপ আইনকে Governor's Act বলা হয়। ইহা ব্যবস্থাপক সভাতে গৃহীত আইনের মতই কার্যকরী হইবে। এই আইনও পার্লিয়ামেণ্টকে জানাইবার জন্য গভর্ণর-জেনারেলের মারফত ভারত-সচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। গভর্ণরের অ্যাক্ট
Governor's Act

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে প্রদেশ শাসন করা অসম্ভব হইলে গভর্ণর ঘোষণাপত্র (Proclamation) দ্বারা যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নিজের হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন; কেবল হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা, এমন কি তাহার ক্ষমতা আংশিক ভাবে গ্রহণ করারও অধিকার তাঁহার নাই। এই ঘোষণাপত্র পার্লিয়ামেণ্টের বিজ্ঞপ্তির জন্য ভারত-সচিবকে জানাইতে হইবে এবং অন্য ঘোষণাপত্র প্রচারিত না হইলে ৬ মাসের পর আর ইহা কার্যকরী হইবে না। পরবর্তী ঘোষণাপত্র দ্বারা ইহা পুনরায় কার্যকরী হইতে পারে তাহা হইলেও ইহা কোন প্রকারেই ৩ বৎসরের বেশি বলবৎ থাকিতে পারে না।

৩। ঘোষণাপত্র
Proclamation

অন্যান্য ক্ষমতা

ব্যবস্থাপক সভার আয় ব্যয় সম্পর্কীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে গভর্ণর কোন কোন বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। যদি কোন সময় গভর্ণরের মনে হয় যে, বিধিসঙ্গত শাসন পদ্ধতিকে বলপূর্বক পরিবর্তিত করিবার জন্য কোন ষড়যন্ত্র হইয়াছে, কিংবা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে তিনি প্রয়োজনানুরূপ যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। সেই ব্যবস্থানুসারে কোন কর্মচারীকে ব্যবস্থাপক সভাতে যোগদান করিতে তিনি আদেশ করিতে পারেন। উক্ত কর্মচারী সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন, বক্তৃতা দিতে পারেন; কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না। ষড়যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি বা তৎসম্পর্কিত দলিলপত্র গভর্ণর তাঁহার মন্ত্রীদের বা ব্যবস্থাপক সভায় না-ও জানাইতে পারেন। কোন কোন বিল উপস্থাপিত করিতে হইলেই গভর্ণরের সম্মতি আবশ্যক।

সভাতে কোন বিল উপস্থাপিত হইয়া থাকিলে বা হওয়ার সম্ভাবনা হইলে কিংবা তাহার কোন সংশোধন প্রস্তাব (amendment) উপস্থাপিত হইলে গভর্ণর যদি মনে করেন যে উহার আলোচনাতে প্রদেশে শান্তি রক্ষা কঠিন হইবে তবে সেই বিল বা সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

গভর্ণর তাঁহার শাসন কার্য নির্বাহ করিবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী ব্যতীত যে কোন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ব্যবস্থাপক সভাকে সাহায্য করিবার জন্য বে-সরকারী সেক্রেটারি নিযুক্ত করিতে পারেন। সেক্রেটারিগণ মন্ত্রীদের সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল গভর্ণরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে (during his pleasure)। মন্ত্রীদের বেতন ব্যবস্থাপক সভা স্থির করিবেন, কিন্তু

তাঁহারা যে পর্যন্ত কোন বেতন স্থির না করেন তৎকাল পর্যন্ত গভর্ণর তাঁহাদের বেতন স্থির করিয়া দিতে পারেন। কোন মন্ত্রী বা ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারি ছয় মাস কালের বেশি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না থাকিলে, তিনি মন্ত্রী বা সেক্রেটারি হিসাবে আর কাজ করিতে পারিবেন না। মন্ত্রিগণের ও অ্যাডভোকেট-জেনারেলের নিয়োগ, পদচ্যুতি সম্বন্ধে গভর্ণর নিজ মত অনুসারে কাজ করিবেন। ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান এবং উহার সমাপ্তি গভর্ণরের নির্দেশ অনুসারে হইবে।

গভর্ণর-জেনারেলের সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের সম্পর্ক

প্রাদেশিক শাসনকর্তা সম্রাট্-প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র অনুসারে প্রদেশ শাসন করেন; এবং গভর্ণর-জেনারেল যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা মানিয়া চলেন; কিন্তু গভর্ণর কোন কাজ করিলে, বৈধ হয় নাই বলিয়া গভর্ণর-জেনারেল তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। গভর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে সম্রাট্ প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রের (Instrument of Instructions) বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞা করিতে পারিবেন না। গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য সমূহের জন্য গভর্ণর-জেনারেল এবং ভারত সচিবের নিকট দায়ী। বৈদেশিক ব্যাপারে ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধে গভর্ণরের কোন হাত নাই। খৃষ্টান ধর্মবিষয়ক ব্যাপার (Ecclesiastical affairs), পররাষ্ট্র সম্পর্ক (External) এবং দেশ রক্ষা (Defence) এবং উপজাতিদের অঞ্চল (Tribal area)—এই কয়টি ব্যাপারে গভর্ণর গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন। কোন কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি পূর্বেই আবশ্যক।

মন্ত্রীসভা (Council of Ministers)

প্রাদেশিক কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একটি মন্ত্রী সভা আছে। গভর্ণর কতকগুলি ব্যাপারে তাঁহার মন্ত্রী সভার পরামর্শ

অনুসারে কাজ করেন। প্রত্যেক সভ্যই একটি কিংবা ততোধিক বিভাগ পরিচালনা ও পরিদর্শন করেন। সাধারণত মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতে মনোনীত হন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ব্যতীত কোন মন্ত্রী ৬ মাস কালের বেশি মন্ত্রীর কাজ করিতে পারিবেন না এবং এরূপ ক্ষেত্রে ছয়মাস মন্ত্রীত্বের পর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না হইলে তাঁহার মন্ত্রীত্ব চলিয়া যাইবে। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী সভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন। ভারত-সচিবের ব্যবস্থা অনুসারে গভর্ণরকে সাহায্য এবং পরামর্শ দিবার জন্য মন্ত্রী সভাটি গঠিত। মন্ত্রীগণ কিংবা সেক্রেটারিগণ কোন বিষয় গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বভুক্ত হইলে তাহা অবিলম্বে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য দায়ী।

মন্ত্রীগণকে নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতেই লওয়া হইবে কিনা সেই সম্বন্ধে ভারত শাসন আইনে কোন প্রকার উল্লেখ নাই। প্রাদেশিক মন্ত্রী সভাতে অধিক সংখ্যক মন্ত্রীই নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতে গৃহীত হইবেন ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু মনোনীত সভ্যদের মধ্য হইতেও দুই একজনের মন্ত্রীত্ব পাওয়া সম্ভব।

প্রাদেশিক মন্ত্রী-সভা কয়জন লইয়া গঠিত হইবে ভারত-শাসন আইনে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীদের সংখ্যা প্রত্যেক প্রদেশে সমান নহে। এই মন্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রী।

বঙ্গদেশে বর্তমানে এগার জন মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রী। অপর দশজনের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু এবং পাঁচ জন মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে দুইজন অনুন্নত জাতি হইতে মনোনীত। মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে গভর্ণর সাধারণত ইংলণ্ডের প্রথাই অনুসরণ করিয়া থাকেন। সাধারণ নির্বাচনের পর

সংখ্যা গরিষ্ঠের নেতাকে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের জন্য আহ্বান করেন। এবং যেস্থানে দুই বা ততোধিক দল প্রায় সমধিক সংখ্যক হন এবং কোন দলেরই সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য (absolute majority) না হয়, সেই ক্ষেত্রে গভর্ণর সম্মিলিত মন্ত্রীদল (Coalition ministry) গঠন করিবার চেষ্টা করেন। বঙ্গদেশে যে এগারজন মন্ত্রী মনোনীত করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই এক বা ততোধিক বিভাগের জন্য দায়ী এবং বর্তমান বিভাগগুলি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) শিক্ষা ;
(২) অর্থ ;
(৩) আভ্যন্তরীণ বা স্বরাষ্ট্র ;
(৪) রাজস্ব ;
(৫) কৃষি ও শিল্প ;
(৬) পূর্ত ;
(৭) বাণিজ্য ও শ্রমিক ;
(৮) স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ;
(৯) বিচার ও আইন ;
(১০) বন ও আবগারী ; এবং
(১১) সমবায় ও পল্লীবাসীদের ঋণ।

মন্ত্রীদের বেতন আপাতত মাসিক ২০০০৲ হইতে ৩০০০৲ টাকা পর্যন্ত ধার্য হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ৩০০০৲ টাকা পাইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ ২৫০০৲ টাকা এবং বিচার ও আইন, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, বন ও আবগারী এবং সমবায় ও পল্লী-বাসীদের ঋণ—এই কয় বিভাগের মন্ত্রীদের বেতন মাসিক ২০০০৲ টাকা স্থির হইয়াছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General)

প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন অ্যাডভোকেট-জেনারেল থাকিবেন। গভর্ণর তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন, তাঁহার বেতনও তিনিই স্থির করিয়া দিবেন। হাইকোর্টের জজ হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই অ্যাডভোকেট-জেনারেল করা হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় যে সমস্ত আইন গভর্ণমেণ্টের বা সাধারণের তরফ হইতে উপস্থিত করা হয়, সেই সকল সম্বন্ধে বা গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের আইন বিষয়ক ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়াই তাঁহার অন্যতম কর্তব্য।

প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট (Provincial Secretariat)

প্রত্যেক প্রদেশেরই রাজধানীতে প্রাদেশিক দপ্তরখানা আছে; শাসনতন্ত্রকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগ একজন সেক্রেটারির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে; সেক্রেটারি মন্ত্রীর নিকট দায়ী। সেক্রেটারিগণ এবং আণ্ডার-সেক্রেটারিগণ সাধারণত সিভিলিয়ানদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা সাধারণত তিন বৎসরের জন্য ঐ পদে নিযুক্ত হন। কোন কোন বিভাগে আবার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি আছেন। তাঁহারা সেই বিভাগের স্থায়ী কর্মচারী এবং প্রাদেশিক সিভিলিয়ানদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের অধীনে কেরাণিগণ কাজ করেন, তাঁহারাও সেই বিভাগের স্থায়ী কর্মচারী।

বিভাগীয় কার্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কোন কোন বিভাগে এক বা ততোধিক ডেপুটী সেক্রেটারি, এ্যাডিসনাল সেক্রেটারি এবং এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি; কোন কোন বিভাগে আবার আণ্ডার-সেক্রেটারী আছেন। আণ্ডার-সেক্রেটারিগণ কোন কোন ক্ষেত্রে সিভিলিয়ান নহেন। তাঁহারা প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

কেরাণিগণের মধ্য হইতে-ও আণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক দপ্তরখানা সাধারণত নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা হয়। যথা :—

১। স্বরাষ্ট্র।
২। আর্থিক।
৩। স্বাস্থ্য।
৪। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন।
৫। কৃষি।
৬। শিল্প।
৭। যানবাহন।
৮। পূর্ত।
৯। বাণিজ্য।
১০। শ্রমিক।
১১। শিক্ষা।
১২। পুলিশ ও জেল।
১৩। রাজস্ব।
১৪। সমবায়।
১৫। রেজিস্ট্রেশন।
১৬। বন।
১৭। আবগারী ইত্যাদি।

সেক্রেটারিগণের অধীনে আবার কেরাণিগণ আছেন। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—উচ্চস্তরের এবং নিম্নস্তরের। এই দুই বিভাগের বেতন প্রভৃতির প্রভেদ আছে। ইঁহাদিগকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতকার্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতেই নিয়োগ করা হয়। কেরাণিগণকে এই সকল বিভাগের জন্যই নিয়োগ করা হয়? কিন্তু সেক্রেটারি কিংবা ডেপুটী সেক্রেটারি তিন বৎসরের জন্য সেই পদে নিযুক্ত হন।



পঞ্চম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন সভা

প্রত্যেক গভর্ণর-শাসিত প্রদেশেই একটি করিয়া আইন-সভা আছে। তন্মধ্যে কোথাও আইন-সভার দুইটি গৃহ, কোথাও বা একটি।

মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং আসামে দুইটি করিয়া এবং অন্যান্য প্রদেশে একটি করিয়া আইনসভার গৃহ আছে। দুইটি সভার মধ্যে উচ্চতরটিকে ব্যবস্থাপকসভা (Legislative Council) এবং নিম্নতরটিকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ্ (Provincial Legislative Assembly) বলা যাইতে পারে।

চীফ্-কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলির (বৃটিশ বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমীর-মাড়োয়াড় কুর্গ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পন্থ-পিপলোদা) মধ্যে কেবল কুর্গেই একটি আইন-সভা রাখা হইয়াছে।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা (Governor) এই আইন সভার সভ্য নহেন। তিনি সেই সভায় বক্তৃতা (address) করিতে পারেন এবং সেইজন্য সভ্যদের উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিতে পারেন। কোন প্রস্তাবিত বিলের জন্য সেই বিল সম্পর্কীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে (having special knowledge or experience of the subject-matter of the bill) আইন সভার সভ্য করা প্রয়োজন মনে করিলে গভর্ণর সেই বিলের জন্য তাঁহাকে সভ্য করিতে পারেন।

ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council)

আইনসভার দুইটি গৃহের মধ্যে এইটি উচ্চতর। ইহার পরিসমাপ্তি নাই (not subject to dissolution) ; প্রত্যেক তিন বৎসর পর

ইহার সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশক সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের জায়গায় নূতন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক বিল দুইটি সভাতেই গৃহীত হওয়া চাই এবং উভয় গৃহে গৃহীত হইলে-ও আইনে পরিণত হইবার জন্য গভর্ণরের সম্মতি প্রয়োজন।

বঙ্গদেশের সভাতে ৬৫ জনের বেশি এবং ৬৩ জনের কম সভ্য থাকিতে পারিবে না। সভ্যসংখ্যা এই ভাবে ভাগ করা হইয়াছে :—

সাধারণ—১০ ; মুসলমান—১৭ ; ইউরোপীয়ান—৩ ; পরিষদ্ হইতে নির্বাচিত—২৭ ; গভর্ণরের মনোনীত—৬ জনের কম নহে এবং ৮ জনের বেশি নহে।

আপাতত গভর্ণরের মনোনীত সভ্য ৬ জন হওয়াতে সভার সভ্য সংখ্যা ৬৩ জন হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক পরিষদ্ (Legislative Assembly)

বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদে ২৫০ জন সভ্য আছেন এবং তাহা নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত :—

১। সাধারণ ৭৮ (তন্মধ্যে ৩০ জন অনুন্নত জাতি হইতে নির্বাচিত)
২। মুসলমান—১১৭ ;
৩। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—৩ ;
৪। ইউরোপীয়ান—১১ ;
৫। ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়—২ ;
৬। শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি—১৯ ;
৭। জমিদার—৫ ;
৮। বিশ্ববিদ্যালয়—২ ;
৯। শ্রমিক প্রতিনিধি—৮ ; এবং
১০। স্ত্রীলোক—৫ (তন্মধ্যে সাধারণ—২ ; মুসলমান—২ এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—১)।



প্রত্যেক ব্যবস্থাপক পরিষদের জীবনকাল প্রথম সভা হইতে গণনা করিয়া ৫ বৎসর; এই পাঁচ বৎসর পর আবার সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা ইহা পুনরায় গঠিত হইবে, কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্বেই পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। ব্যবস্থাপক পরিষদ উঠিয়া গেলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ৬ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করেন। পরিষদের বৈঠকের স্থান ও কাল, তিনিই স্থির করিয়া দেন।

সভাপতি (Speaker and President)

আইন-সভার উভয় গৃহেই সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সভ্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে কাজ করিবার জন্য চারিজন সভ্যের নাম তালিকা ভুক্ত করা হয়; তাঁহাদিগকে সভাপতি-মণ্ডলী (Panel of Chairmen) বলে। ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাপতিকে "স্পীকার" (Speaker) এবং সহকারী সভাপতিকে "ডেপুটি স্পীকার" (Deputy Speaker) বলে। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এবং সহকারী সভাপতিকে ক্রমান্বয়ে "প্রেসিডেণ্ট" (President) এবং "ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট", (Deputy President) বলে। সভার কার্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই সভাপতির কর্তব্য। পরিষদ বা সভার নির্ধারণ অনুসারে সভাপতির বেতন স্থির হয়। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাপক সভার নির্ধারণের পর ও সভাপতি স্থির হইবার পূর্বে গভর্ণরের সম্মতি আবশ্যক। সভাপতি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারেন এবং সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে সভাপতিকে ভোটাধিক্য দ্বারা সরাইতে পারেন; কিন্তু সরাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্তত ১৪ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে। সভার সকল মীমাংসা

ভোটাধিক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু উভয় পক্ষে সমান ভোট হইলে সভাপতির নিজের ভোটের (casting vote) দ্বারা মীমাংসা হইয়া থাকে।

বাজেট (Budget)

বাৎসরিক আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব (annual financial statement) গভর্ণরের নির্দেশ অনুসারে সভায় উপস্থাপিত করা হয়; ইহা দুই ভাগে বিভক্ত :—

১। যে সকল ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দায়গ্রস্ত করা হইবে, এবং

২। যে সকল ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে বহন করার জন্য প্রস্তাব করা হইবে।

নিম্নলিখিত দাবীর উপর সভার কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকিবে না। 'ক' ধারার অন্তর্গত ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ধারার ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না। উহা প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক রাজস্ব দায়গ্রস্ত থাকিবে।

(ক) গভর্ণর এবং তাঁহার দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ।

(খ) ঋণভার ও সুদ ও তৎসম্পর্কীয় ব্যবস্থা।

(গ) মন্ত্রী এবং অ্যাডভোকেট-জেনারেলের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি।

(ঘ) হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের বেতন ও ভাতা বাবদ খরচ।

(ঙ) বহিরঞ্চল (Excluded Areas) শাসনের নিমিত্ত খরচ,

(চ) সালিশী বিচারের রায় অনুযায়ী ব্যয়।

(ছ) ভারতশাসন আইন অথবা প্রাদেশিক আইন-নির্দিষ্ট ব্যয়সমূহ।



মন্ত্রীদের প্রথম মনোনয়নের পর ব্যবস্থাপক সভা যে বেতন স্থির করিয়া দিবেন তাহাই তাঁহার কার্যকাল পর্যন্ত থাকিবে, কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারিবে না। অর্থাৎ একজন মন্ত্রীর বেতন দুইবার দুই রকম স্থির হইতে পারিবে না।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যয় দাবী হিসাবে মঞ্জুরের জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে ; সভা ইচ্ছামত তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে মঞ্জুর না করিতেও পারেন। কিংবা কোন দাবীর টাকা কমাইয়া মঞ্জুর করিতে পারেন। গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব (special responsibility) অনুযায়ী মূল দাবী একান্ত প্রয়োজনীয় ও সঙ্গত মনে করিলে তাহা পুনরায় নিজের ক্ষমতায় মঞ্জুর করিতে পারেন।

সভ্যদের বিশেষ অধিকার (Privilege)

সভাগৃহে সভ্যদের 'কথা বলিবার স্বাধীনতা' (Freedom of Speech) আছে,। তাঁহারা সভাগৃহে যাহাই বলুন না কেন, সেজন্য কোন আদালতে মোকদ্দমা চলিবে না ; তবে তাঁহাদিগকে সভার কার্যপদ্ধতির নিয়ম অনুযায়ী চলিতে হইবে।

সভার ক্ষমতা

শান্তি ও সুশাসনের জন্য সভার সভ্যগণ প্রদেশ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন এবং সেই সকল বিধি তাঁহারা পরিবর্তন করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহারা গভর্ণর জেনারেলের বা বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা খর্ব করিয়া কোন আইন করিতে পারেন না। সভ্যগণ নিজেরা বিল উপস্থাপিত করিতে পারেন, কোন সংবাদ অবগত হইবার জন্য প্রশ্ন করিতে পারেন এবং পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন। কোন কোন বিল উত্থাপন করিবার জন্য গভর্ণরের অনুমতি চাই

এবং কোন প্রশ্ন করিতে হইলে পূর্বেই তাহা জানাইয়া দিতে হয়। * বিল পাশ হইবার পর তাহাতে গভর্ণর সম্মতি প্রদান করিতে পারেন কিংবা না দিতেও পারেন; কিংবা তাহাকে স্থগিত রাখিতে বা গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতির জন্য রাখিয়াও দিতে পারেন; কিন্তু গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেল উভয়ের সম্মতি দেওয়ার পরেও সম্রাট্ ইচ্ছা করিলে তাহা নাকচ্ করিতে পারেন।

ফেডারেল কোর্টের কিংবা হাইকোর্টের জজদের কর্তব্য সম্পাদনের অঙ্গীভূত কোন কার্যের সমালোচনা তাঁহারা করিতে পারিবেন না।

মন্ত্রীর বেতন ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্ধারিত হইবে, কিন্তু সভা যদি কোন বেতন স্থির না করেন তবে গভর্ণর মন্ত্রীদের বেতন নির্ধারণ করিবেন। কোন মন্ত্রী যাহাই করুন না কেন তাঁহাকে প্রথমে গভর্ণরের মত এবং দ্বিতীয়ত ব্যবস্থাপক সভার মত লইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভা যদি তাঁহার কার্য অনুমোদন না করেন তবে তাঁহার পদত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। ব্যবস্থাপক সভা যদি কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের পদত্যাগ ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার বা তাঁহাদের উপর অনাস্থা জ্ঞাপক (vote of no-confidence) প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রীদ্বারা উপস্থাপিত কোন বিল যদি প্রত্যাখ্যাত হয় কিংবা তাঁহার দাবীর টাকা কমাইয়া মঞ্জুর

---

* নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন বিল উত্থাপন করিতে হইলে গভর্ণরের সম্মতি আবশ্যক :—

(১) গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব এবং স্ব-ইচ্ছাধীন বিষয় সম্পর্কে আইন বা অর্ডিন্যান্সের পরিবর্তন বা সংশোধন মূলক কোন বিল ; এবং

(২) পুলিশ-আইন পরিবর্তন বা সংশোধন বা তৎসংক্রান্ত কোন বিল।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই একটি ব্যপার পূর্বেই সম্মতি আবশ্যক; কিন্তু এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

করা হয় কিংবা নামে মাত্র কর্তন (token cut) করা হয় তবে তাহাও অনাস্থা জ্ঞাপক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ভোটাধিকার

ভোট দিবার অধিকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :—

(ক) সম্প্রদায় ;

(খ) বাসস্থান (বাসস্থান বলিতে কোন ব্যক্তি যেখানে সাধারণত বৎসরের বেশির ভাগ সময় সত্য সত্যই বাস করেন সেই স্থানই বুঝাইবে) ;

(গ) ট্যাক্স ;

(ঘ) সম্পত্তি ;

(ঙ) শিক্ষা ;

(চ) সৈন্য ;

(ছ) স্ত্রীলোক।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী আছে (special constituency) ; তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি ; বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটগণেরই মাত্র ভোট দিবার অধিকার আছে।

ভোটার বা সভ্য হইবার অযোগ্যতা

ভোট দিবার অন্যান্য ক্ষমতা থাকিলেও নিম্নলিখিত লোক ভোট দিতে কিংবা সভ্য হইতে পারিবেন না :—

(ক) যিনি বৃটিশ প্রজা অথবা কোন দেশীয় রাজ্যের শাসক কিংবা প্রজা নহেন ;

(খ) যাঁহার মানসিক বিকার সম্বন্ধে কোন বিচারালয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছে অর্থাৎ যদি কোন বিচারালয় কাহাকেও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে তিনি ভোট দিবার ও সভ্য হইবার অযোগ্য ;

(গ) যাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম, (কিন্তু ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য হইতে হইলে বয়স ২৫ বৎসর বা ততোধিক হওয়া চাই; ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে হইলে বয়স ৩০ বৎসর বা ততোধিক হওয়া চাই);

(ঘ) যে ব্যক্তি ভোটার হইবার জন্য ৬ মাস কাল কারাবাস ভোগ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ১ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল কারাবাস ভোগ করিয়াছে, সে ৫ বৎসরকাল পর্যন্ত ভোট দিতে পারিবে না;

(ঙ) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের একটির সভ্য হইলে অপরটিতে আর সভ্য হইতে পারিবে না;

(চ) সম্রাটের অধীনে কোন বেতনভোগী হইয়া কাজ করিলে তাঁহাদিগকে সভ্য হইতে দেওয়া হয় না; কিন্তু মন্ত্রিগণ এই নিয়মের অধীন নহেন।



প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদ

নিম্নতর

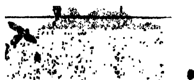
প্রদেশ ...	মোট সংখ্যা	মোট সাধারণ আসন	অনুন্নত সম্প্রদায়	অধস্তন জাতি এবং স্থান	শিখ	মুসলমান	এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	ইউরোপীয়ান
মাদ্রাজ ...	২১৫	১৪৬	৩০	১	—	২৮	২	৩
বোম্বাই ...	১৭৫	১১৪	১৫	১	—	২৯	২	৩
বঙ্গদেশ ...	২৫০	৭৮	৩০	—	—	১১৭	৩	১১
যুক্ত প্রদেশ ...	২২৮	১৪০	২০	—	—	৬৪	১	২
পাঞ্জাব ...	১৭৫	৪২	৮	—	৩১	৮৪	১	১
বিহার ...	১৫২	৮৬	১৫	৭	—	৩৯	১	২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১২	৮৪	২০	১	—	১৪	১	১
আসাম ...	১০৮	৪৭	৭	৯	—	৩৪	—	১
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ	৫০	৯	—	—	৩	৩৬	—	—
উড়িষ্যা ...	৬০	৪৪	৬	৫	—	৪	—	—
সিন্ধু ...	৬০	১৮	—	—	—	৩৩	—	২

পাতা ছিঁড়িবেন না।

(Provincial Legislative Assemblies)

গৃহ

ভারতী	শিল্প, বাণিজ্য, খনিজ ও চা-বাগানের প্রতিনিধি	জমিদার	বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রমিক	সাধারণ	শিখ	স্ত্রীলোক: অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	স্ত্রীলোক: খৃষ্টান
							—	১
							—	--
	১৯						১	—
	৩							
					৩			
—	২				৩			
	১১							
	২						১	—



প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা (Provincial Legislative Councils)

উচ্চতর গৃহ

প্রদেশ	মোট সংখ্যা	সাধারণ	মুসলমান	ইউরোপীয়ান	ভারতীয় খৃষ্টান	নিম্ন গৃহ হইতে আগত	গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত
মাদ্রাজ	৫৪ জনের কম নহে ৫৬ জনের বেশি নহে	৩৫	৭	১	৩	—	৮ জনের কম নহে ১০ জনের বেশি নহে
বোম্বাই	২৯ জনের কম নহে ৫০ জনের বেশি নহে	২০	৫	১	—	—	৩ জনের কম নহে ৪ জনের বেশি নহে
বঙ্গদেশ	৬৩ জনের কম নহে ৬৫ জনের বেশি নহে	১০	১৭	৩	—	২৭	৬ জনের কম নহে ৮ জনের বেশি নহে
যুক্তপ্রদেশ	৫৮ জনের কম নহে ৬০ জনের বেশি নহে	৩৪	১৭	১	—	—	৬ জনের কম নহে ৮ জনের বেশি নহে
বিহার	২৯ জনের কম নহে ৩০ জনের বেশি নহে	৯	৪	১	—	১২	৩ জনের কম নহে ৪ জনের বেশি নহে
আসাম	২১ জনের কম নহে ২২ জনের বেশি নহে	১০	৬	২	—	—	৩ জনের কম নহে ৪ জনের বেশি নহে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিলা শাসন

বৃটিশ ভারতকে কতকগুলি **প্রদেশে** বিভক্ত করা হইয়াছে; প্রত্যেক প্রদেশকে কতকগুলি **বিভাগে** এবং প্রত্যেক বিভাগকে কতকগুলি **জিলাতে** বিভক্ত করা হইয়াছে। জিলাগুলিই ভারতে ইংরাজ-শাসনের মেরুদণ্ড।

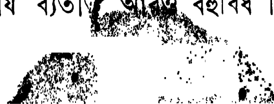
কমিশনার

বিভাগের শাসনকর্তাকে কমিশনার বলে। বিভাগের রাজকার্যের তিনি তত্ত্বাবধান করেন। শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত তাঁহার কোন বিচার-ক্ষমতা নাই; জিলা কালেক্টারদিগের কার্য পরিদর্শন করা-ও তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। এই পরিদর্শন কার্য ব্যতীত তাঁহার স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ সম্বন্ধে অন্যান্য কর্তব্য আছে। রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কোন ব্যাপারে জিলা কালেক্টারগণকে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ (communication) করিতে হয়। কমিশনারের মারফতেই এই যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। মাদ্রাজে এই কমিশনার নিয়োগের রীতি নাই।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট্

প্রত্যেক জিলাই একজন উচ্চ কর্মচারীর অধীন। তাঁহাকে 'জিলা ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং কালেক্টর' বলে। ম্যাজিস্ট্রেট্ হিসাবে তিনি শাসন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকার্য সম্পন্ন করেন এবং কালেক্টর হিসাবে তিনি গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার করেন।

পূর্বে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং কালেক্টারগণ রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্য ব্যতীত আরও বহুবিধ বিষয় পরিচালনা, এবং তত্ত্বাবধান



করিতেন। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য প্রাদেশিক কর্মচারীর অধীন প্রতি জেলায় পৃথক্ কর্মচারী আছেন। তাঁহারা স্ব স্ব কার্যের জন্য প্রাদেশিক কর্মচারীর নিকট দায়ী; যেমন জেল বিভাগের কর্মচারিগণ ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব্ প্রিজন্সের নিকট দায়ী কিংবা চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারীগণ সার্জন জেনারেলের নিকট দায়ী এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কার্য করেন। তালিকা অনুযায়ী কার্য সকল সেই বিভাগের জেলা কর্মচারী পরিচালনা করেন; কিন্তু এতদ্ব্যতীত সকল ব্যাপারই জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জানাইতে হয়।* স্থানীয় গভর্ণমেন্টের কার্যাবলী তাঁহার দ্বারাই পরিচালিত হয়।

---

* তাঁহার কার্যের বহুল প্রসার বিধায় জয়েন্ট কমিটি লিখিয়াছেন :—

"The district officer has a dual capacity ; as collector he is head of the revenue organisation and as magistrate he exercises general supervision over the inferior courts and, in particular, directs the police work. In areas where there is no permanent revenue settlement, he can at any time be in touch through his subordinates with every inch of his territory. This organisation in the first place serves its peculiar purpose of collecting the revenue and of keeping peace. But because it is so close knit, so well established and so thoroughly understood by the people, it simultaneously discharges easily and efficiently an immense number of other duties. It deals with the registration, alteration, and partition of holdings ; the settlement of disputes ; the management of indebted estates ; loan to agriculturists ; and above all, famine relief. Because it controls revenue, which depends on agriculture, the supreme interest of the people it naturally serves also for the general administration staff......Several other specialised services exist with staffs of their own......but in varying degrees the district officer influences the policy in all these matters. and he is always there in the back.ground to lead his support, or if need be, to mediate between a specialised service and the people."

—Vide M. C. Report, para, 123.

দেশের শান্তিরক্ষা এবং সুশাসনের জন্য প্রতি জিলাতে একজন করিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন।

পুলিশ সুপারিন্-টেণ্ডেণ্টের সহিত সম্পর্ক

জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট্ জিলার শাসনের জন্য দায়ী এবং সেই সম্পর্কে জিলার শান্তি রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্তব্য। এই জন্য পুলিশ তাঁহার অধীন। এতদ্-সম্পর্কে পুলিশ সাহেব তাঁহার সহকারী পুলিশ সাহেব জিলার পুলিশ বাহিনীর প্রধান কর্তা। পুলিশের আভ্যন্তরীণ মিতব্যায়িতা, পরিচালনা, নিয়মানুবর্তিতা এবং যথাসময়ে কার্যসম্পাদন ব্যাপারে তিনিই কর্তা। সুতরাং, কার্যত এই দুইজন সহযোগে কার্য করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, ম্যাজিস্ট্রেট্ ও পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জেলার শান্তি-রক্ষা এবং সুশাসনের জন্য দায়ী।

প্রত্যেক জেলার অধীনে বহু সংখ্যক থানা আছে; উহার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ইন্স্পেক্টর বা দারোগা; এইরূপ থানার অধীন এক বা ততোধিক গ্রাম লইয়া এক একটি **ইউনিয়ন বোর্ড** আছে। গ্রামের শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের ভার উক্ত দারোগা বা ইন্স্পেক্টারের হাতেই ন্যস্ত।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যান্য ক্ষমতা

ম্যাজিস্ট্রেট্ই জিলাতে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি। গ্রাম্য প্রধান, রাজস্ব কর্মচারী এবং অন্যান্য কর্মচারী তিনিই নিয়োগ করেন। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং স্বায়ত্ব শাসনের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে মনোনীত সভ্যগণ সাধারণত তাঁহার সুপারিশ অনুসারেই মনোনীত হইয়া থাকেন। দরবারে আসন এবং ব্যক্তিগত উপাধি সকল, তাঁহার সুপারিশ সাপেক্ষ। এতদ্ব্যতীত সামান্য সামান্য বিবাদ এবং কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক বিবাদও বিবাদমান ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া তিনি মীমাংসা করেন।

জিলাতে অন্যান্য রাজকর্মচারীও আছেন; যথা—এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল সার্জন, স্কুল ইন্স্পেক্টার, ফরেস্ট্ অফিসার ইত্যাদি। তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগে প্রধান, এবং বিভাগীয় উচ্চ কর্মচারীর আদেশ মত কাজ করেন কিন্তু জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁহাদের কার্য পরিদর্শনের ক্ষমতা আছে এবং বিভাগের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জানাইতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। জিলার উন্নতির নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড প্রভৃতি তিনি পরিদর্শন করেন। তাঁহার ক্ষমতা এবং কর্তব্য সার উইলিয়ম হাণ্টার অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। *

ম্যাজিস্ট্রেট্গণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিদের মধ্য হইতেই সাধারণত নিযুক্ত হন; এই পরীক্ষা বিলাতে এবং ভারতে—এই উভয় স্থানেই গৃহীত হইয়া থাকে। মনোনয়নেও এই পদে নিয়োগ করিবার বিধি আছে। তাঁহাদের মধ্যে তিন ভাগের

* 'He is a fiscal officer charged with the collection of the revenue from the land and other sources; he is also a Revenue and Criminal Judge both in first instances and in appeal. But his title by no means exhausts his multifarious duties. He does in his small local sphere all that the Home Secretary does in England, and a great deal more, for he is the representative of a paternal and not of a Constitutional Government. Police, jails, education, municipalities, roads, sanitation, dispensaries, local taxation and the imperial revenues of his district are to him matters of daily concern. He is expected to make himself acquainted with every phase of the local life of the natives, and with each natural aspect of the country. He should be a lawyer, an accountant, a financier and a ready writer of State-papers. He ought also to possess no mean knowledge of agriculture, political economy and engineering.'

একভাগ পদোন্নতির ফলে এই পদ লাভ করেন। প্রত্যেক জিলাতে আবার কয়েকজন ডেপুটি এবং কয়েকজন সাব-ডেপুটি আছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন এবং তাঁহার আজ্ঞা অনুসারেই কাজ করেন।

প্রত্যেক জিলাকে আবার কতকগুলি সাব-ডিভিসনে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রধান কর্মচারীকে সাব-ডিভিসনাল অফিসার বলে। তিনিও ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় তাঁহার সাব-ডিভিসন পরিচালনা ব্যাপারে সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন ডেপুটি এবং সাব-ডেপুটি এবং সর্ব নিম্নে সার্কেল অফিসার আছেন। তাঁহারা সাবডিভিসনের সকল স্থানে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁহার উর্ধতন কর্মচারিগণের কর্ণগোচর করেন। সাব ডিভিসনাল অফিসারগণ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট্‌গণের মধ্য হইতেই সাধারণত নিযুক্ত হন।

দেশ-শাসনের পদ্ধতি ঃ—

ভারতবর্ষ	ইহার পরিচালক	গভর্ণর-জেনারেল
প্রদেশ	,, ,,	গভর্ণর
বিভাগ	,, ,,	কমিশনার
জিলা	,, ,,	ম্যাজিস্ট্রেট্‌
সাব-ডিভিসন্‌	,, ,,	সাব-ডিভিসনাল অফিসার
থানা	,, ,,	দারোগা
ইউনিয়ন বোর্ড	,, ,,	প্রেসিডেন্ট
(এক বা একাধিক		(জন-সাধারণ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

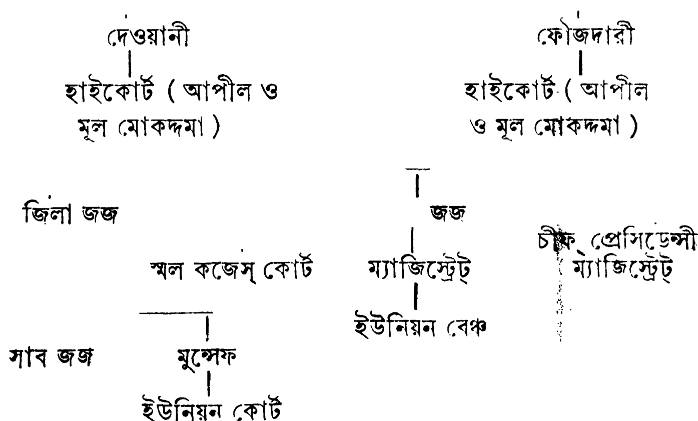
বিচার বিভাগ

যে সকল গুণের জন্য ইংরেজগণ ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন এবং যাহার জন্য ইংরাজের আসন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাঁহাদের অনন্য-সাধারণ বিচার-ব্যবস্থাই প্রধান। ইংরাজের বিচারালয়ে ধনী ও নির্ধন, রাজা ও প্রজা, জমিদার ও রায়তের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আইনের চক্ষে সকলেই সমান।

বিচার কার্য পরিচালনা করিবার জন্য নানা স্তরের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিচারালয়ের সকল মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। মোকদ্দমা সকল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—দেওয়ানী এবং ফৌজদারী। সর্ব নিম্নে **ইউনিয়ন কোর্ট** এবং **ইউনিয়ন বেঞ্চ** ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহারা ৫০৲ টাকা পর্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা বিচার করেন এবং ২৫৲ টাকা জরিমানা ও ১৪ দিন পর্যন্ত কারাবাসের আদেশ দিতে পারেন, তদূর্ধ দাবীর মোকদ্দমা **মুন্সেফী** আদালতে বিচার হয়। মুন্সেফী আদালতে ১০০০৲ টাকার দাবী পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন প্রবীণ মুন্সেফকে ২০০০৲ টাকা পর্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা করিবার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তদূর্ধ দাবীর মামলা **সব জজের** নিকট করিতে হয়। উক্ত বিচারালয় সমূহের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল **জিলা জজের** নিকট হইবে। জিলা জজের বিচারের বিরুদ্ধে **হাইকোর্টে** এবং হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে **প্রিভি কাউন্সিলে** আপীল হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে হাইকোর্ট আছে। দেওয়ানী মোকদ্দমাতে এই প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ফৌজদারী মোকদ্দমাতেও এই প্রকার ব্যবস্থা আছে। **ইউনিয়ন বেঞ্চের** বিচারের বিরুদ্ধে কিংবা ইহার ক্ষমতা বহির্ভূত মোকদ্দমার বিচার **সাব-ডিভিসনাল** অফিসার বা **ম্যাজিস্ট্রেটের** নিকট হইবার নিয়ম। এবং এই বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের নিকট আপীল হইতে পারে। বলা বাহুল্য এই সকল বিচারের আপীল **হাইকোর্টে** এবং তাহার আপীল প্রিভি কাউন্সিলে হইবে।

বিচার বিভাগ



প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি (The Judicial Committee of the Privy Council)—

শাসনকার্যে ন্যায় বিচারের জন্য পূর্বোক্ত নানাপ্রকার বিভাগ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সমগ্র দেশের জন্য কোন প্রকার উচ্চতম বিচারালয় বা সুপ্রীম কোর্ট নাই ; ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি-ই ভারতের সুপ্রীম কোর্টের কাজ করেন। হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে ১০,০০০৲ টাকা কিংবা তদূর্ধ দাবীর দেওয়ানী মোকদ্দমাতে জুডিসিয়াল কমিটিতে আপীল চলিবে। কোন কোন ব্যাপারে ফৌজদারী মোকদ্দমাতে-ও আপীল হইতে পারে। কিন্তু ইহা হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষ। জুডিসিয়াল কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত ;—

(১) বৃটিশ বিচার বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত লর্ডস্ অব এ্যাপিল হইতে মনোনীত সভ্য ;

(২) দুইজন ভারতীয় জজ—ইঁহারা ভারতীয় আপীল শুনিবার জন্যই নিযুক্ত হন।

বিচারের সময় জুডিসিয়াল কমিটির অন্তত চারিজন সভ্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

এই বিচারালয়ে আপীল এত ব্যয়সাধ্য এবং ইহার বিচার এত সময় সাপেক্ষ যে সাধারণ লোকে ইহার ব্যয় ভার বহন করিতে অক্ষম। এখানে বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া এবং তাহাতে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন থাকে বলিয়া ভারতে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসী আগ্রহান্বিত

ফেডারেল কোর্ট—*

প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা স্থির করিবার জন্য একটি বিচারালয় আবশ্যক। শাসন-বিধির (Constitution) আইনগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করাই ইহার প্রধান কর্তব্য। এই বিচারালয় দিল্লীতে স্থাপিত হইবে এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি (Chief Justice of India) সময় সময় যে স্থানে নির্দেশ করিবেন সেই স্থানে সাময়িকভাবে স্থাপিত হইবে। শাসন বিধান (Constitution) সম্বন্ধীয় কোন মীমাংসার জন্য কোন হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে এখানে আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে হাইকোর্টের অনুমতি আবশ্যক। এই কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং আপাতত ছয় জনের বেশি বিচারপতি থাকিবেন না। তাঁহাদিগকে সম্রাট্ নিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের বেতন প্রভৃতি সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে মঞ্জুর করা হইবে এবং তাহা ভারতীয় তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, এই কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিবে।

হাইকোর্ট—

বিচারকার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ভারতে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় হাইকোর্ট অ্যাক্ট অনুসারে পুরাতন বিচারালয় সকলের পরিবর্তে কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহরে তিনটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর লাহোর, এলাহাবাদ, পাটনা

* জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটি ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন—
'A Federal Court is an essential element in a Federal Constitution. It is at once interpreter and guardian of the Constitution and tribunal for the determination of disputes between the constituent units of the Federation.' J. P. C. Report. Vol I, Part 1.

এবং রেঙ্গুনে হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অযোধ্যাতে হাই কোর্টের পরিবর্তে **চীফ্ কোর্ট** আছে। এবং মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ এবং সিন্ধুদেশে কোন হাইকোর্ট বা চীফ্ কোর্ট না থাকায় **জুডিসিয়াল কমিশনারগণ** এই সমস্ত স্থানে হাই কোর্টের কাজ করেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ্ ভারত-সচিবের অনুমতি ব্যতীত কোন হাইকোর্ট তুলিয়া দিতে পারেন না; সম্রাট্ নূতন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। হাইকোর্টে কুড়ি জনের বেশি জজ্ থাকিতে পারিবেন না। হাইকোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া গঠিত। সম্রাট্ বিচারপতি নিয়োগ করেন; অতিরিক্ত বিচারপতি সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করিতে পারেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হাইকোর্টের জজ্ হইবার যোগ্য—

(ক) ইংলণ্ড বা আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যারিস্টার বা স্কট্ল্যাণ্ডের অ্যাড্ভোকেট;

(খ) অন্যূন দশ বৎসর চাকরি করিয়াছেন, এইরূপ সিভিলিয়ান; (I. C. S.); কিন্তু তাঁহাদেরও তিন বৎসর জিলা জজরূপে কাজ করা চাই;

(গ) যিনি অন্যূন পাঁচ বৎসর সাব-জজ্ বা ছোট আদালতে জজরূপে কাজ করিয়াছেন; এবং

(ঘ) যিনি হাইকোর্টে অন্যূন দশ বৎসর ওকালতি করিয়াছেন।

কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহরের মূল মোকদ্দমা (Original jurisdiction) বিচার করিবার ক্ষমতা আছে; এতদ্ব্যতীত নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল এখানে হইয়া থাকে। এই [illegible] হাইকোর্টে নিম্ন

আদালতের কার্য পরিচালনা এবং তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। জজদের বেতন এবং হাইকোর্টের যাবতীয় খরচ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বহন করেন।

প্রত্যেক জিলাতেই একজন জিলা জজ্ আছেন; জিলাতে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচার তিনি পরিচালনা করিয়া থাকেন।

জিলা জজ্

জিলা এবং সাব-ডিভিসনের বিচারালয়ে যে সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়া থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে আপীল প্রথমত তাঁহার নিকট হইবে। জজদের বিচারের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে। জিলা জজ এবং অন্যান্য জজ, সাব-জজ এবং মুন্সেফ্‌গণ হাইকোর্টের অধীন। হাইকোর্ট তাঁহাদের কার্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং উহার নির্দেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে চলিতে হয়। জিলা জজগণ প্রবীণ সাব-জজ্, উকীল অথবা সিভিলিয়ান ও ব্যারিস্টারগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। উঁহারা হাইকোর্টের জজরূপেও উন্নীত হইতে পারেন।

অন্যান্য বিচারালয়

প্রত্যেক জিলাতে জিলা-জজ ব্যতীতও কয়েকজন সাব-জজ্ এবং মুন্সেফ্ আছেন; তাঁহারা জিলা-জজের অধীন। প্রত্যেক সাব ডিভিসনেও মুন্সেফী আদালত আছে। সাব-জজ্‌গণ এবং মুন্সেফগণ দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। উঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা-জজের নিকট আপীল হয় এবং জিলা জজই তাঁহাদের কার্যের তদারক করেন।

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী শহরে আবার একটি করিয়া **স্মল্ কজেস্ কোর্ট** (Sma[illegible] Court) আছে। এই সকল বিচারালয়ে ছোট

ছোট মোকদ্দমা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই রকম বিচারালয় অন্যান্য শহরেও আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য আছে। সাধারণত এই সকল বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল হয় না।

প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে আবার বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; সেখানেও ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে। এই সকল কোর্টকে **'ইউনিয়ন কোর্ট এবং বেঞ্চ'** (Union Court and Bench) বলা হয়।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে একজন করিয়া প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ আছেন। তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে।

অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেট্

প্রত্যেক জিলাতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত তিন প্রকার ম্যাজিস্ট্রেট্ আছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট্ আছেন, তাঁহারা বেতনভোগী নহেন। বেঞ্চ-কোর্টেও ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে।

জুরীর বিচার

যে সকল গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধীর নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড হয় সেই সকল অপরাধের বিচার জুরী কিংবা এসেসরদের সাহায্যে সেসন জজ্ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। তিনি আইনসঙ্গতভাবে যে কোন শাস্তি-বিধান করিতে পারেন কিন্তু মৃত্যুদণ্ডে হাইকোর্টের মত লওয়া আবশ্যক। সেসন জজের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইতে পারে।

জুরী সাধারণ লোকের মধ্য হইতে সংগঠিত হইয়া থাকে। কোন আইন ব্যবসায়ী জুরী হইতে পারেন না; জুরিগণ তাঁহাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিমতে আসামীর দোষ বিচার করেন; এবং জজ আইনানুযায়ী শাস্তি বিধান করেন। এই প্রথার সুবিধা এই যে, দুইপ্রকার মত হইতে বিচার কার্য-সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমত সাধারণ বিচার-বুদ্ধি হইতে আসামী দোষী অথবা নির্দোষ তাহা সাব্যস্ত হয়, এবং দোষী হইলে আইনানুযায়ী তাহার শাস্তি হয়। সাধারণত ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি হইতে জুরীদের নির্বাচন করা হয়।

জুরীদের সিদ্ধান্ত জজ মানিতে সাধারণত বাধ্য, কিন্তু জজের সহিত জুরীর মতের মিল না হইলে, জজ বিচারের জন্য মামলাটি হাইকোর্টে প্রেরণ করিতে পারেন।

হাইকোর্টে জুরিগণ যদি সকলে একমত হন (Unanimous Verdict) তবে জজ্ তাঁহাদের মত মানিতে বাধ্য; কিন্তু সকলে একমত না হইলে জজ ইচ্ছা করিলে অন্য জজের নিকট পুনর্বিচারের জন্য মামলা প্রেরণ করিতে পারেন। সেইক্ষেত্রে জুরীও ভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠন করা বিধি।

বিচারাধীন ব্যক্তি তাঁহার স্বজাতির লোকের দ্বারা গঠিত জুরীর জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন; সেইক্ষেত্রে অধিকাংশ জুরীই তাঁহার স্বজাতীয় হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাব্লিক্ সার্ভিস্ (সরকারী আমলাতন্ত্র)

ভারতের সরকারী কর্মচারিদিগের মধ্যে কতক ভারত-সচিব, কতক ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং অপরাপর কতকগুলি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হন।

কতকগুলি চাকরি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন; তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ভারত-সচিব নিযুক্ত করেন। অডিট্ ও এ্যাকাউণ্টস্, স্টেট্-রেলওয়ে, পোস্ট্ ও টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় চাকরি এই বিভাগের অন্তর্গত। তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় চাকরি বলা হয়। অন্যান্য সমস্ত চাকরি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীন। সকল চাকরিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ—

(১) নিখিল ভারতীয় চাকরি, (All India Services)

(২) প্রাদেশিক (Provincial) এবং

(৩) অধস্তন চাকরি (Sub-ordinate Services)

নিখিল ভারতীয় চাকরি

এই বিভাগের কর্মচারিদিগকে ভারত-সচিব নিযুক্ত করেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে ভারত সচিব কর্মচারীদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন বলিয়া এগুলিকে 'কভেন্যান্টেড্ (Covenanted) সার্ভিস্' বলে। তাঁহাদের চাকরির ক্ষেত্র সমগ্র ভারত হইলেও যে প্রদেশে তাঁহারা প্রথম নিযুক্ত হন, সাধারণত সেই প্রদেশেই তাঁহাদের কার্যকাল অতিবাহিত করিতে হয়। তাঁহারা ভারতের যে কোন স্থানে বদলি হইতে পারেন। ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট্ সার্ভিস্ (The Indian Forest Service).

দি ইণ্ডিয়ান সার্ভিস্ অব ইঞ্জিনিয়ারস্ (The Indian Service of Engineers), দি ইণ্ডিয়ান এডুক্যাসনেল সার্ভিস্ (The Indian Educational Service), দি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল ও ভেটেরিনারী সার্ভিস্, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস (সিভিল ব্রাঞ্চ) এই বিভাগের অন্তর্গত। এই সকল কর্মচারীকে বিলাতে এবং ভারতে উভয় স্থানেই নিযুক্ত করা হয়।

প্রাদেশিক চাকরি

দ্বিতীয় বিভাগের চাকরিকে প্রাদেশিক চাকরি বলা হয়। ডাক্তারী, পুলিশ, শিক্ষা, কৃষি, অরণ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিভিল সার্ভিসেও এই বিভাগ আছে। ইহাদিগকে প্রাদেশিক বিভাগ বলে; প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রদেশের লোকদিগের মধ্য হইতেই এই বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই দুই বিভাগের নিয়োগ নীতি একই প্রকার—কিন্তু পদ মর্যাদা ও বেতনের অনেক তারতম্য আছে।

অধস্তন চাকরী

নিম্ন বিভাগের পদগুলিতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী নিযুক্ত করেন।

'চাকরি কমিশন' (Public Service Commission)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশন গঠিত হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি ব্যাপার এই কমিটি দ্বারা পরিচালিত। কর্মচারীদের সুবিধা, অসুবিধা, বেতন, ভাতা, পেন্সন এবং তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা এই কমিটিই তদারক ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা তাঁহাদের নিজেদের অভিযোগের বিচারও এই কমিটিই করিয়া থাকেন। ভারত সচিব এবং [illegible] সরকার কমিটির কর্তব্য সম্পাদনে হস্তক্ষেপ

করাতে ইহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা অসম্ভব এবং সেইজন্য ইহার আবশ্যকতা কতখানি তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না।

বর্তমানে প্রত্যেক চাকরিতে ভারতবাসীকে গ্রহণ করার জন্য দেশে আন্দোলন চলিতেছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সেই নীতি অবলম্বন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতেও এই সিদ্ধান্ত বাঞ্ছনীয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অধীনেও কর্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি চাকরি কমিশন নিযুক্ত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা, নিয়োগের ব্যবস্থা স্থির করা এবং পরীক্ষাদি গ্রহণ করাই এই কমিশনের কর্তব্য। এই কমিশনে কয়জন সদস্য হইবেন তাহা গভর্ণর জেনারেল নির্ধারণ করিবেন। তাঁহাদের বেতন এবং তাঁহাদের দপ্তরের কর্মচারিদিগের যাবতীয় খরচ যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাঁহারা সম্রাটের অধীনে দশ বৎসরকাল চাকরি করিয়াছেন।

প্রত্যেক প্রদেশেই আবার একটি প্রাদেশিক 'চাকরি কমিশন' নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাদেশিক কমিশনের সদস্যদিগকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন; তাঁহাদের বেতন প্রভৃতিও তিনিই স্থির করেন, এবং উহা প্রাদেশিক তহবিল হইতে দেওয়া হয়। উঁহারা প্রাদেশিক চাকরি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করেন এবং সেই সম্পর্কে যে সকল বিধান আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দুই বা ততোধিক প্রদেশ মিলিত হইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন। আপাতত বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—এই তিনটি প্রদেশ মিলিত হইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বঙ্গদেশেও একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর্থিক ব্যবস্থা

মণ্ট-ফোর্ড শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিতেন। প্রদেশ সমূহের যাহা প্রয়োজন তাহা তাঁহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু উক্ত শাসন-তন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গেই এই প্রথার অবসান হইয়া প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় স্বতন্ত্র হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সমুদয় আয়ই প্রদেশের প্রাপ্য; আবার কোন কোন আয় প্রদেশ সমূহ আংশিকভাবে পাইয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে এবং পোস্ট্ ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয় প্রাপ্ত হন। ইরিগেশন বা জলসেচ বিভাগ, বন এবং অন্যান্য রাজকীয় সম্পত্তির আয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়

আয়	ব্যয়
১। কাস্টমস্ (শুল্ক)	১। রাজ্য রক্ষা
২। আয় কর	২। জাতীয় ঋণ ও সুদ
৩। লবণ	(ক) ইংলণ্ডের তহবিলে দেয় টাকা
৪। অহিফেন	(Home charges) *

---

* Home Charges :—

'The details of expenditure incurred in England on account of India are as follows :—

(1) Railway debt—interest, annuities, sinking funds.

(2) Interest on ordinary debt.

(Contd)

আয়	ব্যয়
অন্যান্য	৩। শাসন-তন্ত্রের জন্য ব্যয়
(ক) রেলওয়ে	(Civil administration)
(খ) পোস্ট্ ও টেলিগ্রাফ	৪। জনহিতকর কার্য (Civil works)
(গ) কারেন্সী ও মিণ্ট	৫। পেন্সন
(ঘ) ভারতীয় রাজ্য হইতে দেয় টাকা	৬। অন্যান্য ব্যয় প্রভৃতি
(ঙ) প্রদেশ হইতে দেয় টাকা	
(চ) অন্যান্য	

১। কাস্টমস্ (শুল্ক)

এই বিভাগে আমদানী এবং রপ্তানী দ্রব্য সমূহের উপর কর ধার্য করা হয়। আমদানী দ্রব্য সমূহের মধ্যে মোটর, কাপড় প্রভৃতি এবং রপ্তানীর মধ্যে পাট, চাউল, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষে এই বিভাগে যে কর ধার্য করা হয় তাহা দুই প্রকার; প্রথমত যে সকল আয় রাজ্যের আয় বৃদ্ধি বা অন্যান্য সুবিধার জন্য ধার্য করা হয় এবং দ্বিতীয়ত যাহা দেশজাত দ্রব্য সমূহকে বিলাতী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহার উন্নতিকল্পে ধার্য করা হয়।

(3) Management of debt.
(4) Stores for India.
(5) Military and Marine.
(6) Expenditure in connection with Civil Departments in India.
(7) India office and High Commissioner's office.
(8) Furlough and Pensions etc (civil)
(9) Unclassified.

—Vide P. N. Banerjee. [illegible]an *Economics*

আমদানী

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয়ের মধ্যে শুল্ক প্রধান। এই কর প্রধানত আয়ের জন্যই ধার্য করা হইত এবং বিলাতী প্রতিযোগিতা হইতে দেশজাত দ্রব্য সমূহকে রক্ষা করিবার জন্য ধার্য করা হয় নাই। কিন্তু কাপড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণ, কাগজ ও পেস্টবোর্ড, রং প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের উপর অধিক পরিমাণ কর ধার্য হওয়াতে উহারা প্রকৃত পক্ষে রক্ষিত হইয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ট্যারিফ বোর্ড নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা ভারতীয় লৌহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট উহার রক্ষার নিমিত্ত সুপারিশ করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট-ও সেই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। তদবধি বিদেশ হইতে আগত লৌহের উপর অধিকতর ট্যাক্স ধার্য করিয়া ভারতীয় লৌহকে (টাটা আয়রণ এবং স্টীল্ কোম্পানী) রক্ষা করা হইয়াছে।

যে সকল দ্রব্যের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয় তন্মধ্যে চর্ম, খনিজ ধাতু, কাঁচা তূলা এবং উল, সার, মূল্যবান প্রস্তর, নিষ্পেষিত কাষ্ঠাদি এবং কাগজ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি এবং চিনির কল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, পুস্তক, জীবন্ত পশু, সিনকোনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এরিওপ্লেন, ও ছাপাখানার যন্ত্রাদির উপর শতকরা ২॥০ টাকা; এবং পুরাতন লৌহ ও ইস্পাত, রেলওয়ের দ্রব্যাদি, টেলিগ্রামের যন্ত্রাদি এবং জাহাজ প্রভৃতির উপর শতকরা ১০৲ টাকা শুল্ক দিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে চিনির উপর শতকরা ২৫৲ টাকা, সিগারেটের উপর শতকরা ৭৫৲ টাকা, অস্ত্র শস্ত্রাদির উপর শতকরা ৩০৲ টাকা, সূতার উপর ৫৲ টাকা, বস্ত্রের উপর ১১৲ টাকা এবং দিয়াশলাইয়ের উপর প্রতি গ্রোসে ১॥০ টাকা শুল্ক দিতে হয়।

এই ভাবে ১৯২৪-২৫ সালে গভর্ণমেণ্টের প্রায় ৩৯ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল

রপ্তানী

রপ্তানীর মধ্যে কয়েকটি দ্রব্যের নিম্নলিখিত হারে শুল্ক দিতে হয় :—
কাঁচা পাট প্রতি ৪০০ পাউণ্ডে ১।০ (পাঁচ সিকা); পাটের থলি, দড়ি, সূতা প্রভৃতির টন প্রতি ২০৲ টাকা; চট এবং পাটের অন্যান্য দ্রব্যের টন প্রতি ৩২৲ টাকা; চাউল মণ প্রতি তিন আনা; চা প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ১॥০ টাকা; কাঁচা চামড়া শতকরা ৫৲ টাকা।

এতদ্ব্যতীত কোন কোন দ্রব্যের উপর আবগারী কর দিতে হয়। ইহাতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের ১৯২৪-২৫ সালে ৬ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল।

২। আয় কর

যাহাদের বার্ষিক আয় ২০০০৲ টাকার কম বর্ত্তমানে তাহাদের আয়কর দিতে হয় না। এই কর ব্যতীত ব্যবসায়ীদের ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সঙ্ঘ, কোম্পানী বা একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্মিলিত আয়ের উপর সুপার ট্যাক্স অর্থাৎ অতিরিক্ত কর দিতে হয়। টাকা প্রতি পাঁচ পাই হইতে এক আনা চারি পাই পর্যন্ত আয়কর দিতে হয়।

ভারতবর্ষে আয়কর প্রথা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে অর্থের যে অনটন হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার জন্য ২০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা আয়ের উপর শতকরা ২৲ টাকা এবং ৫০০৲ টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়ের উপর শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে কর ধার্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পুনরায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে চারি বৎসরের জন্য প্রবর্তিত করা হয়। এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ইহার প্রবর্ত্তন করা হয়।

আয়করের হার নিম্নলিখিতভাবে বর্তমানে ধার্য হইয়াছে :—

আয়		কর
২০০০৲ হইতে ৫০০০৲	পর্যন্ত	টাকা প্রতি পাঁচ পাই
৫০০০৲ হইতে ১০০০০৲	,,	ছয় ,,
১০০০০৲ হইতে ২০০০৲	,,	নয় ,,
২০০০০৲ হইতে ৩০০০০৲		এক আনা
৩০০০০৲ হইতে ৪০০০০৲		এক আনা তিন পাই
৪০০০০৲ টাকায় ৫০০০০৲		এক আনা চারি পাই

আয় কর হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৬ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল।

নূতন শাসনবিধানে আয়করের টাকা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পাইবেন কি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট পাইবেন, নেমীয়ার কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এ প্রশ্নের এই মীমাংসা হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ইহা হইতে মাত্র ১৩ কোটি রাখিয়া বাকী টাকা প্রদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিবেন। যথা—

বাংলাদেশ	শতকরা	২০৲
বোম্বাই	,,	২০৲
মাদ্রাজ	,,	১৫৲
যুক্তপ্রদেশ	,,	১৫৲
বিহার	,,	১০৲
পাঞ্জাব	,,	৮৲
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	,,	৫৲
আসাম	,,	২৲
সিন্ধু	,,	২৲
উড়িষ্যা	,,	২৲
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ	,,	১৲
		১০০৲

৩। লবণ

লবণ কর মণ প্রতি ১।০ (পাঁচ সিকা) হিসাবে ধার্য করা হইয়াছে। এই কর প্রত্যেককেই দিতে হয় ; ক্রোড়পতি হইতে দীন দরিদ্র পর্যন্ত কেহই অব্যাহতি পায় না। লবণ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, সুতরাং এই প্রকার করের প্রভাব দরিদ্রের উপরও পড়ে। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ৬ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল।

৪। অহিফেন

অহিফেনের ব্যবসা গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থানে অহিফেন চাষের অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু সমগ্র উৎপন্ন গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। মালব রাজ্য হইতে অহিফেন বৃটিশ ভারতে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু তজ্জন্য উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয়। চীনদেশের অহিফেন-ও এখন ভারতে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। পূর্বে ইহা দ্বারা গভর্ণমেণ্টের প্রচুর আয় হইত কিন্তু বর্তমানে চারি কোটি টাকার বেশি আয় হয় না।

৫। অন্যান্য

(ক) রেলওয়ে—১৯২৫-২৬ সনে রেলওয়ে হইতে গভর্ণমেণ্টের ৩৪ কোটি টাকার অধিক আয় হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বৎসর হইতে রেলওয়ে বাজেটকে সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। ইহা স্থির হইয়াছে যে উহার নেট্ (net) আয় হইতে সাধারণ তহবিলে বাৎসরিক ৫ কোটি টাকা প্রদান করিতে হইবে, তন্মধ্যে ৩ কোটি টাকা রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে জমা হইবে।

(খ) পোস্ট্ এবং টেলিগ্রাফ—কোন সময় ইহা দ্বারা গভর্ণমেণ্টের অত্যধিক আয় হইত না। বর্তমানে ইহার আয় [illegible] কমিয়া গিয়াছে।

ইহার সঙ্গে বেতার বিভাগের আয় যুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিভাগে গভর্ণমেণ্টের কোন আয়ই হয় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

(গ) কারেন্সী এবং মিণ্ট—১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ৪ কোটি টাকার অধিক আয় হইয়াছে।

(ঘ) ভারতীয় রাজ্য—১৯২৫-২৬ সনে ঐ বাবদ ৮৪ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল।

(ঙ) অন্যান্য আয়

সামরিক আয়	৪ কোটি টাকার অধিক
সুদ	৪ কোটি ,, ,,
অন্যান্য	৫৪ কোটি ,, ,,
প্রদেশ হইতে আয়	৬ কোটি ,, ,,

ব্যয়

১। রাজ্য সংরক্ষণ—কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয়ের অধিকাংশই সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট শান্তি রক্ষার জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন। ১৯৩৭-৩৮ সনের বাজেটে এই জন্য ৪৫·৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

২। জাতীয় ঋণ ও সুদ—এই জন্যে ভারত গভর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক কিঞ্চিদূর্ধ্ব ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়।

৩। শাসন-তন্ত্রের জন্য ব্যয়—ইহাতে প্রায় ১১কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু গত ১৫ বৎসর হইতে আরও ১॥ কোটি অধিক ব্যয় হইয়া থাকে।

৪। অন্যান্য ব্যয়—

পেন্সন প্রভৃতি	৩ কোটি টাকা
স্টেশনারী	·৩৪ কোটি ,,
অন্যান্য	·৭০ কোটি ,,
জনহিতকর [illegible]	১·৬০ কোটি ,,

রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক (Reserve Bank)

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনীতির সমাধান এবং পরিচালনা করিবার নিমিত্ত একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উপর 'Currency and Exchange' পরিচালনাভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। ১৯৩৪ সনের ভারতীয় আইন সভায় 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন' প্রণীত হইয়াছে এবং ১৯৩৫ সনের ১ লা এপ্রিল ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের যাবতীয় অর্থ নৈতিক প্রশ্ন—ব্যাঙ্ক নোট, আর্থিক স্থায়িত্ব (Monetary Stability) প্রভৃতি ধীরে ধীরে ইহার কর্তৃত্বাধীনে আসিতেছে।

ইহার কার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত একজন কর্মসচিব (Governor), দুইজন সহকারী কর্মসচিব (Deputy Governor) আছেন। তাঁহাদিগকে গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। ইহা ব্যতীত ১২ জন ডিরেক্টার আছেন; তন্মধ্যে ৪ জন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত এবং অন্য ৮ জন অংশীদারগণের দ্বারা নির্বাচিত। একজন সহকারী কর্মচারীও গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। কর্মসচিব, সহকারী কর্মসচিব এবং ডিরেক্টারগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়; এই কমিটিকে 'Central Board of Directors' বলে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কিংবা মুদ্রা প্রস্তুত এবং প্রচলন (Coinage and Currency) প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে হইলে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি আবশ্যক।

কর্মসচিব, সহকারী কর্মসচিব প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি গভর্ণর-জেনারেল নির্ধারিত করিয়া দেন; তাঁহাদের নিয়োগ এবং কর্মচ্যুতিও তিনিই করেন।

ভারতের জাতীয় ঋণ

ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ প্রায় সহস্র কোটি টাকা হইবে। গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্য টাকাই জাতীয় [illegible] গণ্য। তন্মধ্যে

কতকাংশ গভর্ণমেণ্ট ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপরাংশ গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত আছে। গভর্ণমেণ্ট যাহা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যে শুধু ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নহে, ইংলণ্ড হইতেও অনেক পরিমাণ লওয়া হইয়াছে।

ঋণ হিসাবে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঋণগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) সাধারণ ঋণ ; (২) রেলওয়ে সংক্রান্ত ঋণ ; (৩) সেচ কার্যের জন্য ঋণ ; এবং (৪) অন্যান্য ঋণ।

গচ্ছিত টাকা আংশিক ভাবে ভারতে এবং ইংলণ্ডে জমা আছে। *

প্রাদেশিক আয় ব্যয়

আর্থিক ব্যাপারে প্রদেশ সমূহকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইত ; সকল আয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে জমা হইত এবং পরে সকল প্রদেশকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা সেই তহবিল হইতে দেওয়ার প্রথা ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'কোন কোন বিভাগকে

* **In India.**
Loans.
Treasury Bills in the hands of the public.
Treasury Bills in the Paper Currency Reserve.
Post Office Savings Banks.
Cash Certificates.
Provident Fund etc.
Other obligations.

In England.
Loans
War value of liabilities undergoing.
Redemption by way of terminable.
Railway ann[illegible]

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত করেন। যদিও আর্থিক বণ্টন স্থির হইল তথাপি যুদ্ধের সময় আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইলে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে আমন্ত্রণ করিতে পারেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আর্থিক বণ্টন সম্বন্ধে স্থির করা হইয়াছে। সেই সময় অহিফেণ, লবণ, কাস্টমস্ (শুল্ক), পোস্ট্ আফিস, টেলিগ্রাফ, মিণ্ট, স্টেট্ রেলওয়ে—এই কয়টির আয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেন। রাজস্ব, জলসেচ, স্ট্যাম্প, আবগারী, বন এবং অন্যান্য ট্যাক্স,—এই কয়টির আয় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আংশিকভাবে গ্রহণ করিতেন। ব্যয় হিসাবেও কতকগুলি ব্যয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ বহন করিতেন এবং কোন কোন ব্যয় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আংশিকভাবে বহন করিতেন সামরিক ব্যয়, ঋণ লাঘব, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিতেন। সাধারণ শাসন সম্বন্ধে ব্যয় দুই গভর্ণমেণ্ট আংশিকভাবে বহন করিতেন এবং ব্যয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে বহন করিতেন।

কিন্তু মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আয়ের মধ্যে পরিষ্কার মীমাংসা হয়। রাজস্ব, জলসেচ, আবগারী, স্ট্যাম্প্—এই কয়টির আয় সম্পূর্ণভাবে প্রদেশকে দেওয়া হইল

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে নিম্নলিখিতহারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিতে হইয়াছিল :—

মাদ্রাজ	৩৪৮ লক্ষ টাকা :
বোম্বাই	৫৬ ,,
বাংলা	৬৩ ,

যুক্ত প্রদেশ	...	২৪০ লক্ষ টাকা
পাঞ্জাব	...	১৭৫ ,, ,,
ব্রহ্মদেশ	...	৬৪ ,, ,,
মধ্য প্রদেশ	...	২২ ,, ,,
আসাম	...	১৫ ,, ,,

কিন্তু পরে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে এই দেয় টাকা অনেক পরিমাণে কমান হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সনের বাংলাদেশের বাজেটে এই দেয় টাকা আদৌ ধরা হয় নাই।

এই সঙ্গে প্রদেশকে ট্যাক্স ধার্য করিবার অনুমতি দেওয়া হয়।* বলা বাহুল্য এই ট্যাক্স লব্ধ টাকা সমস্তই প্রদেশের জন্য ব্যয়িত হইবে।

১৯৩৫-৩৬ সনের

বাংলা গভর্ণমেণ্টের বাজেট

	আয়	ব্যয়
	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১। লবণ	১,১০	
২। রাজস্ব	৩,৩৭,১৯	৩৬,৩১

* "They may, without the sanction of the Central Government and Legislature, impose taxes, fees or duties on (1) land put to non-agricultural uses, (2) succession, (3) betting or gambling permitted by laws, (4) advertisements, (5) amusements, (6) any specified luxury, (7) registration (8) stamps other than those of which the amount is fixed by Indian Legislation.'

P. N. Ban[illegible] *Study of Indian Economics. p. 272.*

৩।	আবগারী		১৩৪,৫০		১৮২৪
৪।	স্ট্যাম্প		২,৯২৪২		৫১৭
৫।	বন		২০০২	(১)	১৫২২
				(২)	২৯
৬।	রেজিস্ট্রেশন		২৪০০		১৮৫৪
৭।	ট্যাক্স		১৫৪০		১১
৮।	কোম্পানী		৯০		
৯।	জলসেচ	(১)	২৩০		১১৯১
		(২)	২২৮		
১০।	সুদ		৬২৮	(১)	১৬১৭
				(২)	১০৬৩
১১।	বিচার		১৬১৭		৯৬৪৩
১২।	জেল		৬৬৩		৪৩৮৭
১৩।	পুলিশ		৭৮৪		২,২৭৬২
১৪।	বন্দর		১২৭		৪৯২
১৫।	শিক্ষা		১৪৬০	(১)	১২৪৮
				(২)	১,১৮০৯
১৬।	চিকিৎসা		৯০৭		৪৯১৩
১৭।	স্বাস্থ্য		১২০		৩৬৪৯
১৮।	কৃষি		৬২৩		২৩৬৮
১৯।	শিল্প		১০৩১		১৪৮৯
২০।	অন্যান্য		১৮৩৬		২১৭
২১।	জনহিতকর কার্য		১৭৬৮		৯০৪৪
২২।	স্টেশনারী এবং ছাপা		৪৪৯		২০৯৭

* Budget of the Government of Be[illegible]—1936-37

এতদ্ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় ব্যয় আছে, সেই গুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান শাসন সংস্কারে প্রদেশগুলিকে আরও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। আয়করের কি পরিমাণ টাকা প্রদেশ পাইবে সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পাট উৎপন্নকারী প্রদেশ শতকরা ৬২॥০ টাকা পাইবে। ইহার সবিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। আর্থিক মীমাংসার জন্য সম্রাট্ একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, তাহার সভাপতি সার অটো নেমীয়ারের নাম অনুসারে 'নেমীয়ার কমিটি' নামে খ্যাত। তাঁহাদের সুপারিশ সম্রাট্ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় রাজ্য

ভারতের সকল অংশই ইংরেজ অধিকৃত নহে। ইহার অধিকাংশ স্থানই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেন এবং অন্যান্য স্থান সমূহের উপরও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের প্রভাব আছে। বৃটিশ-ভারত বলিতে যে অংশ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেন তাহাকেই বুঝায় অর্থাৎ যে সকল স্থান গভর্ণর বা চীফ্ কমিশনার কর্তৃক শাসিত হয়। অন্যান্য স্থান সমূহ দেশীয় নৃপতিগণ শাসন করেন। উহাদিগকে ভারতীয় রাজ্য বলা হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের অনেক স্বাধীনতা আছে বটে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাতে সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না। এই সকল রাজ্যের উৎপত্তি মুঘল সাম্রাজ্য হইতে সূচিত হইয়াছে; কারণ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সম্রাটের দৌর্বল্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীন হইতে থাকেন। বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হওয়া পর্যন্ত উহারা স্বাধীনভাবে ছিল; কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যের প্রত্যেকটিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। ইংরেজাধিকৃত রাজ্যসমূহ এবং যে সকল রাজ্য বৃটিশ প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া ভারতীয় রাজ্য বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

এই সকল ভারতীয় বা স্বাধীন রাজ্যসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগের রাজ্যগুলি রাজনৈতিক ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন; দ্বিতীয় বিভাগভুক্ত রা[illegible] জেনারেলের

অধীন এজেণ্ট দ্বারা পরিচালিত এবং যাহাদের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ আছে সেগুলি তৃতীয় বিভাগের অন্তর্গত।

নেপাল, হায়দারাবাদ, মহিশূর, বরদা, কাশ্মীর এবং জামু—এই কয়টি প্রথম বিভাগের অন্তর্গত এবং ইহারাই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। আভ্যন্তরীণ শাসনে ইহারা স্বাধীন; কিন্তু তাহাদের পররাষ্ট্র সম্বন্ধ ভারত গভর্ণমেণ্ট বা গভর্ণর-জেনারেল নিয়ন্ত্রিত করেন। প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া বৃটিশ রেসিডেণ্ট আছেন।

দ্বিতীয় বিভাগে তিনটি এজেন্সী আছে—যথা—(১) রাজপুতানা এজেন্সী; (২) সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া এজেন্সী এবং (৩) বেলুচিস্থান এজেন্সী। এই বিভাগে ১৭০টি রাজ্য আছে, তন্মধ্যে প্রথম এজেন্সীতে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, এবং রেওয়া; দ্বিতীয় এজেন্সীতে উদয়পুর (মেবার), জয়পুর, যোধপুর (মারবার), ভরতপুর, বিকানীর, আলওয়ার ও ধোলপুর উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় বিভাগ সর্বাপেক্ষা ছোট ছোট রাজ্য লইয়া গঠিত; এবং এই রাজ্যগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশি। উহাদের মধ্যে সিকিম, কুচবিহার, পার্বত্য ত্রিপুরা, ভুটান এবং ময়ূরভঞ্জ উল্লেখযোগ্য।

ইহাঁদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টই সর্বময় কর্তা; ইহাঁরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ, সন্ধি কিংবা অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না। * আভ্যন্তরীণ শাসনে সকল রাজ্যকে সমানভাবে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা হয় নাই। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য-ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব আছে, অর্থাৎ কোন সময় প্রয়োজন মনে করিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন; রাজ্যের মধ্যে বৃটিশ প্রজাগণের

* "A Na[illegible] no international existence".

মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-ই লক্ষ্য রাখিবেন। প্রত্যেক রাজাকেই প্রজাদের উপর কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার করিবেন না বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়; এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-ও কোন বিপ্লবে তাঁহাদের সিংহাসন বিপন্ন হইলে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

যদিও দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেক ব্যাপারে তাঁহারা স্বাধীন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে এবং সর্বতোভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন। তাঁহাদের পক্ষে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা রাজদ্রোহ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মলহওর রাও গাইকোয়ারের সিংহাসনচ্যুতিতে এই নীতিই প্রবর্তিত হইয়াছে যে—রেসিডেণ্টকে বিষ প্রয়োগ করিবার জন্য প্ররোচনা করা মহারাণীর বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এবং যে সকল সর্তে মলহর রাও গাইকোয়ারকে বরোদা রাজ্যের নৃপতি করা হইয়াছে, সেই সকল সর্তের অন্যথা কিংবা সম্রাজ্ঞীর প্রতি রাজভক্তির অভাব, অধিকন্তু এই প্রকার যুদ্ধের প্রচেষ্টা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যের কোন লোককে অবাঞ্ছিত মনে করিলে তাহাকে বিতাড়িত করিতে, এমন কি ফাঁসী পর্যন্ত দিতে পারিবেন। মণিপুর রাজার প্রাণদণ্ড এই নীতির সমর্থন করে। এই সম্পর্কে সার উইলিয়ম লী-ওয়ারনারের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

*"Any armed and violent resistance to the arrest of such person was an act of rebellion and can no more be justified by a plea of self-defence than the resistance to a police officer armed with a Magistrate's warrant in British India. The trial of the Manipur chief was made by a Special Commission and the conviction and sentence of hanging were carried out by the executive orders of the Government of India."

মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কারে শাসকদিগের জন্য একটি 'রাজন্য সমিতি' (Chamber of Princes) প্রতিষ্ঠিত হয়। নব শাসন আইনে তাঁহাদিগকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের সমান অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে ১০৪ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ যে শুধু নিজ রাজ্য পরিচালনা করিবেন তাহা নহে; যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বৃটিশ ভারতের শাসনেও তাঁহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিবে। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রতিনিধি থাকাতে বৃটিশ ভারতের শাসন কার্য তাঁহারা অনেক পরিমাণে পরিচালনা করিবেন।

দেশীয় নরপতিগণ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার সম্মতি গভর্ণর-জেনারেলের নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের নিমিত্ত তাঁহারা প্রত্যেকে একটি সর্তনামা * দিবেন; তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের কি কি আইন কানুন তাঁহাদের রাজ্যে কার্যকরী হইবে তাহা লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিবে তাহাও উল্লিখিত হইবে।

* —পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বায়ত্ত-শাসন

স্থানীয় অভাব অভিযোগ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত স্থানীয় লোক যে সকল কাজ সম্পাদন করেন তাহাই স্বায়ত্ত-শাসন। সাধারণত ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসনের অধীন। এই সকল বিভাগের শাসনভার স্থানীয় লোকদের উপর ন্যস্ত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এইরূপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সকল বিষয়ই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট শাসন করিতেন কিংবা এই সকল বিভাগগুলি স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে ছিল। শুধু যে এই সকল বোর্ডগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহা নহে; গভর্ণমেণ্টের যে সকল বিভাগ সাধারণের প্রতিনিধির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, তাহাই স্বায়ত্ত-শাসনের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারে কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রী দ্বারা শাসিত হইত সেইজন্য এই সকল বিভাগ স্বায়ত্ত-শাসনের অধীন রহিয়াছে। স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা লর্ড মেয়ো এবং লর্ড রিপণের সময় হইতে প্রবর্তিত হয়। ইহার পূর্বে এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্রমশ ভারতবর্ষের লোকদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে চালিত করিতেছেন এবং সেই ভাবেই ইহা উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

প্রত্যেক শহরেই ও কোন কোন উন্নত গ্রামে স্থানীয় উন্নতি এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে; এবং প্রেসিডেন্সী শহরে করপোরেশন আছে। শহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহার প্রধান কর্তব্য

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই স্বায়ত্ত-শাসনের প্রবর্তন করা হয়। সেই সময় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রসার এবং উন্নতির জন্য লর্ড মেয়ো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। * শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যের নিমিত্ত স্থানীয় লোকের উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। সেই নিমিত্ত এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় এবং ইংরেজগণকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রসঙ্গে লর্ড রিপণের প্রস্তাবটি অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য। উহা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়। ইহাতে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনে দক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য স্থানীয় অবস্থা, অভাব এবং সেই সম্পর্কিত সমিতি পরিচালনা করিয়া যাহাতে শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য শিক্ষা প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু কার্যত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা হয় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ —এই তিনটি শহরে যে সব করপোরেশন স্থাপিত আছে তাহাদের নিয়ম কানুন অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির মত নহে; প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বিধি অনুসারে এই সকল মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

* Resolution of Lord Mayo in 1870 :—

'Local interest, supervision and care are necessary to success in the management of funds devoted to education, medical aid, charity and local public works. The operation of this resolution in its full meaning and integrity will afford opportunities for the development of Self-Government for strengthening Municipal Institutions and for the association of Natjons and Europeans to a greater extent than heretofore in the administration of affairs"—vide Indian Constitution by A. Rangaswami Iyenger.

ইহাদের পরিচালনার ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত; এই কমিটির সদস্যদের কমিশনার বা কাউন্সিলার বলা হয়; তন্মধ্যে কয়েকজন মনোনীত এবং বাকী সকলে নির্বাচিত। সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং বিশেষ পারদর্শী (বিশেষজ্ঞ) লোকের সাহায্য পাইবার জন্যই মনোনীত সভ্য গ্রহণ করা হয়। ইহার নির্বাচন নীতি এবং অন্যান্য নিয়মকানুন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দেন। ইহার জীবনকাল তিন বৎসর। প্রধান কর্ম-সচিব (Chairman) এবং সহকারী কর্মসচিব (Vice-Chairman) ইহার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন। সভ্যগণ যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট ইহার কার্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং কুশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা কর্তব্যের অবহেলার (Gross mismanagement, abuse of power and neglect of duty) জন্য সকল ক্ষমতা কাড়িয়া নিতে পারেন। সভার কার্যবিবরণী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হয়। যদি-ও ইহাদের উপর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সকল ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করেন না।

ইহার কর্তব্য

স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য এবং তাহাদের উন্নতি সাধন ইহার কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত।

স্বাস্থ্য

শহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত মিউনিসিপ্যালিটি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন :—

(ক) অস্বাস্থ্যকর স্থান সমূহে জঙ্গল, ডোবা প্রভৃতি দূর করিয়া উহা স্বাস্থ্যকর করা ;

(খ) সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে বিস্তারলাভ না করে সেই ব্যবস্থা ; এবং বিস্তারলাভ করিয়া থাকিলে উহা নি[illegible] করিবার ব্যবস্থা

(গ) টীকা—যাহাতে বসন্ত রোগের প্রকোপ না হয়, তজ্জন্য টীকা দিবার ব্যবস্থা করা। কলেরা রোগের বিশোধক হিসাবেও টীকার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) স্বাস্থ্য—যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করা। ইহার মধ্যে অট্টালিকা নির্মাণের জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। দুইটি অট্টালিকার মধ্যে মুক্তস্থান না থাকিলে উক্ত অট্টালিকার মধ্যে আলো বাতাস চলাচল বন্ধ হইলে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য অট্টালিকা নির্মাণের অনুমোদন কালে মিউনিসিপ্যালিটি, পার্শ্ববর্তী দুইটি বাড়ীর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ স্থান আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করেন, এবং ইহা নির্মিত হইলে অপরের স্বাস্থ্যের হানি হইবে কিনা, তাহা-ও বিবেচনা করেন।

(ঙ) জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা—যাহাতে বৃষ্টি এবং বর্ষার জল জমিয়া শহরকে অস্বাস্থ্যকর না করে, তজ্জন্য জল নিকাশের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। ড্রেন এবং খাত কাটিয়া সে ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, ধাত্রীদ্বারা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা—চিকিৎসার নিমিত্ত মিউনিসিপ্যালিটি দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল এবং শিশু ও প্রসূতির চিকিৎসার জন্য শহরের নানা স্থানে মাতৃসদন এবং শিশু মঙ্গলালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী এবং নার্সের ব্যবস্থা আছে। দুঃস্থ পরিবারের জন্য নাম মাত্র ব্যয় কিংবা বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়; এবং ধনিগণও উপযুক্ত ব্যয়ে ইহার সুবিধা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন।

(ছ) পুষ্করিণী খনন করা; কিংবা পুরাতন পুষ্করিণী বন্ধ করা।

(জ) স্নানাগার নির্মাণ করা; এবং

(ঝ) ভ্রম[illegible] (পার্ক) ইত্যাদি নির্মাণ করা।

বাণিজ্য

করপোরেশন জলের বন্দোবস্ত, গ্যাস্, ইলেকট্রিসিটি, বাজার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা, শ্মশান, ট্রামওয়ে এবং যানবাহন চলাচলের পরিচালনা করিয়া থাকে।

শিক্ষা

শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত করপোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রদর্শনী, মিউজিয়ম্, লাইব্রেরী, মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়-ই ইহার সাহায্য অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। কোন কোন স্থানে করপোরেশন গভর্ণমেণ্টকে এই নিমিত্ত আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে এবং কোন কোন স্থানে নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আর্থিক সাহায্য দান করে।

নিরাপত্তা

নিরাপত্তার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং তাহার সংস্কার, আলোর বন্দোবস্ত এবং উহা পরিষ্কার রাখা, বিপজ্জনক অট্টালিকা ধ্বংস করা এবং খারাপ ও অস্বাস্থ্যকর জিনিষ দূরীভূত করা ইহার অন্যতম কর্তব্য।

আয়

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে মিউনিসিপ্যালিটির আয় হইয়া থাকে :—

(১) জীবজন্তু আমদানী এবং রপ্তানীর উপর ট্যাক্স :

(২) রাস্তা, ফেরী, কিংবা পুলের উপর কর ;

(৩) বাড়ী, অট্টালিকা এবং জমির উপর কর ;

(৪) বাণিজ্য, ব্যবসা, আমোদ, (থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস্ প্রভৃতি) প্রভৃতির উপর লাইসেন্স ট্যাক্স্ ;

(৫) জল, আলো, জলনিকাশ এবং [illegible] পরিষ্কারের জন্য কর ;

(৬) নৌকা, জন্তু এবং যানবাহনের উপর ট্যাক্স ;
(৭) সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ;
(৮) ব্যক্তিগত বাজার প্রভৃতির উপর কর।

ব্যয়

আবর্জনা পরিষ্কার এবং ময়লা নিকাশের জন্যই মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহাদের কর্তব্যের মধ্যে অন্যান্য যে সব জনহিতকর কার্য উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইহার আয় ব্যয়িত হয়। বলা বাহুল্য যে, আলো, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং পানীয়জল সরবরাহ করাই ইহার অন্যতম ব্যয়।

ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট্ (Improvement Trust)

অস্বাস্থ্যকর এবং আবর্জনাপূর্ণ স্থান সমূহকে স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে আলোক বাতাস আনিবার জন্য স্থানে স্থানে উন্নতিকর সমিতি বা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট্ স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমত ইহা কলিকাতা এবং বোম্বাই শহরে স্থাপিত হয় এবং পরে এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানেও স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বন জঙ্গল কাটিয়া নূতন শহর স্থাপিত করিয়াছে। ইহাদের চেষ্টায় পর্ণ কুটীরের স্থানে সারি সারি সুরম্য অট্টালিকা স্থান লাভ করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির এত সুকঠিন কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বর্তমান সময়োপযোগী সুন্দরী নগরী এই সকল প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সম্ভবপর হইত না, সেই জন্য ইহার মূল্য অপরিমেয়। পুরাতন শহরগুলি জরাজীর্ণ তাহাদিগকে আধুনিক করিতে হইলে ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট্ আবশ্যক এবং প্রত্যেক পুরাতন শহরেই [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়া শহরগুলির সংস্কার করা

প্রয়োজন। প্রত্যেক শহরের সংস্কার এক সময়ে সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া ক্রমশ তাহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই সকল উন্নতিকর সমিতি কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত। সভ্যগণ ব্যতীত ইহার কয়েক জন কর্ম-সচিব আছেন; তাঁহারা সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

জেলা বোর্ড (District Board)

প্রত্যেক শহরে যেমন মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে, তেমন জেলার জন্যও একটি প্রতিষ্ঠান আছে—ইহাকে জেলা বোর্ড বলে। জেলার অধিবাসীদের কোন অসুবিধা না হয় সেই দিকে ইহার দৃষ্টি আছে। যাহাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি প্রসার লাভ করিতে পারে সেই দিকেও বোর্ডের লক্ষ্য আছে। বোর্ড সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করিলে তাহা প্রশমিত করিবার জন্য ব্যবস্থা করে। নির্বাচিত এবং মনোনীত সভ্যদ্বারা ইহা গঠিত; সম্পত্তি এবং পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থা হিসাবে ইহার সভ্যের যোগ্যতা বিচার হইয়া থাকে। পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট্ ইহার সভাপতি থাকিতেন; কিন্তু এখন সকল সময়ে সকল স্থানে তিনি সভাপতি থাকেন না। ইহাতে ভারতবাসীর সংখ্যা শতকরা ৯৬ জন এবং সরকারী কর্মচারী শতকরা মাত্র ৭ জন আছে। স্থানীয় অবস্থার উন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সংস্কার, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, শিক্ষা প্রভৃতি পরিচালনা এই বোর্ডের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত।

অন্যান্য বোর্ড

শহরে মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা বোর্ড যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, গ্রামে সেই সকল বিষয় পরিচালনা করিবার নিমিত্ত 'গ্রাম্য সমিতি' আছে—তাহাদিগকে **ইউনিয়ন** [illegible] তিনটি গ্রাম

লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত। সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ইউনিয়ন বোর্ডের আয় এবং ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম। ইহার বিচার করিবার ক্ষমতাও আছে; ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার ইঁহারা করিয়া থাকেন এবং ২৫৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন। কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড মিলিত হইয়া একটি **লোকাল বোর্ড** গঠিত; কিন্তু এই বোর্ড উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে এই লোকাল বোর্ডের কোন সার্থকতা নাই।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের আয়

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির আয় এক ভাবেই হইয়া থাকে। কার্যের গুরুত্ব এবং পরিমাণ হিসাবে আয় ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির করণীয় বিষয় বহুল হওয়ায় ইহার আয় ব্যয়ের পরিমাণও অনেক; কিন্তু গ্রাম্য সমিতির কর্তব্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সেইজন্য ইহার আয় ব্যয়ের পরিমাণ খুবই কম।

আয়

রোডসেস; গভর্ণমেণ্টের সাহায্য; যান বাহন, ব্যবসা ইত্যাদির উপর ট্যাক্স; জল, আলো, ময়লা নিকাশ এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য ট্যাক্স; গোশালা, ফেরী এবং বাজার প্রভৃতি হইতে লব্ধ টাকা ইহার আয়ের মধ্যে গণ্য।

ব্যয়

আলো; পুলিশ; শিক্ষা; জন সাধারণের স্বাস্থ্য; বাজার, বাগান এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য ইহার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

ইহাদের নিজেদের কর ধার্য করিবার ক্ষমতা আছে; এবং ব্যয়ের ব্যবস্থা ইহারাই স্থির করিয়া থাকে; গভর্ণমেণ্ট ইহাদের কার্য পরিদর্শন করিয়া [illegible]

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Provincial Autonomy)

আমরা দেখিয়াছি যে ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত শাসন বিধান অনুসারে ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। একভাগের জন্য সপারিষদ গভর্ণর (Governor-in-Council), স-পারিষদ্ গভর্ণর-জেনারেলের মারফৎ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন এবং অপর ভাগের জন্য গভর্ণর তাঁহার মন্ত্রীদের সহিত (Governor acting with Ministers) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী ছিলেন। এইরূপ শাসন-তন্ত্রকে আমরা **দ্বৈত শাসন** বলিয়াছি। এই শাসন-তন্ত্র প্রবর্তনের মূলনীতি ছিল—ভারতবাসীদের শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে, ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবের পরামর্শে পার্লিয়ামেণ্ট, ১৯১৯ সালের শাসনবিধির মুখপত্রে (Preamble), ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করার নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি প্রবর্তিত করিবার প্রথম ব্যবস্থা হইল ভারতবর্ষের প্রদেশ গুলিতে। আরও ব্যবস্থা হইল যে ভারতবাসী যদি স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ পুরামাত্রায় ব্যবহার করিতে পারেন এবং শাসন করিবার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন তাহা হইলে নব-প্রবর্তিত স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি আরও ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। অবশ্য, আইনে রহিল যে ভারতবাসীর যোগ্যতা সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টের বিচারই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ভারত-শাসন-পদ্ধতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষের শাসন-তন্ত্র কখনও নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় নাই, ক্রমশ উদ্ভূত হইয়াছে। ১৯১১ সালের শাসন বিধানের বহুপূর্ব হইতেই শাসন-কার্যে ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর সহযোগিতার

সূচনা হইয়াছিল। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে (Local Self-Government) স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ বহুপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মণ্টেগু সাহেব ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের দায়িত্ব আরও ব্যাপকভাবে দিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে স্বায়ত্ত-শাসনের যে নীতি প্রথমত স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহার প্রগতি হইবে যখন প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্রের কিয়দংশ, এবং পরে সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীদের হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং পরিণতি হইবে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপার (অবশ্য সামান্য সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত রাখিয়া) ভারতবাসীর অধিকারগত হইবে। *

১৯১৯ সালের শাসনবিধি ভারতবাসীকে প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্রে আংশিকভাবে অধিকার দিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, কালক্রমে সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া। এই সম্পর্কে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে চারিটি নীতি উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) স্থানীয় সমিতিগুলিকে যথাসম্ভব স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে এবং সকল প্রকার বাহিরের শাসন-ভার হইতে মুক্ত করা হইবে।

(২) প্রদেশগুলিকে দায়িত্বপূর্ণ শাসননীতির ক্রমানুবর্তনের প্রাথমিক ক্ষেত্র বলিয়া ধরা হইবে। এই দায়িত্বভারের কতকাংশ অবিলম্বে দেওয়া

* "The process will begin in local affairs which we have long since intended and promised to make over to them ; the time has come for advance also in some subjects of provincial concern ; and it will proceed to the complete control of provincial matters, and thence, in the course of time and subject to the proper discharge of imperial responsibilities, to the control of matters concerning all India."

—Montagu Chelmsford Report, para 179.

হইবে এবং অনুকূল অবস্থা হইলে সম্পূর্ণ দায়িত্বভার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ ভারত-সরকারের আপন দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার অধীনতা হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে, আইন প্রণয়ন, শাসন কার্য ও আয় ব্যয় ব্যাপারে, যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়া হইবে।

(৩) ভারত সরকার পার্লিয়ামেণ্টের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকিবেন এবং এই দায়িত্ব অনুসারে তাঁহার ক্ষমতা, যতক্ষণ না প্রদেশগুলিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের কি ফল হয় তাহার সম্যক্ অভিজ্ঞতা না হয়, ততক্ষণ অব্যাহত থাকিবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে; যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি ইহার সভ্য হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্যে প্রভাব বিস্তার করিবার অধিকতর সুযোগ তাঁহাদের দিতে হইবে।

(৪) উক্ত পরিবর্তন অনুযায়ী ভারতসরকারের উপর পার্লিয়া-মেণ্টের ও ভারতসচিবের ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত থাকিবে। *

এই চারিটি নীতি হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের গোড়া-পত্তন। ১৯৩৫ সালের শাসন বিধানে এই নীতি চতুষ্টয় ভিত্তি করিয়া নূতন শাসনতন্ত্রের সৌধ নির্মিত হইয়াছে। জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির ১৯১৯ সালের আইনের ফলে স্বায়ত্ত-শাসনের যে পত্তন হয় তাহার তিনটি ফল পরিলক্ষিত হয়। † প্রথমত, প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রকে ইংলণ্ডস্থিত গভর্ণমেণ্টের প্রভাব ও শাসন হইতে অপসারিত করা হয় এবং তদ্দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারত শাসকগণের সরাসরি দায়িত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলিকে সামাজিক উন্নতি সাধনের

* Mont-ford Report, paras 190-191.

† J.P.C. Report, para 16.

কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। এবং তৃতীয়ত, প্রাদেশিক শাসক সম্প্রদায়ের উপর শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার অর্পন করা হয়।

১৯৩৫ সালের শাসন বিধানে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে বর্ণিত নীতি চারিটির পরিণতি দেখা যায় এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার একটি মূলনীতি এই যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট উভয়েই পার্লিয়ামেণ্ট প্রণীত শাসন বিধান হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত শাসনবিধানের উপর প্রাদেশিক আইন সভা অথবা কেন্দ্রীয় আইনসভা কাহারও ক্ষমতা বিস্তারের অধিকার নাই। ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট উভয়ের এলাকা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল কয়েকটি ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর গভর্ণরের কয়েকটি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহার প্রয়োগে গভর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। গভর্ণরের "বিশেষ দায়িত্বগুলি" (special responsibilities) এই ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতাগুলি যে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সাধারণ বা দৈনন্দিন শাসন কার্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না তাহা পার্লিয়ামেণ্টে একাধিকবার বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ শাসনকার্যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ব্যাপারে ভারত সরকারের শাসন হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ইহাই হইল মূল আদর্শ। ভারত-শাসন আইনে যে-টুকু এই মূল আদর্শ ব্যাহত হইয়াছে সে কেবল পার্লিয়া-মেণ্টের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কিংবা ভারতবাসীর অনভিজ্ঞতাবশত যাহাতে শাসনকার্যের কতকগুলি মূল নীতি—যথা, [illegible], সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতির স্বার্থ-সংরক্ষণ ইত্যাদি

ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য। কেহ কেহ বলেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনভার হইতে স্বাধীনতা; দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রণালীর (Responsible Government) প্রতিষ্ঠা। নূতন শাসন বিধানে দুইটি উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট উভয়েরই অধিকার সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়ায় কেহই কাহারও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ইহাই হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বত্বাধিকারের ভিত্তি। উপরন্তু, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রণালীর অনুবর্তন করা হইয়াছে। মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কারের আমলের দ্বৈত-শাসনের প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আইন সভার নিম্নতর গৃহে সরকারী ও মনোনীত সভ্যশ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উচ্চতর গৃহে নামমাত্র রাখা হইয়াছে। গভর্ণরকে মন্ত্রী-সভার সাধারণ কার্য হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। শাসনকার্য সম্পর্কে মন্ত্রী-সভাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, কেবল গভর্ণর দেখিবেন যে তাঁহার 'বিশেষ দায়িত্ব' যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। আইন-সভাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিমূলক করা হইয়াছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সমস্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। অবশ্য, গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব থাকায় এবং তাহার প্রয়োগে তাঁহাকে গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশাধীন হওয়ায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রী-সভার প্রভাব-বৃদ্ধির সহিত গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের কারণ কমিয়া আসিবে এইরূপ আশা করা যায়। তবে তাহা যে সময়সাপেক্ষ তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ পার্লিয়ামেণ্টের যাহাই অভিপ্রায় হউক না কেন, ভারত শাসন-আইনে তাহার কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই।

পরিশিষ্ট

(১)

সর্তনামা (Instrument of Accession)

······(নৃপতি এবং তাঁহার উপাধি)র সর্তনামা।

যেহেতু ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের এবং বৃটিশ ভারতের স্বতন্ত্র-প্রদেশ সমূহ লইয়া একটি যুক্ত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ;

এবং যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের গঠননীতি বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের আইন এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের উপর নির্ভর করে ;

এবং যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের গঠননীতি, ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে নির্ধারিত হইয়াছে এবং সেই আইনে ইহাও উল্লিখিত আছে যে নৃপতিদের মধ্যে আবশ্যকীয় সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার সম্মতি জ্ঞাপন না করা পর্যন্ত সম্রাট্ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করিবেন না ;

এবং যেহেতু উক্ত আইন আমার সম্মতি ব্যতীত আমার রাজ্যের কোন অংশে প্রযোজ্য নহে ;

সেই হেতু এখন আমি······,······রাজ্যের নৃপতি, আমার রাজ্যের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা বিধায় ভারতের একতা এবং উন্নতির নিমিত্ত সম্রাটের নামে বৃটিশ ভারতের গভর্ণর এবং চীফ্ কমিশনার কর্তৃক শাসিত প্রদেশ সমূহের শাসনকর্তাগণ এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার মানসে এই সর্তনামা দাখিল করিতেছি :

(১) ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন দ্বারা সম্রাট্ ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন, আমি এতদ্দ্বারা সেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি এবং এই সর্তনামানুসারে সম্রাট্, গভর্ণর জেনারেল, ফেডারেল আইন সভা এবং কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করিবেন তাহা এই রাজ্যে প্রযোজ্য হইবে ;

(২) উক্ত আইনের যে সকল ধারা এই রাজ্যে প্রযোজ্য হইতে পারে, সে সকল আইন এই রাজ্যে প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি ;

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার প্রথম উপধারা লিখিত বিধির মধ্যে যাহা এই রাজ্যে প্রযোজ্য হইবে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এবং সেগুলি সম্বন্ধে উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় রচিত আইন সমূহ এই রাজ্যে প্রযোজ্য হইবে এবং কার্যকরী সভা সে সকল আইন এই রাজ্যে প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এতৎ-সঙ্গে কোন্ কোন্ বিধিগুলি প্রযোজ্য হইবে না তাহা-ও উল্লিখিত হইল ;

(৪) উক্ত আইনের ১৪৭ এবং ১৪৯ ধারার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশদ্-ভাবে এতদ্ সঙ্গে দ্বিতীয় উপধারায় উল্লেখ করিলাম ;

(৫) এই সর্তনামাতে যুক্তরাষ্ট্রের আইন সমূহের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার আইন সমূহ, অর্ডিন্যান্স এবং ৪২ হইতে ৪৫ পর্যন্ত ধারাতে গভর্ণর-জেনারেলের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতানুযায়ী আইন সমূহ পর্যবসিত হইবে ;

(৬) এই সর্তনামাতে যুক্তরাষ্ট্রে যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইল, তদ্ব্যতীত এই রাজ্যে আমার সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাঁহারা কিংবা পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] করিতে

পারিবেন না। এই সর্তনামাতে এই রাজ্যে আমার ক্ষমতা, অধিকার এবং দাবী অপ্রত্যাহৃত রহিল; কিন্তু নূতন সর্তনামা প্রদান পূর্বক তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে, সেই সম্বন্ধে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন;

(৭) পরিশিষ্টগুলিও এই সর্তনামার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(৮) সম্রাট্ এই সর্তনামা যেদিন গ্রহণ করিবেন সেইদিন হইতেই ইহা আমার উপর প্রযোজ্য হইবে; কিন্তু বিংশ শতাব্দির মধ্যে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে, এই সর্তনামা তৎপর আর কার্যকরী হইবে না; এবং

(৯) আমি, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে এই সর্তনামা আমি, আমার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হইতে সম্পাদন করিতেছি; সুতরাং যে প্রসঙ্গে আমার কিংবা এই রাজ্যের নৃপতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে আমার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদিগকে-ও বুঝিতে হইবে।

(স্বাক্ষর)

....

প্রয়োজনানুরূপ অতিরিক্ত সর্ত

(ক) ইহাই আমার অভিপ্রায় যে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মকানুন এই রাজ্যের নৃপতি এবং তাঁহার কর্মচারিগণই কার্যে পরিণত করিবেন এবং সেই সকল সর্ত, আমার এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেলের মধ্যে মীমাংসিত হইয়াছে এবং উহা পরিশিষ্ট হিসাবে এতদ্সঙ্গে দেওয়া হইল; সুতরাং আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতেছি এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবে এবং সম্পাদিত হইলে উহা সর্তনামার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) অ্যাক্টের ৬ষ্ঠ অংশের জল সরবরাহ সম্পর্কে ১৩০ হইতে ১৩৩ নম্বর ধারাগুলি আমার রাজ্যে প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) যেহেতু আমার সর্তনামানুসারে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সম্রাট্ সম্মতি জ্ঞাপন করিবার কালে এই অ্যাক্টের ১৯৪ নম্বর ধারায় এক নম্বর উপধারা প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিতে পারেন; সুতরাং আমি ঘোষণা করিতেছি যে সম্রাট্ সেই প্রকার ঘোষণা করিলে আমার এই সর্তনামা উক্ত সর্তসাপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পরিশিষ্ট

(২)

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ্

(নিম্নগৃহ)

সাধারণ	...	৭৮ (তন্মধ্যে ৩০ জন অনুন্নত জাতি)
মুসলমান	...	১১৭
এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	...	৩
ইউরোপীয়ান	...	১১
ভারতীয় খৃষ্টান	...	২
শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি	...	১৯
জমিদার	...	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	...	২
শ্রমিক প্রতিনিধি	...	৮ এবং
স্ত্রীলোক	...	৫

(তন্মধ্যে সাধারণ ২, মুসলমান ২, এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ১)।

সাধারণ ৭৮ জন নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত ঃ—

শহর নির্বাচন মণ্ডলী	১২	
দার্জিলিং পার্বত্যাঞ্চল	১	
পল্লী	৬৫	(৩০ জন অনুন্নত জাতি)
	৭৮	

শহর নির্বাচন মণ্ডলী—

শহর নির্বাচন মণ্ডলীকে নিম্নলিখিত বারটি কেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে একজন সভ্য নির্বাচিত হন।

(১) উত্তর কলিকাতা (১, ২, ৩, ৩০, ৩১, ৩২, ওয়ার্ড) ;

(২) পূর্ব কলিকাতা (৪, ৯, ১৮, ১৯, ২০, ২৮, ২৯ ওয়ার্ড) ;

(৩) পশ্চিম কলিকাতা (৫-৬, ১০-১৭ নং ওয়ার্ড) ;

(৪) দক্ষিণ কলিকাতা (২১-২৫, ২৭ ওয়ার্ড) ;

(৫) মধ্য কলিকাতা ;

(৬) মধ্য-দক্ষিণ কলিকাতা ;

(৭) হুগলী হাওড়া মিউসিপ্যাল ;

(৮) উত্তর বর্ধমান বিভাগ মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র ;

(৯) ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল ;

(১০) প্রেসিডেন্সি বিভাগ মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র ;

(১১) রাজসাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগ বা উত্তর বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র ;

(১২) পূর্ববঙ্গ বা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র ;

পল্লী নির্বাচন কেন্দ্র— ৩৬+৩০

	উচ্চবর্ণ
১। বর্ধমান (মধ্য)	১+১ (নিম্নজাতি)
২। ঐ [illegible]	১+১ ঐ

৩।	বীরভূম	১+১	ঐ
৪।	বাঁকুড়া পশ্চিম	১+১	ঐ
৫।	ঐ পূর্ব	১	
৬।	মেদিনীপুর মধ্য	১+১	ঐ
৭।	ঝাড়গ্রাম এবং ঘাটাল	১+১	ঐ
৮।	মেদিনীপুর পূর্ব	১	
৯।	ঐ দক্ষিণ-পশ্চিম	১	
১০।	ঐ দক্ষিণ-পূর্ব	১	
১১।	হুগলী উত্তর-পূর্ব	১+১	ঐ
১২।	হুগলি দক্ষিণ-পশ্চিম	১	
১৩।	হাওড়া	১+১	ঐ
১৪।	২৪ পরগণা দক্ষিণ-পূর্ব	১+১	ঐ
১৫।	ঐ উত্তর-পশ্চিম	১+১	ঐ
১৬।	নদীয়া	১+১	ঐ
১৭।	মুর্শিদাবাদ	১+১	ঐ
১৮।	যশোহর	১+১	ঐ
১৯।	খুলনা	১+২	ঐ
২০।	রাজসাহী	১	
২১।	মালদহ	১+১	ঐ
২২।	দিনাজপুর	১+২	ঐ
২৩।	জলপাইগুড়ী-শিলিগুড়ি	১+২	ঐ
২৪।	রঙ্গপুর	১+২	ঐ
২৫।	বগুড়া-পাবনা	১+১	ঐ
২৬।	ঢাকা পূর্ব	১+১	ঐ
২৭।	ঐ পশ্চিম	১	

২৮।	ময়মনসিংহ পূর্ব	১+১	ঐ
২৯।	ঐ পশ্চিম	১+১	ঐ
৩০।	ফরিদপুর	১+২	ঐ
৩১।	বাখরগঞ্জ দক্ষিণ-পশ্চিম	১+১	ঐ
৩২।	ঐ উত্তর-পূর্ব	১	
৩৩।	ত্রিপুরা	১+১	ঐ
৩৪।	নোয়াখালি	১	
৩৫।	চট্টগ্রাম	১	
৩৬।	দার্জিলিং	১	

স্ত্রী লোক সাধারণ— ২

১। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকা ১

২। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল এলাকা ১

মুসলমান— ১১৯

,,	শহর নির্বাচন কেন্দ্র	৬
,,	পল্লী ...	১১১
	স্ত্রীলোক ...	২
		১১৯

শহর নির্বাচন কেন্দ্র— ৬

প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

১। উত্তর কলিকাতা (১-১২ ওয়ার্ড ; ২৮-৩২নং ওয়ার্ড)

২। দক্ষিণ কলিকাতা (১৩-২৫ নং এবং ২৭নং ওয়ার্ড)

৩। হুগলী হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

৪। বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি

৫। ২৪-পরগণা মিউনিসিপ্যালিটি

৬। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি

পল্লী নির্বাচন কেন্দ্র— ১১১

১।	ময়মনসিংহ	...	১৬
২।	ত্রিপুরা	...	১০
৩।	ঢাকা	...	৯
৪।	বাখরগঞ্জ	...	৯
৫।	রঙ্গপুর	...	৭
৬।	ফরিদপুর	...	৬
৭।	নোয়াখালী	...	৬
৮।	পাবনা	...	৫
৯।	চট্টগ্রাম	...	৫
১০।	নদীয়া	...	৪
১১।	যশোহর	...	৪
১২।	রাজসাহী	...	৪
১৩।	বগুড়া	...	৪
১৪।	দিনাজপুর	...	৪
১৫।	২৪ পরগণা	...	৩
১৬।	মুর্শিদাবাদ	...	৩
১৭।	খুলনা	...	৩
১৮।	মালদহ	...	২
১৯।	বর্দ্ধমান	...	১
২০।	বীরভূম	...	১
২১।	বাঁকুড়া	...	১
২২।	মেদিনীপুর	...	১
২৩।	হুগলী	..	১
২৪।	হাওড়া ও জলপাইগুড়ী	..	১
২৫।	দার্জ্জিলিং	...	১

স্ত্রীলোক— ২

১। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল ১

২। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ২

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুরুষ ৩

„ স্ত্রীলোক ১

৪

ইহার কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকিবে না ; সমগ্র বঙ্গদেশকে একটি কেন্দ্র ধরা হইবে ; প্রত্যেক সভ্য চারিটী ভোট দিবেন তন্মধ্যে তিনটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক।

ইউরোপীয়ান— ১১

১। চট্টগ্রাম বিভাগ ১

২। ঢাকা ১

৩। রাজসাহী ১ (দার্জিলিং ব্যতীত)

৪। দার্জিলিং জেলা ১

৫। হুগলী এবং হাওড়া জেলা ১

৬। বর্ধমান বিভাগ ১ (হুগলী এবং হাওড়া ব্যতীত)

৭। প্রেসিডেন্সী বিভাগ ১

(টালীগঞ্জ এবং সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটি সহ)

৮। কলিকাতা এবং
টালীগঞ্জ এবং সাউথ
সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটি ৪

১১

কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ডাক যোগে ইহাদের ভোট লওয়া হইবে।

দেশীয় বা ভারতীয় খৃষ্টান—২

১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ সহ কলিকাতা ১
২ ঢাকা বিভাগ ১

২

বণিক সম্প্রদায়— ১৯

(খনিওয়ালা ইত্যাদি সহ)

(ক) ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ১৪

১। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স ৭
২। কলিকাতা ট্রেড্স্ এসোসিয়েসন ২
৩। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন ২
৪। ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসন ২
৫। ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসন ১

১৪

(খ) ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়— ৫

(১) বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স ২
(২) মারোয়ারী এসোসিয়েসন ১
(৩) মুস্‌লিম চেম্বার অব কমার্স ১
(৪) ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ১

৫

জমিদার ৫

প্রত্যেক বিভাগের জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ২

কলিকাতা ১
ঢাকা ১

শ্রমিকসঙ্ঘ ৮

(১)	কোল মাইনার্স	১
(২)	টি গার্ডেন ওয়াকার্স ...	১
(৩)	হুগলী (সদর এবং শ্রীরামপুর সব ডিভিসন) শ্রমিক	১
(৪)	হাওড়া জেলা শ্রমিক ...	১
(৫)	বারাকপুর সব ডিভিসন	১
(৬)	কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা (সদর)	১
(৭)	শ্রমিক সঙ্ঘ (trade unions)	২
		৮

পরিশিষ্ট

(৩)

আর্থিক বণ্টন

যুক্তরাষ্ট্র

১। ভূমি (কৃষিকার্যে নিয়োজিত) ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ কর ;

২। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক তালিকাভুক্ত স্ট্যাম্প ;

৩। রেল বা এরোপ্লেন নীত মাল কিংবা যাত্রিদের উপর টারমিনাল ট্যাক্স ;

৪। রেলওয়ে ভাড়া প্রভৃতির উপর ট্যাক্স ;

৫। আয় কর *—কৃষি জাত আয় ব্যতীত অন্যান্য আয় কর ;

৬। করপোরেশন ট্যাক্স-যৌথ ব্যবসাযুক্ত ;

৭। লবণ কর * ;

৮। আবগারী * ;

৯। শুল্ক * ;

১০। পাট শুল্ক * ;

১১। পেট্রোলিয়ামের উপর ট্যাক্স ;

১২। পোস্ট্, টেলিগ্রাফ ও বেতার ;

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট

১। ভূমি সংক্রান্ত ট্যাক্স ;

২। ব্যবসা ও বাণিজ্য—বাজার ও মেলা ;

৩। মাসিক দ্রব্য সমূহ উহাদের উৎপন্ন এবং ব্যবসা ইত্যাদির উপর ট্যাক্স ;

৪। রাজস্ব ;

৫। আবগারী কর—আফিং, গাঁজা এবং মাদক দ্রব্য মিশ্রিত ঔষধ ও প্রসাধন ;

৬। ভূমি ও অট্টালিকা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স ;

৭। কৃষি কার্যে নিয়োজিত ভূমির উত্তরাধিকারের জন্য কর ;

৮। খনিজ দ্রব্য সমূহের উপর কর ;

৯। ক্যাপিটেশন ট্যাক্স (capitation tax) ;

১০। ব্যবসার উপর কর ;

১১। জন্তু ও যানবাহনের উপর কর ;

১২। আমদানী দ্রব্যের উপর কর ;

১৩। প্রমোদ কর ;

১৪। স্ট্যাম্প ;

১৫। আভ্যন্তরীণ জলপথে (inland water ways) নীত যাত্রী বা মালের উপর কর ;

১৬। টোল (Tolls) ;

---

* তারকা চিহ্নযুক্ত আয়ের কিয়দংশ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ; উহার মীমাংসার জন্য সার আটো নিমেয়ার নিযুক্ত হন। [illegible] সমাট পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে পুর্বেই উল্লেখ [illegible]

পরিশিষ্ট

যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশের আইন-ক্ষমতা—(৪)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে কোন কোন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে এবং কোন কোন ব্যাপারে প্রাদেশিক আইন সভার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে ; শেষোক্ত ক্ষেত্রে যুক্ত রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। সম্পূর্ণ তালিকা বালকদিগের নিকট দুর্বোধ্য মনে হইতে পারে, সেইজন্য আমরা তন্মধ্যে শুধু প্রয়োজনীয়গুলির উল্লেখ করিতেছি। প্রথম ধারার মধ্যে যেগুলি উল্লিখিত, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয় ধারাতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে, সেই সকল ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না ; এবং তৃতীয় ধারার মধ্যে যেগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে দুই স্থানেই সমানভাবে আইন প্রণীত হইতে পারে।

(ক)

(১) সামরিক, নৌসেনা এবং বিমান সেনা ;

(২) পররাষ্ট্রে সম্বন্ধীয় আইন ;

(৩) খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় আইন ;

(৪) মুদ্রা ;

(৫) পোস্ট্, টেলিগ্রাফ ও বেতার ;

(৬) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ;

(৭) মিউজিয়াম ;

(৮) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ,

(৯) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ;

(১০) সার্ভে আফিস্ ;

(১১) পুরাতন ইতিহাস বিজড়িত অট্টালিকা প্রভৃতি ;

(১২) আদম সুমারি ;

(১৩) বন্দর ;

(১৪) রেলওয়ে ;

(১৫) জাতীয় ঋণ ইত্যাদি।

(খ)

(১) প্রাদেশিক কোর্ট সমূহ ;

(২) পুলিশ ;

(৩) প্রাদেশিক জাতীয় ঋণ ;

(৪) প্রাদেশিক সরকারী চাকরি ;

(৫) প্রাদেশিক লাইব্রেরী ;

(৬) মিউজিয়াম ;

(৭) জনসাধারণের স্বাস্থ্য ;

(৮) চিকিৎসালয় ;

(৯) ডিস্পেনসেরী ;

(১০) জন্ম-মৃত্যু তালিকা ;

(১১) তীর্থ যাত্রী ;

(১২) শিক্ষা ;

(১৩) বেকার সমস্যা ;

(১৪) জুয়া খেলা ;

(১৫) অরণ্য •

(১৬) •সিনেমা প্রদর্শন ইত্যাদি

(গ)

(১) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ;

(২) উইল ;

(৩) সম্পত্তি হস্তান্তর (কৃষিকার্যে নিয়োজিত ভূমি ব্যতীত) ;

(৪) সালিশ ;

(৫) দেউলিয়া ;

(৬) পত্রিকা, পুস্তক, ও মুদ্রালয় ;

(৭) বিষ মিশ্রিত ঔষধ ;

(৮) পশুদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার রহিত করা ;

(৯) যানবাহন ;

(১০) বেকার

(১১) ইনসিউরেন্স ;

(১২) ইলেক্‌ট্রিসিটি ;

(১৩) বাণিজ্য সঙ্ঘ ;

(১৪) সিনেমা ফিল্ম প্রদর্শনের জন্য মঞ্জুর ;

(১৫) সিপিং ও ন্যাভিগেসন ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

(৫)

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ

ভোটারদের যোগ্যতা।

সাধারণ।

১। যাঁহার বয়স একুশ বৎসর হয় নাই এবং যিনি—

(ক) বৃটিশ প্রজা, অথবা

(খ) কোন দেশীয় রাজ্যের শাসক কিম্বা প্রজা নহেন;

তাঁহার নাম কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারের তালিকাতে লেখা হইবে না।

২। কোন ব্যক্তির যদি মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এবং তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া যদি কোন উপযুক্ত আদালত ঘোষণা করেন তাহা হইলে তাঁহার নাম কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারের তালিকায় লেখা হইবে না।

সাধারণ, ভারতীয় খ্রীষ্টান ও মুসলমান নির্বাচক-মণ্ডলী।

বাসস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি দরকারী বিষয়।

৩। কোন নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে যে ব্যক্তির বাসস্থান নাই তাঁহার নাম ঐ মণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে লেখা হইবে না।

"বাসস্থান" বলিতে কোন ব্যক্তি যেখানে সাধারণতঃ বৎসরের বেশির ভাগ সময় সত্য সত্যই বাস করেন [illegible] বুঝাইবে।

২। ট্যাক্স দেওয়ার দরুণ যোগ্যতা

৪। কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে কোন ব্যক্তির নাম লিখিতে পারা যাইবে, যদি—

(ক) তিনি ১৯৩৪-৩৫ সনের ভিতর কিম্বা তাহার পূর্বে সেই বৎসরের জন্য বাংলাদেশের মোটরযানের ট্যাক্স বিষয়ক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে কোন ট্যাক্স দিয়া থাকেন ; অথবা

(খ) ১৯৩৪-৩৫ সনে তাঁহার উপর ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স ধরা হইয়া থাকে ; অথবা

(গ) তাঁহার নাম কলিকাতা কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল আসেস্‌মেণ্ট-সংক্রান্ত, কিংবা লাইসেন্স কিংবা কর্পোরেশনের অন্য কোন সরকারী রেজিস্টারে কর্পোরেশনকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কন্‌স-লিডেটেড্‌ রেট্‌ বাবদ কোন টাকা ট্যাক্স বা লাইসেন্স ফী দেওয়ার দরুণ লেখা হইয়া থাকে ; অথবা

(ঘ) তিনি ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে এবং সেই বৎসরের জন্য কিম্বা স্থলবিশেষে ১৩৪১ সালের ৩০শে চৈত্র যে বাংলা বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার মধ্যে এবং সেই বৎসরের জন্য আট আনার কম নয় এমন মিউনিসিপ্যাল অথবা ক্যান্টন্‌মেণ্ট ট্যাক্স বা ফী, অথবা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেস্‌ আইন অনুসারে আট আনার কম নয় এমন পথ ও পূর্ত কর, অথবা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রাম্য চৌকিদারী বিষয়ক আইন অনুসারে ছয় আনার কম নয় এমন চৌকিদারী ট্যাক্স, অথবা বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন-বিষয়ক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে ছয় আনার কম নয় এমন ইউনিয়ন রেট্‌ দিয়া থাকেন।

৩। সম্পত্তির দরুণ যোগ্যতা

৫। কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে তাঁহার চাকুরীর বলে এমন বাড়ীতে বাস করেন যাহার বার্ষিক মূল্য ৪২৲ টাকার কম নয় তাহা হইলে তিনি ভোট দিতে পারিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার পক্ষ হইতে আর কেহ তাঁহার নাম ভোটারদের তালিকাতে লেখনীর জন্য দরখাস্ত না করেন তাহা হইলে কেবল এই রকম যোগ্যতা আছে বলিয়াই তাঁহার নাম কোন ভোটারদের তালিকাতে লেখা হইবে না।

এইস্থলে "বার্ষিক মূল্য" বলিতে বাড়ীর বার্ষিক ভাড়া বুঝাইবে এবং ঐ ব্যক্তি যাহার অধীনে নিযুক্ত থাকেন তাহার হিসাবপত্র হইতে এইরূপ বার্ষিক ভাড়া ঠিক করিতে হইবে। এই হিসাবপত্র কোন আইন অনুসারে নিয়মিতভাবে পরীক্ষিত হওয়া চাই। কিংবা যদি বার্ষিক মূল্য এইভাবে ঠিক করা না যায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে চাকুরীবলে ঐ বাড়ীতে বাস করেন সেই চাকুরীতে তিনি বার্ষিক যে বেতন পান তাহারই দশ ভাগের এক ভাগ বার্ষিক মূল্য ধরা হইবে।

৪। শিক্ষাসংক্রান্ত যোগ্যতা

৬। কোন ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির কোন একটি পাশ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নাম কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে লেখা যাইতে পারিবে :—

(ক) কলিকাতা এণ্ট্রান্স্ অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, অথবা

(খ) ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ডের হাই স্কুল পরীক্ষা কিম্বা হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা, অথবা

(গ) স্কুল ফাইনাল একজামিনেশন্ বোর্ড, বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, বিজ্ঞান বিভাগ, অথবা

(ঘ) ইউরোপীয়ান স্কুল কোডের অধীনে কেম্ব্রিজ জুনিয়র পরীক্ষা, অথবা

(ঙ) ইউরোপীয়ান স্কুল কোডের অধীনে হাইয়ার গ্রেড স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, অথবা

(চ) বেঙ্গল সংস্কৃত এসোশিয়েসনের (অথবা যাহাকে আগে কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ড বলা হইত) পরিচালিত উপাধি পরীক্ষা, অথবা

(ছ) ঢাকার পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ কর্তৃক পরিচালিত উপাধি পরীক্ষা, অথবা

(জ) বোর্ড অব সেন্ট্রাল মাদ্রাসা এক্‌জামিনেশন্‌স্‌ কর্তৃক পরিচালিত ফাজিল পরীক্ষা, অথবা

(ঝ) বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর ট্রেনিং কিংবা নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষা, অথবা

(ঞ) গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষা।

যদি কোন ব্যক্তি নিজে বা তাঁহার পক্ষ হইতে আর কেহ তাঁহার নাম ভোটারদের তালিকাতে লেখানর জন্য দরখাস্ত না করেন তাহা হইলে তাঁহার এই রকম যোগ্যতা আছে বলিয়াই যে তাঁহার নাম কোন ভোটারের তালিকাতে লেখা হইবে তাহা নহে।

৫। মহামান্য সম্রাটের সৈন্যমধ্যে কাজ করিবার দরুণ যোগ্যতা

৭। কোন ব্যক্তি যদি মহামান্য সম্রাটের স্থায়ী সৈন্যদলের অবসর-প্রাপ্ত, পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত বা কার্যমুক্ত কর্মচারী, বে-কমিশনী কর্মচারী বা সৈনিক হন তবে তাঁহার নামও যে কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে লিখিতে পারা যাইবে।

৬। স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত যোগ্যতা

৮। মহামান্য সম্রাটের স্থায়ী সৈন্যদলের কোন কর্মচারী, বে-কমিশনী কর্মচারী বা সৈনিকের পেন্সন প্রাপ্তা বিধবা স্ত্রী কিংবা পেন্সন প্রাপ্তা মাতা অথবা যে স্ত্রীলোকের স্বামী এই দফায় বর্ণিত যোগ্যতা-বিশিষ্ট সেই স্ত্রীলোকের নাম কোন নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে লিখিতে পারা যাইবে। কিন্তু কোন সময়েই একজন লোকের যোগ্যতার দরুণ একজনের বেশি স্ত্রীলোকের নাম কোন প্রদেশের নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে লেখা হইবে না এবং কয়েকজন স্ত্রী থাকিলে তাঁহাদের ভিতর কাহার নাম তালিকাতে লেখা হইবে সে সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন নাম রেজিস্ট্রী করার কর্তৃপক্ষ।

৯। কলিকাতার কোন নির্বাচকমণ্ডলীর বেলায়, কোন স্ত্রীলোকের স্বামী ইহার ঠিক পূর্ববর্তী দফায় বর্ণিত যোগ্যতাবিশিষ্ট আছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারিবে, যদি—

(ক) কলিকাতায় কোন জমি বা বাড়ী যাহার আলাদা নম্বর হইয়াছে এবং ট্যাক্সের জন্য যাহার বার্ষিক মূল্য দেড়শত টাকার কম নয় বলিয়া ধরা হইয়াছে সেই জমি বা বাড়ীর মালিক এবং দখলিকার বলিয়া মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স-সংক্রান্ত বহিতে তাঁহার নাম ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে লেখা হইয়া থাকে অথবা কলিকাতায় কোন জমি বা বাড়ী যাহার আলাদা নম্বর হইয়াছে এবং ট্যাক্স বসাইবার জন্য যাহার বার্ষিক মূল্য তিনশত টাকার কম নয় বলিয়া ধরা হইয়াছে সেই জমি বা বাড়ীর মালিক বা দখলিকার হিসাবে তাঁহার অংশের দেয় ঐ জমি বা বাড়ীর কনসলিডেটেড্ ট্যাক্স তিনি ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে দিয়া থাকেন ; অথবা

(খ) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১১ শ অধ্যায় কিংবা ১২শ অধ্যায় অনুসারে যে [illegible] করা হয় সেই

সব ট্যাক্স বাবদে তিনি কেবল তাঁহার নিজ হিসাবে এবং নিজ নামে ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে ও সেই বৎসরের জন্য কমপক্ষে চব্বিশ টাকা দিয়া থাকেন ; অথবা

(গ) কলিকাতায় যে জমি বা বাড়ীর জন্য ১৯৩৪-৩৫ সনে কন্‌সলিডেটেড্ রেট্ বাবদে কমপক্ষে চব্বিশ টাকা দেওয়া হইয়াছে সেই জমি বা বাড়ীর সম্পর্কে যদি তাঁহার নাম মিউনিসিপ্যাল আসেস্‌মেণ্ট সংক্রান্ত বহিতে লেখা হইয়া থাকে।

১০। কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলী নয় এমন কোন শহরের নির্বাচকমণ্ডলীর বেলায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির জন্য যে সব যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর আছে বলিয়া ধরা হইবে যদি তিনি ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে এবং সেই বৎসরের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে কমপক্ষে তিন টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা ফী, অথবা অন্য কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের এলাকার মধ্যে কমপক্ষে এক টাকা আট আনা মিউনিসিপ্যাল অথবা ক্যাণ্টনমেণ্ট ট্যাক্স কিম্বা ফী দিয়া থাকেন।

১১। গ্রামের নির্বাচকমণ্ডলীর বেলায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির জন্য যে সব যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর আছে বলিয়া ধরা হইবে যদি ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে এবং সেই বৎসরের জন্য অথবা স্থলবিশেষে ১৩৪১ সালের ৩০শে চৈত্র যে বাংলা বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের মধ্যে ও সেই বৎসরের জন্য তিনি এক টাকা আট আনার কম নয় এমন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা ফী, অথবা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেস্ আইন অনুসারে এক টাকার কম নয় এমন পথ ও পূর্ত কর, অথবা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রাম্য চৌকিদারী আইন অনুসারে কিম্বা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনবিষয়ক আইন অনুসারে দুই টাকার কম নয় এমন চৌকিদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়ন রেট্ দিয়া থাকেন।

১২। কোন নির্বাচকমণ্ডলীর বেলায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির জন্য যে সব যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর আছে বলিয়া ধরা হইবে যদি তিনি মহামান্য সম্রাটের স্থায়ী সৈন্যদলের পেন্‌সন্ প্রাপ্ত বা কার্যমুক্ত কর্মচারী, বে-কমিশনী কর্মচারী অথবা সৈনিক হন, অথবা যদি ১৯৩৪-৩৫ সনে তাঁহার উপর ইন্‌কম্-ট্যাক্স ধরা হইয়া থাকে, অথবা যদি তিনি বাংলাদেশের মোটর-যান বিষয়ক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে কিম্বা তাহার পূর্বে সেই বৎসরের জন্য ট্যাক্স বাবদ কোন টাকা দিয়া থাকেন।

দার্জিলিং জেলার সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

১৩। আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বজায় রাখিয়া দার্জিলিং জেলার সদর, কালিম্পং এবং কার্সিয়ং মহাকুমার যে কোন অংশের যে কোন গ্রাম্য সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে কোন ব্যক্তির নাম লেখা যাইতে পারিবে, যদি সেই ব্যক্তি—

(ক) ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে ও সেই বৎসরের জন্য মিউনিসি-প্যালিটির এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন জমি বা কোন ভাড়াবাড়ীর জন্য কমপক্ষে কুড়ি টাকা খাজানা, অথবা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাহিরে কোন জমির জন্য কমপক্ষে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকেন; অথবা

(খ) এমন কোন লোকের স্ত্রী হন যিনি ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে ও সেই বৎসরের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন জমি বা কোন ভাড়াবাড়ীর জন্য কমপক্ষে ষাট টাকা খাজানা, অথবা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাহিরে কোন জমির জন্য কমপক্ষে ছয় টাকা খাজানা দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

১৪। যেখানে কোন একান্নবর্তী পরিবারের লোকেরা একত্রে কোন সম্পত্তি ভোগদখল করেন, অথবা টাকাকড়ি আদায় দেন, অথবা তাঁহাদের সকলের উপর একসঙ্গে কর ধার্য হয় সেখানে ভোটারের যে যোগ্যতা তাহা আছে কিনা ঠিক করিবার জন্য ঐ পরিবারটিকে এক বলিয়া ধরিতে হইবে এবং যদি যোগ্যতা জন্মে তাহা হইলে, একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের বেলায় উহার ম্যানেজার এবং অন্য সব স্থলে ঐ পরিবারস্থ লোকেরা যে ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেন তিনি ভোট দিবেন।

কিন্তু যেখানে কোন একান্নবর্তী পরিবারের লোকেরা পৃথক্‌ভাবে বাস ও খাওয়া-দাওয়া করেন সেখানে এই যোগ্যতা থাকিবে না এবং এই ধরণের কোন পরিবারের বেলায় কোন সম্পত্তি, টাকাকড়ি আদায় দেওয়া অথবা কর ধার্যের বিষয় উল্লেখ করা হইলে ঐ সম্পত্তি, টাকাকড়ি দেওয়া অথবা কর ধার্যের ব্যাপারে ঐ পরিবারের প্রত্যেক লোকের যে অংশ তাহাই বুঝাইবে।

১৫। কোন রাজস্ব সংক্রান্ত বৎসরে যে সকল লোকের উপর ইন্‌কম্-ট্যাক্স ধরা হয় তাহাদের কথা উল্লেখ করা হইলে উহার মধ্যে যে যৌথ কারবারের উপর ঐ বৎসরে ইন্‌কম্-ট্যাক্স ধরা হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেক অংশীদারকেও বুঝাইবে, যদি ঐ কারবারের যে আয়ের উপর ঐ বৎসর ইন্‌কম্-ট্যাক্স বসান হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ অংশীদারের যে অংশ আছে তাহা যত টাকার উপর ইন্‌কম্-ট্যাক্স ধরা যাইতে পারে তাহা হইতে কম নয় বলিয়া নির্দিষ্ট প্রণালীতে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়া থাকে।

১৬। কোন সৈন্যদলের কোন অবসরপ্রাপ্ত, পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত বা কার্যমুক্ত কর্মচারী, বে-কমিশনী কর্মচারী অথবা সৈনিকের কথা বলা

হইলে তাহাতে এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে না যাহাকে শাসন করিবার জন্য ঐ সৈন্যদল হইতে বরখাস্ত করা অথবা ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৮। ভূম্যধিকারী নির্বাচকমণ্ডলী।

১৭। (১) ভূম্যধিকারী নির্বাচকমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তির বাসস্থান আছে এবং যিনি ১৯৩৪-৩৫ সনের মধ্যে, অথবা স্থলবিশেষে ১৩৪১ সালের ৩০শে চৈত্র যে বাংলা বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের মধ্যে—

(ক) বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূম্যধিকারী নির্বাচক-মণ্ডলীর এলাকার মধ্যে স্বয়ং মালিক হিসাবে নিজ অধিকারে অথবা স্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী হিসাবে কোন মালিকের ঠিক অধীনে এক বা ততোধিক এস্টেট্ কিংবা মধ্যস্বত্ব, কিংবা এস্টেট্ বা মধ্যস্বত্বের অংশ ভোগ-দখল করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য কমপক্ষে ৩,০০০৲ টাকা ভূমি রাজস্ব ও খাজানা, অথবা কমপক্ষে ৭০০৲ টাকা পথ ও পূর্ত কর দিয়া থাকেন ; অথবা

(খ) ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের ভূম্যধিকারী নির্বাচক মণ্ডলীর এলাকার মধ্যে স্বয়ং মালিক হিসাবে নিজ অধিকারে অথবা স্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী হিসাবে কোন মালিকের ঠিক অধীনে এক বা ততোধিক এস্টেট্ কিংবা মধ্যস্বত্ব, কিম্বা এস্টেট্ বা মধ্যস্বত্বের অংশ ভোগদখল করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য কমপক্ষে ২,০০০৲ টাকা ভূমিরাজস্ব ও খাজানা, অথবা কমপক্ষে ৫০০৲ টাকা পথ ও পূর্তকর দিয়া থাকেন ;

তাঁহার নাম ভূম্যধিকারী নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারের তালিকায় লেখা যাইতে পারিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটারদের তালিকাতে নাম লেখার জন্য কোন ব্যক্তির যোগ্যতা আছে কিনা ঠিক করিতে হইলে, কেবল—

(ক) সেই সব এস্টেট্ ও এস্টেটের অংশ এবং স্থায়ী মধ্যস্বত্ব ও স্থায়ী মধ্যস্বত্বের অংশগুলি ধরা হইবে যাহা চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য প্রদেশের এলাকার মধ্যে পড়ে না ;

(খ) সেই সব এস্টেট্ ও এস্টেটের অংশগুলি ধরা হইবে যাহা ঐ ব্যক্তি কাহারও জিম্মাদার না হইয়া স্বয়ং মালিক হিসাবে ভোগদখল করেন এবং যাহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভূমি রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক আইন অনুসারে যে রেজেস্টারী বহিগুলি আছে তাহাতে তাঁহার নিজ নামে রেজিস্ট্রী করা আছে ;

(গ) সেই সব স্থায়ী মধ্যস্বত্ব ও স্থায়ী মধ্যস্বত্বের অংশগুলি ধরা হইবে যাহা ঐ ব্যক্তি কাহারও জিম্মাদার না হইয়া নিজ অধিকারে ভোগ দখল করেন ;

(ঘ) এমন ভূমিরাজস্ব অথবা খাজানা অথবা পথ ও পূর্তকর ধরা হইবে যাহা ঐ ব্যক্তির নিজের যে অংশগুলি আছে সেই বাবদে দেওয়া হয় ;

(ঙ) এই দফার (১) উপদফার (ক) অথবা (খ) দফা অনুসারে যদি কোন ভূম্যধিকারী একের বেশি নির্বাচকমণ্ডলীর তরফ হইতে ভোট দেওয়ার যোগ্য হন তাহা হইলে যে নির্বাচকমণ্ডলীতে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি দেন কেবল সেই নির্বাচকমণ্ডলীতেই তাঁহাকে ভোট দেওয়ার অধিকারী বলিয়া ধরা হইবে ;

(চ) কোন এস্টেট্ অথবা স্থায়ী মধ্যস্বত্বের অংশের জন্য কোন ভূম্যধিকারী যে পরিমাণ ভূমিরাজস্ব অথবা খাজানা অথবা পথ ও পূর্তকর দেন তাহা যদি সঠিক জানা না থাকে তাহা হইলে যে জেলায় এই

ধরণের এস্টেট্ অথবা মধ্যস্বত্ব থাকিবে সেই জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ঐ অংশের দরুণ কত টাকা দেওয়া হয় তাহা স্থির করিবেন এবং তাঁহার মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন ওয়াক্ফ্ এস্টেটের মতওয়ালী বা ম্যানেজার, অথবা কোন দেবোত্তর এস্টেটের সেবাইত ঐ এস্টেট্ নিজ অধিকারে ভোগ দখল করেন বলিয়া ধরা হইবে, কিন্তু ওয়াক্ফ্ এস্টেট্ ছাড়া অন্য কোন এস্টেটের ট্রাস্টী বা ম্যানেজারকে ঐভাবে ধরা হইবে না।

পরিশিষ্ট

(৬)

তপশীলভুক্ত জাতির তালিকা (বাংলাদেশ)

আগরিয়া ; ওরাওঁ ; কাউর ; করোঙ্গা ; কাওরা ; কাণ ; কাদার ; কাঁদরা ; কাঁদ ; কাপুড়িয়া ; কাস্থ ; কোচ ; কোটাল ; কোঙার ; কোনাই ; কোরা ; খাতিক ; খয়রা ; গারো ; গোণরী ; ঘাসী ; চামার ; জালিয়া কৈবর্ত ; ঝালোমালো বা মালো ; ডোম ; তিয়র ; তুরি ; দোসাধ ; দোয়াই ; ধেনুয়ার ; ধোবা ; নমঃশূদ্র ; নাগেসিয়া ; নট (নাথ বা যুগী নয়) ; নুনিয়া ; পলিয়া ; পাটনী ; পাণ ; পাসি ; পোদ ; বাইতী ; বাউরা ; বাগ্দী ; বাহেলিয়া ; বিনঝিয়া ; বিন্দ ; বেদিয়া ; বেরুয়া ; বেলদার ; ভাতিয়া ; ভুঁইমালী ; ভুঁইয়া ; ভূমিজ ; মাল্ ; মালপাহাড়িয়া ; মেচ ; মল্ল ; মাহ্লী ; মাহার ; মুচী ; মুণ্ডা ; মুসাহার ; মেথর ; রাজবংশী ; রাজবার ; রাভা ; লালবেগী ; লোধা [লোধ (কায়স্থ) বা লোধী রাজপুত নয়] ; লোহার ; শুড়ি ; সাঁওতাল ; হাজং ; হাদী ; হালালখোর ; [illegible] ; [illegible]।

পরিশিষ্ট

(৭)

ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটি

(Federal Railway Authority)

নূতন শাসনতন্ত্রে রেলওয়ে সমূহের ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। উহা ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটি বলিয়া খ্যাত। রেলওয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এই কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে। গভর্ণর জেনারেল ইহার প্রধান কর্মসচিবকে (Chief Railway Commissioner) কমিটির মত নিয়া নিজের ব্যক্তিগত মত অনুসারে নিযুক্ত করিবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা সাতজন। গভর্ণর জেনারেল কমিটির সভায় তাঁহার মত প্রকাশ করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন; তিনি যোগদান করিয়া পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না। পরিচালন নীতি (question of policy) ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট স্থির করিতে পারেন; কিন্তু রেলওয়ে কমিটি এবং ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে গভর্ণর জেনারেলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

একজন সভাপতি এবং দুই জন সদস্য নিয়া একটি রেলওয়ে বিচারালয় (Railway Tribunal) গঠিত হইবে তাঁহাদিগকে গভর্ণর-জেনারেলই মনোনীত করিবেন, সভাপতি ফেডারেল কোর্টের জজদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন; চীফ্ জাস্টিস্ অব ইণ্ডিয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি এই নিয়োগ করেন।

